লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১৭তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ৫ জামা: সানি, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ আমান, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ মার্চ, ২০১৬ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে

৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল টানা ৪ দিন ব্যাপী

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ১১তম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে। এ বছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দরখাস্ত আগামী ২৫/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী, বোর্ড গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবরে পৌঁছাতে হবে। আবেদনকারীদের ভর্তি পরীক্ষা ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার থেকে ০৩/০৬/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারীদেরকে ৩০/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৫.০০ টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ ঃ (১) এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে। (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেক-আপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ওয়াকফে নও প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতী বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে। (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী এবং নিজ বাড়ি অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আত গ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে (ছ) আবেদন পত্রে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে নচেৎ আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে (জ) জামাতি ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নায়েম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারীকে ভাল ভাবে চিনেন ও জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

ভর্তি-বিজ্ঞপ্তিটি সকল স্থানীয় জামাত, হালকা ও পকেট সমূহে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো। প্রয়োজনে যেসব মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ
সেক্রেটারী, বোর্ড অফ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতালাভের অবিস্মরণীয় এক দিন-২৩ মার্চ

মার্চ মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ মাস, তেমনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে মার্চ মাস একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশী-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ***'বাবে লুদ'*** তথা লুধিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আবির্ভূত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে ৪০ জন বয়আত গ্রহণ করেন। এই ৪০ জনকে নিয়েই শুরু হয়েছিল আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার কাছ থেকে বহু ঐশী-নিদর্শন লাভ করে জগদ্বাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন, 'আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্'। তিনি (আ.) অপবাদ আরোপকারী, বিদ্বেষ-পরায়ণদেরকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, "আমি জানি, খোদা তা'লা আমার সঙ্গে আছেন। আমি যদি পিষ্টও হয়ে যাই, পদদলিতও হই এবং ক্ষুদ্রকায় এক অণুর চেয়েও নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দেখি তবুও আমিই জয়ী হবো। যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি ছাড়া আমাকে কেউ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হবো না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষপোষণকারীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

হে অজ্ঞ এবং অন্ধরা! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হবো? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কি কখনো অপমানের সাথে বিনাশ করেছেন যে, আমাকে তিনি বিনাশ করবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবে এবং কান পেতে শোনে রাখো, আমার আত্মা বিনাশ হবার নয় আর আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার রেশমাত্র নেই" (আনোয়ারুল ইসলাম, পুস্তক)।

১৮৮২ সনের শুরু থেকেই আহমদীয়া সিলসিলাহ্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর ওপর তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে ওহী নাযিল হয়ে চলছিল, কিন্তু কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি, কারণ তিনি জানতেন না ওহীর এ ধারাবাহিকতার পেছনে আল্লাহ্ তাআলা কী উদ্দেশ্য নিহিত রেখেছেন এবং রূহানীয়তের কোন্ উচ্চতম আসনে তাঁকে সমাসীন করতে তিনি ইচ্ছা করেছেন। কেনই-বা তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হবে, যেহেতু তিনি কোন পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, বরং নীরবে-নিভৃতে লেখনি ও বাক্য দ্বারা ইসলামের খেদমত করতেই তিনি গৌরব ও আনন্দ অনুভব করতেন। প্রায় ৮ বছর এ অবস্থা চলতে থাকে। অনেক বিশিষ্ট পূণ্যবান ব্যক্তি এ সময়ে হুযূর (আ.)-এর নিকট বয়আত গ্রহণের আবেদনও জানান। প্রত্যেককেই তিনি একই জবাব দিতেন, 'আমি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ নই'। অবশেষে ১৮৮৮ সনের শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বয়আত নেয়ার জন্য নিম্নোক্ত আদেশ করেন, 'যখন তুমি সংকল্প কর, আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা কর এবং আমার সম্মুখে আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা (জামা'তের নেযামের) তৈরী কর। যে ব্যক্তি তোমার হাতে বয়আত করবে, আল্লাহ্র হাত তার হাতের উপর থাকবে'। (প্রথম ইশতেহার, ডিসেম্বর, ১৮৮৮)

আল্লাহ্ তা'লার এ সুস্পষ্ট আদেশ প্রাপ্তির পর সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ***'তক্‌মীলে তবলীগ আওর গুযারেশে জরু রী'*** শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আত নেয়ার ঘোষণা করেন। এতে হুযূর (আ.) কেবলমাত্র পুণ্যবান ও ঈমানে সুদৃঢ় শিষ্যগণকে বয়আত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি (আ.) লিখেছেন 'আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যারা সত্যকে পেতে চায়, তারা সত্যিকার ঈমান, অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের প্রশিক্ষণ পেতে আমার নিকট বয়আত করবে। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে তাদের বোঝা হালকা করিয়ে দিতে যত্নবান থাকবো। খোদা তাআলা আমার দোয়া ও মনোনিবেশে তাদেরকে আশিসমন্ডিত করবেন। তবে শর্ত এই যে, আসমানি শর্তাবলী পালনে তারা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকবে'। সেই সাথে এতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তিনি (আ.) সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি অর্থাৎ জাগতিক এক বাধা পাড়ি দিয়ে লুধিয়ানা শহরে আসার আমন্ত্রণ জানান। এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হুযূর (আ.) লুধিয়ানা শহরে গমন করেন এবং ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ মরহুম মুন্সী আহমদ জান সাহেবের বাসভবনে সত্যান্বেষী পুণ্যবান শিষ্যগণের বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। খোদা তা'লার বিশেষ ইচ্ছায় তাঁর মা'মুরের দ্বারা পবিত্র এ রূহানী জামা'তের ভিত্তি এভাবেই গড়ে ওঠে।

আজ সারা বিশ্বের প্রায় ২০৮টি দেশে কোটি কোটি মানুষ তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর গতিশীল নেতৃত্বে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দেশের সত্যান্বেষীদেরকেও সত্য মসীহ্-মাহদীকে চেনার এবং তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

১৫ মার্চ, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৯

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৯

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৬
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

কলমের জিহাদ ২৯
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

২৩ মার্চ ইসলামের নব জীবন ৩১
মাহমুদ আহমদ সুমন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৩
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

পবিত্র কুরআন ও দোয়া ৩৪
মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদী পরিমন্ডলে বিয়ে দেওয়ার সুফল ৩৫
আব্দুস সামাদ

'মসীহ্ মাওউদ' দিবসে আমাদের করণীয় ৩৬
মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর" ৩৭
ফারহানা মাহমুদ তন্বী

পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা ৩৮
অনুবাদ- শহীদ মোহাম্মদ মোবাশ্বের

চিরসবুজ সুন্দরবন ৩৯
মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ঢালি

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী ৪১

সংবাদ ৪২

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৭

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

إِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তুমি তাদের হেদায়াতের জন্য যতই আগ্রহী হও (না কেন, জেনে রাখ), যারা (লোকদের) পথভ্রষ্ট করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়াত দেন না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ
اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। আর তারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করে বলে, যে মারা যায় আল্লাহ্ তাকে কখনো পুনরুত্থিত করবেন না, অবশ্যই (করবেন)। এটা তাঁর পক্ষ থেকে এক অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক (তা) জানে না।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। (পুনরুত্থান এ জন্য হবে) যাতে করে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তিনি তাদের কাছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেন এবং অস্বীকারকারীরা যেন জানতে পারে নিশ্চয় তারাই মিথ্যাবাদী[১৫৪৫]।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنٰهُ أَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ
كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤١﴾ ع ١١

৪১। আমরা যখন কোন কিছু করতে চাই তখন এ ব্যাপারে আমাদেরকে কেবল এ কথাই বলতে হয়, 'হও'[১৫৪৬] এবং তা হয়েই যায়।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا
ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ
وَلَأَجْرُ الْأٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। আর নির্যাতিত হবার পর যারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে[১৫৪৭] হিজরত করেছে আমরা অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে এক উত্তম স্থান দান করবো। আর পরকালের প্রতিদান নিশ্চয় সবচেয়ে বড়। হায়! তারা যদি (তা) জানতো।

১৫৪৫। পুনরুত্থান দিবসে সত্যের উপলব্ধি এতই সুস্পষ্ট ও পূর্ণরূপ ধারণ করবে, কাফিররা স্বীকার করবে যে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন বিশ্বাস না করাটা তাদের কত বড় বোকামি ছিল। অবশ্যই তা এখন পূর্ণ এবং সাময়িক বাস্তব উপলব্ধিতে পরিণত হবে।

১৫৪৬। 'কুন' শব্দ দ্বারা এটা বুঝায় না যে আল্লাহ্ তা'লা কোন বস্তুকে, যার অস্তিত্ব বাস্তবে রয়েছে, হুকুম করেন। এটা শুধু কোন ইচ্ছার প্রকাশ বুঝায় এবং আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর কোন ইচ্ছার প্রকাশ করেন তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট লক্ষ্যের পূর্ণতা লাভের পথে তা কার্যকর হয়।

১৫৪৭। 'ফিল্লাহে' অর্থ ঃ (ক) আল্লাহ্ তা'লার জন্য, (খ) আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য, অর্থাৎ ধর্মে বন্ধনমুক্ত ও পূর্ণ স্বাধীন ধর্মচর্চা প্রয়োগ করার জন্য, (গ) আল্লাহ্ তা'লার মধ্যে অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'লার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে।

হাদীস শরীফ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর কাজ হলো দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা

ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যাবে। পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবীর এমতাবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হযরত মসীহ্ বা ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে।

কুরআন :

'যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে' (সূরা তাকভীর : ১৪)।

হাদীস :

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ অনুসারীদেরকে তাদের জান্নাতের বেশী (স্থান) সম্বন্ধে জ্ঞাত করবেন' (মুসলিম)।

ব্যাখ্য :

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব যুগ-কাল সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, সেই সময়ে ইসলাম নামেমাত্র বাকী থাকবে, কুরআনের ওপর আমল থাকবে না। ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যাবে। পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবীর এমতাবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হযরত মসীহ্ বা ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে। তাঁর কাজ হবে শরীয়তকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা।

উপরোক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই সময়ে দুনিয়া পাপে এমনভাবে ভরে যাবে যে, পার্থিব মোহে ও পাপে নিমজ্জিত হবার কারণে মানুষের পক্ষে নেক আমল করা দুরূহ হবে। মানুষের জন্য নেক আমল করা বা শরীয়তের ওপর আমল করতে পারাটা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনে শরীয়ত ও দ্বীন জীবিত হবার কারণে যারা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে হযরত রসূল করীম (সা.) এর প্রকৃত দাসে পরিণত হবেন, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এই হাদীসে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনবে তাদেরকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা তখন তাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও সংকল্প প্রদর্শন করবে। তাই তাদেরকে সূরা হা-মীম-সাজদার ৩১, ৩২ আয়াতে বর্ণিত খোদার অঙ্গীকার অনুযায়ী ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কর্তৃক এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কিভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর অনুসারীদের মধ্যেও বহুজনকে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের শুভ সংবাদ দান করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.), হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) এবং আরও অনেকে।

সুতরাং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য– আমরাও যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত দাস হতে পারি এবং প্রতিশ্রুত জান্নাতের অধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

শেষ যুগে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ধর্ম বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সে যুগে মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ তারা করবে, যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়। ধর্মের জন্য সহায়ক এবং মু'মিনদের ঈমানী-পোশাকের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়াবলীকে তারা পরিত্যাগ করবে।

আল্লাহ্ তাঁর আদি-জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতেন, শেষ যুগে খ্রিষ্টান জাতি সত্য-ধর্মের সঠিক পথের বিরোধিতা করবে এবং সম্মানিত প্রভুর পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও প্রকাশ্যে মিথ্যাচার করবে। একই সাথে তিনি এটিও জানতেন, সে যুগে মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ তারা করবে, যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়। ধর্মের জন্য সহায়ক এবং মু'মিনদের ঈমানী-পোশাকের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়াবলীকে তারা পরিত্যাগ করবে। তারা বিদা'ত, কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কৃতিপরায়ণতার ধ্বংসাত্মক-গহ্বরে পতিত হবে। নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ধর্ম বলতে তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

এ যুগে দু'শ্রেণীর সীমালঙ্ঘনকারীদের সংশোধন ও মিথ্যাবাদীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তখন অনুগ্রহ ও করুণার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এক ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার দাবি ছিল, প্রেরিত ব্যক্তির নাম খ্রিষ্টানদের সংশোধনের নিরিখে 'ঈসা' আর মুসলমানদের তরবিয়তের নিরিখে 'আহমদ' রাখা, এবং তাঁকে উভয় দলের রীতি-নীতি ও পথ-ঘাট ভালভাবে অবগত করা। অতএব তিনি তাঁকে উল্লেখিত দু'টো উপাধি দিয়েছেন এবং উভয় পানীয় থেকে পান করিয়েছেন এবং তাঁকে মু'মিনদের দুঃখবিমোচনকারী ও খ্রিষ্টানদের নৈরাজ্য নির্মুলকারী নিযুক্ত করেছেন।

অতএব খোদার দৃষ্টিতে একদিকে তিনি ঈসা এবং অপরদিকে আহমদ। সুতরাং তুমি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত আচরণ পরিহার কর আর বিরোধিতা ও অন্যায়ের পথ এড়িয়ে চল, সত্যকে গ্রহণ করো, আর কৃপণদের মতো হয়ো না। নবী (সা.) যেখানে তাঁকে মসীহের গুণে গুণান্বিত আখ্যা দিয়েছেন বরং তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন, আর তাকে তাঁর নিজ মহান সত্তার গুণে গুণান্বিত আখ্যায়িত করেছেন এবং মুস্তফা সদৃশ 'আহমদ' নামে অভিহিত করেছেন। তোমার জানা উচিত, তিনি যে এ দু'টো নাম পেয়েছেন, তা দু'টো সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টির কারণে।

সুতরাং খ্রিষ্টান-সম্প্রদায়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও বন্দীর প্রতি সহমর্মীতার ন্যায় তাদের খাতিরে ব্যথিত হবার কারণে স্বর্গের অধিপতি তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নবী (সা.)-এর উম্মতের জন্য তাঁর গভীর হিতাকাঙ্ক্ষিতার কারণে তাঁকে আহমদ নাম দিয়েছেন। তাদের ভয়াবহ মতভেদ এবং ঘৃণ্য-জীবন দেখে তাঁর মর্মপীড়া আরও বেড়ে যায়। সুতরাং তোমার জেনে রাখা উচিত, প্রতিশ্রুত ঈসাই আহমদ আর প্রতিশ্রুত আহমদই ঈসা। এ সমুজ্জ্বল রহস্যকে অবজ্ঞা করো না। তুমি কি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আর খ্রিষ্টানদের হাতে যা ঘটছে তা দেখছো না? তুমি কি দেখছো না, আমাদের জাতি ধর্মীয়-সংস্কার ও ধর্মীয়-শিক্ষাকে কলুষিত করেছে? শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান জোনাকীর আলোর ন্যায় ক্ষীণ এবং তাদের আলেমরা মরুভূমির মরীচিকাতুল্য হয়ে গেছে। দুস্কৃতির অনুসরণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানব স্বভাব বিরুদ্ধ সব অপকর্ম এক পর্যায়ে তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ বাসনার রূপ নিয়েছে, আর তারা নাছোড়বান্দার ন্যায় জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৭১-৭২ থেকে উদ্ধৃত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

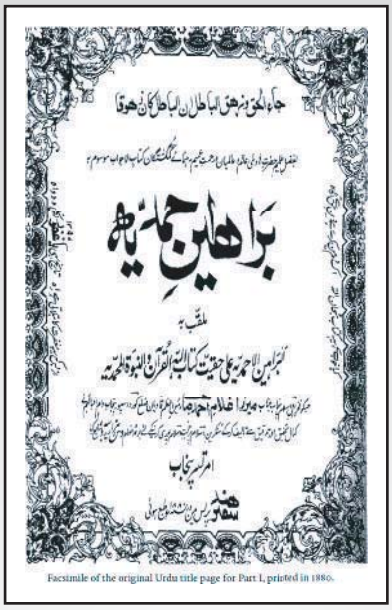

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১২তম কিস্তি)

আমাদের জ্যেষ্ঠদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য সব ইলহামী গ্রন্থ যার মাধ্যমে একত্ববাদ ও ঐশী তত্ত্বের ক্ষেত্রে পৃথিবী সহস্রভাবে উপকৃত হয়েছে তার সবক’টি মানুষ নিজেরাই রচনা করেছে। যদিও এ গ্রন্থে বর্তমান বেদের এই দাবি পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে কিন্তু আমরা এখানে একথা প্রকাশ করতে চাই যে, সুধারণা পোষণ, সভ্যতা-ভব্যতা ও হৃদয়ের পবিত্রতা হতে এদের ধ্যান-ধারণা যে কতটা বিচ্যুত আর ঐতিহাসিক বিদ্বেষের জের হিসেবে যা তাদের শিরা-উপশিরা বরং রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, সুধারণা পোষণের এসকল বৈশিষ্ট্যকে তারা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে বসেছে যা মানুষের ভদ্রতা ও সাধুতা এবং সৌভাগ্যের মাপকাঠি আর যা হলো মানবতার ভূষণ ও সৌন্দর্য।

আর্য্যাবর্ত ছাড়া যত দেশে নবী ও রসূল

যারা ক্ষণিকের জন্যও অহমিকার বেড়াজাল হতে মুক্ত হতে পারে না, অধিকন্ত যারা বস্তু জগতের সাথে এমন মায়া-বন্ধন ও সম্পর্ক রচনা করে রেখেছে যে, তাদের হৃদয়ে প্রতিটি মুহূর্ত জাগতিকতাই বিরাজ করে, তারা যদি খোদার পবিত্র লোকদের তাচ্ছিল্যের সাথে স্মরণ করে তাহলে এটি কতবড় পরিতাপের বিষয়!

ভাইয়েরা! নবীরা (আ.) যে পবিত্র, সৎ ও উৎকর্ষ মানব ছিলেন তা মেনে নাও যেন তাঁদের প্রতি যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তা পবিত্র গণ্য হতে পারে। নতুবা যেসব হৃদয় থেকে সেসব গ্রন্থাবলী উৎসারিত হয়েছে তা-ই যদি পবিত্র না হয়, তাহলে সেসকল গ্রন্থাবলী কীভাবে পবিত্র হতে পারে? ধুতরা গাছে আঙ্গুর বা আক গাছে ডুমুর ধরবে তা কী করে সম্ভব? যেহেতু ঝর্ণার পানি পরিস্কার তাই এর উৎসকেও পরিস্কার জ্ঞান করো। যদি তাঁরা মুত্তাকী, মনোনীত ও খোদার পরম বিশ্বস্ত বান্দা না হতেন তাহলে এটি খোদার বিরুদ্ধে আপত্তি করার নামান্তর হবে যে, তিনি মানিক চিনেন না! যেন এটি মানতে হবে খোদাও নোংরা চালচলন বিশিষ্ট লোকদের ন্যায় চোর ও ডাকাতদের সাথে মেলামেশা রাখেন, নাউযুবিল্লাহ। তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যে সকল মানুষ, খোদা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী যোজক আর যারা পৃথিবীতে স্বর্গীয় জ্যোতির প্রসারক, তাঁদের কী নিখুঁত হওয়া উচিত– নাকি ত্রুটিপূর্ণ? সৎ হওয়া উচিত– না কি মিথ্যাবাদী? রিসালত ও নবুয়তের উদ্দেশ্য যেখানে সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা, সেখানে

(চলমান টিকা: ৬)

এসেছেন অগণিত মানবকে অংশীবাদিতা ও সৃষ্টিপূজার অমানিশা থেকে যারা মুক্ত করেছেন আর অধিকাংশ দেশকে ঈমান ও একত্ববাদের জ্যোতিতে আলোকিত করেছেন, তারা সকলেই নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ছিলেন! সত্য রিসালত ও নবুয়ত কেবল বাহ্মনদের উত্তরাধিকার আর তাদের জ্যেষ্ঠদেরই বিশেষ জায়গীর বা সম্পত্তি স্থায়ীভাবে আল্লাহ তা'লা তাদেরকেই এর ঠিকা দিয়ে রেখেছেন! স্বীয় ব্যাপক হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের নদীকে কেবল তাদেরই ছোট্ট দেশে প্রবাহমান রেখেছেন। সদা তাদেরই দেশ, তাদের ভাষা এবং তাদেরই মধ্য হতে তাঁর নবী পছন্দ হয়েছে আর তারাও কেবল তিন বা চার জন–এমন ধারণা গ্রহণ করলে ইলহাম করা ও রসূল প্রেরণের বিষয়টি প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম এবং খোদার চিরন্তন রীতি বহির্ভূত গণ্য হবে।

অধিকন্তু ইলহাম-প্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা কম মনে করার কারণে নবুওয়ত ও ওহীর বিষয়টি দুর্বল, অবিশ্বাস্য ও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। এছাড়া খোদার এমন কোটি কোটি বান্দা তাঁর কৃপা, করুণা, ঐশী দিক-নির্দেশনা ও পরিত্রান পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে যারা এদেশ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এদেশ যাদের সম্পর্কে অনবহিত। এরচেয়েও অধিক ক্ষতিকর বিষয় হলো, যে বিশ্বাস সম্পর্কে আর্যরা আত্মপ্রসাদ

নবীরা নিজেরাই যদি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হন তাহলে কে তাঁদের কথা শুনবে আর তাদের কথার কী-ইবা প্রভাব পড়বে? নিরক্ষররা তাদের অবশ্যই বলবে যে, হে বিজ্ঞগণ! প্রথমে নিজেদের চিকিৎসা করাও। এছাড়া খোদার পবিত্র নবীদের নাম কোন হীন পরওয়ানা-লেখক (নোটিস লেখক বা প্রসেস সার্ভার) বা চৌকিদারদের ন্যায় এমন অসম্মান ও তাচ্ছিল্যের সাথে নেয়া কি সভ্যতা ও সুবিচার? বা এটি কি খোদাভীতি গণ্য হতে পারে? বস্তুপূজারী কোন মানুষের নাম লিখতে গিয়ে তার উপাধি লিখার জন্য কমপক্ষে এক বিঘত স্থান লেগে যায়; একজন দুনিয়াদার মানুষের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া। পক্ষান্তরে যারা খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করেছেন, যারা খোদার বড় পছন্দনীয় গুণাবলীর আধার, তাঁরা মানুষের দৃষ্টিতে এমন তুচ্ছ হবেন যে, মুখেও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে না–তা কি বৈধ কাজ? যদি তাঁরা তোমাদের দৃষ্টিতে এত তুচ্ছ হন তাহলে তাঁদের নবীকে কেন মান? সোজা কেন বল না যে, আমরা আপনাদের নবুয়তকেই অস্বীকার করি? এসকল কুধারণার একমাত্র কারণ হলো, ঐশী ইলহামের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্ম আপনাদের জানা নেই।

আপনারা ভাবছেন এলহামপ্রাপ্তিও অনুরূপ একটি জাগতিক পদ মাত্র যেভাবে চাল-চলন বা যোগ্যতা যাচাই করা ছাড়াই উৎকোচ ইত্যাদি দিয়ে অব্যবস্থাপনার শিকার কোন সরকারের পক্ষ থেকে জজ, তহসীলদার বা অশ্বারোহী সিপাইর কোন পদ লাভ হয়ে যায়। বা যেক্ষেত্রে (এসকল পদ) সরকারের উদ্দেশ্য হলো নিছক কাজ নেয়া তাই কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভাল আচার-আচরণ ও যোগ্যতাই যাচাই করা হয়। অধিকন্তু সেই পদ (জাগতিক পদ) যেহেতু এত নিম্নমানের ও তুচ্ছ হয়ে থাকে যে, পূর্ণ সততা, উত্তম আচার-ব্যবহার বা সৎ অভ্যাসের এক্ষেত্রে কোন আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু ভাইয়েরা! এটি আপনাদের চরম ভ্রান্তি। ঐশী ওহী খোদার সেই পবিত্র বাণী, যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয় তাঁর এক্ষেত্রে পূর্ণ পবিত্রতা ও পরম যোগ্যতা হলো শর্ত। কেননা, যে ব্যক্তি নানাবিধ জাগতিক পর্দা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার ও পবিত্র উৎসের মাঝে দুই মেরুর দূরত্ব বিদ্যমান– যে কারণে সে কোনভাবে ঐশী ইলহামের মত কল্যাণধারা লাভের যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না।

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এক ব্যক্তি সকল প্রকার হীন আচার-আচরণ থেকে পুরো শুদ্ধি লাভ না করবে ততক্ষণ সেই ব্যক্তি ওহীর কল্যাণধারা লাভের যোগ্যতা পেতে পারে না। যদি পূর্ণ পবিত্রতার শর্ত না থাকতো আর যোগ্য-অযোগ্য সমান হতো তাহলে পৃথিবীর সকলেই নবী হয়ে যেতো। যেহেতু শর্ত হলো পূর্ণ পবিত্রতা, তাই নবীদের এত পবিত্র জ্ঞান করা উচিত যার চেয়ে বেশি পবিত্রতার কথা মানুষ ভাবতেই পারে না। যদি হযরত দাউদ (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর মত পবিত্র না হতেন তাহলে কোনভাবেই নবী হওয়ার যোগ্য হতেন না। মসীহ্‌কে দাউদের চেয়ে বেশি পবিত্র মনে করা এক ভ্রান্ত ধারণা যা ইলহাম ও রিসালতের তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার কারণে খৃষ্টানদের হৃদয়ে শিকড় গেঁড়েছে। আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ সকল প্রমাণাদি সহ যথাস্থানে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ্।

এখানে এ কথাও স্মরণ থাকে যে, এমন খৃষ্টান যাদের কথা এই টিকায় উল্লেখ করছি, তারা একদিকে খোদার পবিত্র নবীদের হাসি-তিরস্কার করে অপরদিকে হযরত ঈসাকে খোদাও বানিয়ে বসেছে। পক্ষান্তরে তাঁকে খোদা বানিয়ে রাখার পাশাপাশি সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়ও মনে করে। জেনে রাখা উচিত, এটিও তাদের অন্য একটি ভ্রান্তি। সত্য কথা হলো, সব নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন সেই নবী যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও মহান শিক্ষক। অর্থাৎ সে নবী যার হাতে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ নৈরাজ্যের অবসান ঘটেছিল। যিনি হারানো ও দুস্প্রাপ্য একত্ববাদকে পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যিনি যুক্তি ও প্রমাণের জোরে প্রচলিত মিথ্যা ধর্মগুলোকে পরাজিত করে ভ্রষ্টদের সন্দেহ দূরীভূত করেছেন। যিনি সকল সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির সন্দেহ নিরসন করেছেন আর সত্য নীতি সংক্রান্ত শিক্ষার আলোকে নতুনভাবে মুক্তি বা পরিত্রাণের প্রকৃত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার জন্য কোন নিস্পাপকে ফাঁসি দেয়া এবং খোদাকে তাঁর আদি ও চিরস্থায়ী আসন থেকে অপসারণ করে কোন নারীর গর্ভে প্রবিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই প্রমাণের নিরিখে তাঁর পদমর্যাদা সবচেয়ে বড়; কেননা তাঁর কল্যাণ ও উপকারিতা সবচেয়ে বেশি।

এখন ইতিহাস বলে, ঐশী গ্রন্থও সাক্ষী আর যাদের চোখ আছে তারাও দেখে যে, সেই নবী যিনি এই রীতি অনুসারে নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.), যা অচিরেই এ গ্রন্থে সূর্যের মত ঝলমল করবে। (লেখক)

নিয়ে থাকেন সে অনুসারে সেই তিন-চার ব্যক্তিও কোন অজানা জনমের কর্মের কল্যাণে এ পদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। খোদার বিশেষ ইচ্ছা এবং প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে নবুওয়তের দায়িত্বে নিযুক্ত হননি বরং খোদা তাদের বার্তাবাহক বা পয়গম্বর নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন! বাকী সকলকে চিরতরে এই মহান মর্যাদা হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। কেউ এক দোষে, কেউ অন্য কোন ত্রুটির কারণে আর কেউ আর্য জাতি ও আর্যবর্তের বাইরে বসবাসের অপরাধে ইলহাম হতে বঞ্চিত থেকে যায়

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**

মুরব্বী সিলসিলাহ

টিকা ৭

নেক ধারণা পোষণ করা মানুষের একটি প্রকৃতিগত শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কুধারণা পোষণের কোন কারণ না থাকে, এই শক্তিকে কাজে লাগানো মানুষের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যদি কোন ব্যক্তি বিনা কারণে এই শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে কুধারণা পোষণের অভ্যাস রপ্ত করে তাহলে এমন মানুষকে পাগল, সন্দেহপ্রবণ, উম্মাদ বা কান্ডজ্ঞানহীন আখ্যা দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি এই সন্দেহের কারণে বাজারের মিষ্টি ও রুটি খাওয়া ছেড়ে দেয় যে, কোথাও মিষ্টি প্রস্তুতকারী বা রুটি প্রস্তুতকারীরা এতে বিষ না মিশিয়ে রেখেছে বা সফরে প্রত্যেক পথ-প্রদর্শনকারীকে এ বলে সন্দেহ করে যে, কোথাও আমায় প্রতারিত করছে না-তো? বা চুল ছাটানোর সময় নাপিতকে ভয় করে যে, কোথাও সে ক্ষুর চালিয়ে আমায় হত্যা না করে বসে! এসব ধ্যান-ধারণা উম্মাদনা ও পাগলামির পূর্ব লক্ষণ। কারো ওপর পাগলামী ভর করার পূর্বলক্ষণস্বরূপ প্রথমে এমন ধারণাই হৃদয়ে মাথাচাড়া দেয় এরপর ধীরে ধীরে পুরো উম্মাদ হয়ে যায়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, যৌক্তিক কারণ ছাড়া কু-ধারণা পোষণ করা এক প্রকার উম্মাদনা বিশেষ, যা এড়িয়ে চলা বিবেকবানের জন্য আবশ্যক। খোদা তা'লা মানব প্রকৃতিতে ভাল ধারণা পোষণের যে শক্তি বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে এর কারণ হলো, মানব সন্তানের মাঝে সত্যভাষণ ও সততার এক স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে; যতক্ষণ মানুষ কোন কারণে মিথ্যা বলতে বাধ্য না হয় সে মিথ্যা বলা পছন্দ করে না আর অন্য কোন প্রকার পাপ করাও বৈধ মনে করে না। মানুষকে যদি ভাল ধারণা পোষণের বৈশিষ্ট্য দেয়া না হতো, তাহলে সত্য ভাষণ ও সত্য রীতি-নীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে যে সকল উপকারিতা একের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি লাভ করে থাকে আর যার ওপর সমস্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও দেশীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিত্তি, তা সব ভেস্তে যেতো। উল্লেখিত শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলশ্রুতিতে যতটা উপকার হতে পারে মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতো। যেমন এই ভাল ধারণারই কল্যাণস্বরূপ ছোট শিশু সহজেই কথাবার্তা বলা রপ্ত করে আর পিতামাতাকে পিতামাতা হিসেবে জানে। যদি কু-ধারণা করতো তাহলো শিশু কিছুই শিখতো না আর মনে মনে বলতো যে, এর পিছনে এসকল শিক্ষাদাতাদের কোন ব্যক্তিস্বার্থ কাজ করছে আর এ কু-ধারণার কারণে সে বোবা-ই থেকে যেতো এবং পিতামাতার পিতামাতা হওয়াতে সন্দেহ থেকে যোতো। –লেখক

টিকা ৮

হিন্দু সাহেবানদের হাতে আজকাল যেই বেদ রয়েছে যাকে তারা ঋগ, যজুর, শাম ও অথর্ব বেদ হিসেবে অভিহিত করে আর রিচ, ইজুশ, সামন ও অথরণাও বলে– কাদের প্রতি এসব অবতীর্ণ হয়েছে এর সঠিক বৃত্তান্ত জানা যায় না। কেউ বলে অগ্নি, বায়ু ও সূর্যের প্রতি তা ইলহাম হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক কথা। আর কেউ কেউ এ দাবি করে যে, ব্রহ্মার চারটি মুখ থেকে এ চারটি বেদ নির্গত হয়েছে, আর কারো মতামত হলো, এগুলো বিভিন্ন ঋষির নিজস্ব উক্তি। এখন এই সকল বিবৃতিতে সমধিক সন্দেহ থেকেই যায় আর বোঝা যায় না এ সকল ব্যক্তিবর্গের বাস্তবে আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল, না-কি কেবল কাল্পনিক নাম । আর বেদে দৃষ্টিপাত করলে তৃতীয় মত সঠিক মনে হয়, কেননা, আজও বেদের পৃথক পৃথক মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ব বেদ সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষক পন্ডিতদের মতৈক্য রয়েছে যে, তা একটি নকল বেদ বা ব্রাহ্মণ পুস্তক (কোন ব্রাহ্মণের লেখা) যার দ্বারা বেদে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীই সঠিক মনে হয় কেননা, ঋগ্বেদ যা সব বেদের মূল আর যাকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় তাতে কেবল ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদের উল্লেখ রয়েছে অথর্ববেদের নামটিও উল্লেখ নেই। যদি তা বেদ হতো তাহলে এরও উল্লেখ থাকত। এ ছাড়া যজুর্বেদের ২৬তম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, বেদের সংখ্যা কেবল তিনটি, অনুরূপভাবে সামবেদেও বেদের সংখ্যা তিনটিই উল্লেখ আছে আর মনুজিও তাঁর পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ের ৪২তম শ্লোকে তিনটি বেদের কথাই স্বীকার করেন। 'যোগবিশিষ্ট' যা হিন্দুদের মাঝে অত্যন্ত আশিসময় গ্রন্থ বলে গণ্য হয়, তাতে চারটি বেদ সম্পর্কে এত স্পষ্ট বিবৃতি রয়েছে যে, বিষয়ের চূড়ান্ত মিমাংসাই করে দিয়েছে। এটি সেসকল শিক্ষার সংকলন যা রাজা রাম চন্দ্রজীকে তাঁর শিক্ষক দিয়েছেন; যার সারাংশ হলো, শুধু অথর্ব বেদই বেদ হিসেবে বিতর্কিত নয় বরং সব বেদের অবস্থা একই। এসবের একটিও এমন নেই যা পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং সংযোজন ও বিয়োজনের শিকার হয়নি। লেখক

২৩ মার্চ 'মসীহ মাওউদ' দিবস উপলক্ষ্যে পাক্ষিক আহমদীর সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পাক্ষিক আহমদীর সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

–সম্পাদক

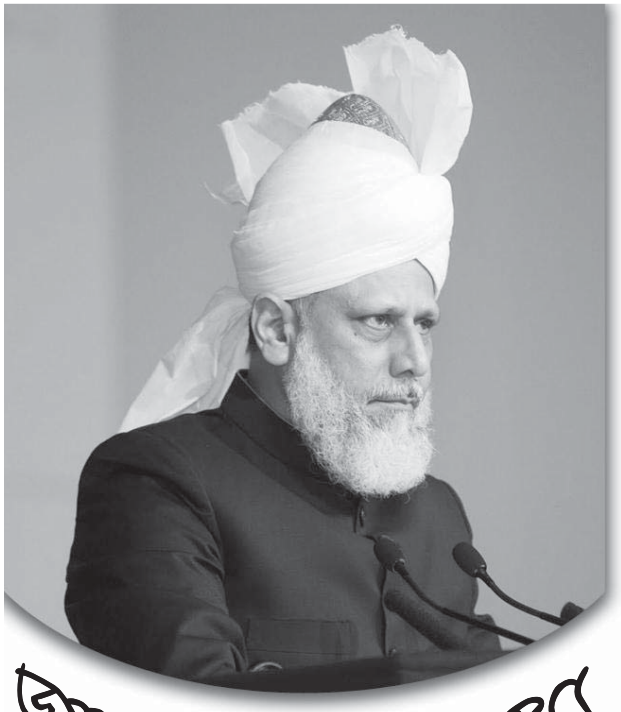

মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট

জুমুআর খুতবা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয,তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে সুপরিচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে ধর্মের সেবক, দীর্ঘজীবন লাভকারী এবং আরো বহু গুণের আধার এক অসাধারণ পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, "এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এটি এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত, স্নেহশীল, দয়ালু এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন এক মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শত গুণ উন্নত, মহান, শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ, অধিক উত্তম ও অধিক সম্পূর্ণ। কেননা মৃতকে জীবিত করার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করে এক আত্মাকে ফিরিয়ে আনা যার প্রমাণের ক্ষেত্রে আপত্তিকারীদের অনেক আপত্তিও থেকে থাকে।

কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লার স্বীয় অনুগ্রহ এবং হযরত খাতামুল আম্বীয়া (সা.)-এর কল্যাণে এই অধমের দোয়া কবুল করে এমন কল্যাণময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যদিও এই নিদর্শন বাহ্যতঃ মৃতকে জীবিত করার তুল্য বা সমান মনে হয় কিন্তু প্রণিধানে বোঝা যাবে, সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন মৃতকে জীবিত করার চেয়ে শত গুণ শ্রেয়। মৃতের আত্মাও দোয়ার মাধ্যমেই ফিরে আসে আর এখানেও দোয়ার মাধ্যমে একটি রূহকে আনা হয়েছে কিন্তু সেই রূহ বা আত্মা আর এই আত্মার মাঝে লক্ষ ক্রোশের ব্যবধান রয়েছে।"

এরপর আপন পর সবাই দেখেছে যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী কত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। আর যুগ প্রমাণ করেছে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বা যার সত্তায় তা পূর্ণ হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। জামাতের আলেম সমাজ এবং জামাতের সদস্যরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সংক্রান্তই কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কখনও এটি বলেননি বা ঘোষণা করেননি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সাথে সম্পর্ক রাখে আর আমিই মুসলেহ্ মাওউদ এর সত্যায়নস্থল। এমনকি তাঁর খিলাফতের দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটে যায়, অবশেষে ১৯৪৪ সনে তিনি (রা.) ঘোষণা করেন, আমিই মুসলেহ্ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র।

আজ আমি এ সংক্রান্ত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দু'টো খুতবা থেকে

সংক্ষিপ্তভাবে অনেকটা তাঁর ভাষাতেই কিছু বর্ণনা করবো। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৪৪ সনের ২৮শে জানুয়ারির খুতবায় বলেন, **আজ আমি এমন একটি কথা বলতে চাই যা বর্ণনা করা আমার স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে আমার জন্য কঠিন কাজ। কিন্তু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐশী সিদ্ধান্ত এই কথা বর্ণনার সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই আমি আমার স্বভাব এবং প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ সত্ত্বেও এটি প্রকাশে বিরত থাকতে পারি না।** এরপর তিনি তাঁর একটি দীর্ঘ স্বপ্নের উল্লেখ করেন আর সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি খোদা তা'লা আমার সত্তার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

ইতোপূর্বে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে কখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তিনি (রা.) বলেন, **মানুষ বলে এবং বারংবার বলে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আপনার কী মতামত, কিন্তু আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি এসব ভবিষ্যদ্বাণী এই আশঙ্কায় কখনও পুরো মনোযোগ সহকারে পড়ারও চেষ্টা করিনি যে, কোথাও আমার নিজের প্রবৃত্তি আমাকে প্রতারিত না করে আর নিজের সম্পর্কে কোথাও আমি এমন কোন আত্মপ্রসাদ না নেই যা বাস্তবতা বা সত্য পরিপন্থী।**

অতএব দেখুন! যিনি সত্যিকার মুসলেহ্ মাওউদ তিনি কত সাবধান। পক্ষান্তরে যাদের মাথা খারাপ তারা কোন নিদর্শন ছাড়াই দাবি করে বসে। এদেরকে পাগল বা উন্মাদ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। যাহোক, এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ এবং লজ্জাশীলতার কথা তিনি এক জায়গায় এভাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার আমাকে একটি পত্র দেন এবং বলেন, এই পত্র তোমার জন্ম সংক্রান্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে আমাকে এটি এমর্মে লিখেছিলেন যে এই পত্র 'তাশহীযুল আযহান' পত্রিকায় ছাপিয়ে দাও। 'তাশহীযুল আযহান' জামাতের একটি মুখপত্র, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-ই এটি আরম্ভ করেছিলেন আর তিনিই এটি ছাপাতেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ আমি সেই পত্র হাতে নেই এবং ছাপিয়েও দেইএ কিন্তু তখনও আমি গভীর মনোযোগ সহকারে এটি পড়িনি। তখনও এই পত্র ছাপার পর মানুষ অনেক কথা বলেছে কিন্তু আমি নিরব ছিলাম।

আমি একথাই বলতাম যে, এ কথাগুলো যার সাথে সম্পর্ক তাঁর এগুলো উপস্থাপন করা আবশ্যক নয়, বা এটিও আবশ্যক নয় যে এই ভবিষ্যদ্বাণী যার সাথে সম্পর্ক রাখে তাকে বলতেই হবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বা পরিপূরণস্থল আমিই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, রেল গাড়ি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, এক যুগে রেল গাড়ি আবিষ্কার হবে আর মান্যকারীরা মানে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে, কেননা তারা স্বচক্ষে এসব ঘটনা দেখছিল। এখন রেল গাড়ির নিজের এই দাবি করা আবশ্যক নয় যে, আমাতেই মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়িত হয়েছে।

যাহোক, মানুষ আমার সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী আমার সামনে রাখে আর জোর দিয়ে বলে, আমি নিজে যেন এই দাবি করি যে, এগুলো আমার সত্তাতেই সত্যায়িত হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় তাদের একথাই বলেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী কার সত্তায় সত্যায়িত হবে বা পূর্ণ হবে– তা ভবিষ্যদ্বাণী নিজেই প্রকাশ করে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে যুগ নিজেই দেখবে যে, আমার সত্তায় তা পূর্ণতা লাভ করেছে আর যদি তা আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে যুগের স্বাক্ষ্য আমার বিরুদ্ধে যাবে। উভয় পরিস্থিতিতে আমার কোনকিছু বলার প্রয়োজন নেই। যদি এটি আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে আমি দাবি করে কেন গুনাহ্গার হব? আর যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে আমার তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সত্য প্রকাশ করবেন। যেভাবে ইলহামে বলা হয়েছে, তারা বলে, **আগমনকারী ব্যক্তি কি ইনিই নাকি আমরা অন্য কারো পথপানে চেয়ে থাকবো?** এটি ইলহামের বাক্য।

পৃথিবীর মানুষ এত বার এই প্রশ্ন করেছে যে, এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ যুগ সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামে সংবাদ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বলে, আপনি কি ইউসুফের কথা বলতে বলতে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবেন বা নিজেকে ধ্বংস করবেন?হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্মাওউদ (আ.)-এর প্রতিও এই একই ইলহাম হয়েছে।

অনুরূপভাবে এই ইলহাম হওয়া যে, আমি ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি, এক পঙতিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ইলহামের কথা উল্লেখও করেছেন, এটি থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনে এ বিষয়টি দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে। কেননা হযরত ইউসুফও তার পিতার সাথে দীর্ঘকাল পর মিলিত হয়েছেন আর এক দীর্ঘ যুগের অবসানে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, মৃত্যু পর্যন্তও যদি আমার সামনে এটি প্রকাশ না করা হতো যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে তবুও ঘটনা প্রবাহ নিজেই এটি স্পষ্ট করতো যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার হাতে এবং আমার যুগেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই আমাতেই এগুলো সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ইচ্ছার অধীনে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন আর আমাকে এ সংক্রান্ত জ্ঞানও দান করেছেন যে, মুসলেহ্ মাওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সাথে সম্পর্ক রাখে।

তিনি (রা.) কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সংক্ষেপে উল্লেখও করেন, যেমন **'তিনি তিনকে চার করবেন'**। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে সবসময় প্রশ্ন করা হয় যে এর অর্থ কি? একইভাবে **'সোমবার শুভ সোমবার'** এই সম্পর্কেও প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। এ দু'টো বাক্যাংশের তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন: তিনকে চার করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে রূপ দেবেন। এই অর্থ যদি নেয়া হয়, চতুর্থ পুত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর অর্থ স্পষ্ট। আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আহমদ আউয়ালের জন্ম হয় আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর আমার পরও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিন পুত্রের জন্ম হয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি। অধিকন্তু আমার খিলাফতকালে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবকে আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি। বস্তুতঃ যদি সন্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে আমি তিনভাবে তিনকে চারে পরিণত করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আরেক দিকেও আমার মনোযোগ এদিকেও নিবদ্ধ করেন, তাহলে ইলহামে একথা বলা হয়নি যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে পরিণত করবেন বরং

ইলহামে শুধু বলা হয়েছে, তিনি তিনকে চার করবেন। অতএব আমার মতে এতে তার জন্মের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা হয় ১৮৮৬ সনে অর্থাৎ মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গোড়াপত্তন হয় ১৮৮৬ সনে। তিনি বলেন, আমার জন্ম হয়েছে ১৮৮৯ সনে।

অতএব তিনকে চারে রূপ দেয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তার জন্ম হবে চতুর্থ বছর, আর এমনটিই হয়েছে। আর ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য **'সোমবার শুভ সোমবার'** এর আরো অর্থ হতে পারে কিন্তু আমার মতে এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো, সোমবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন হয়ে থাকে। অপরদিকে আধ্যাত্মিক জামাতে নবী এবং তাদের খলীফাদের যুগ পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। যেভাবে নবীর যুগ নিজ গুণে একটি স্থায়ী স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা রাখে অনুরূপভাবে খলীফার যুগেরও একটি স্বাতন্ত্র্য এবং স্থায়ী বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে দেখ যে, প্রথম যুগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছিল। দ্বিতীয় যুগ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ছিল। তিনি (রা.) বলেন, আর তৃতীয় যুগ হলো আমার। আল্লাহ্ তা'লার আরো একটি ইলহাম এই ব্যাখ্যার সত্যায়ন করছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহাম হয় আর তাহলো **'ফযলে ওমর'**। হযরত ওমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর পর আধ্যাত্মিক ধারার ক্ষেত্রে তিন নম্বর ছিলেন।

অতএব **'সোমবার শুভ সোমবার'** এর অর্থ এই নয় যে, কোন বিশেষ দিন বিশেষ কোন কল্যাণের ধারক-বাহক হবে বরং এর অর্থ হলো, এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আহমদীয়াতে এমনই হবে যেভাবে সোমবারের হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই জামাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মসেবার জন্য যাদের দন্ডায়মান করা হবে তাদের মাঝে তিনি তৃতীয় হবেন। ফযলে ওমর-এর যে ইলহামী নাম রয়েছে তাতেও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণীর বৈশিষ্ট্য হলো **'ইউফাস্‌সেরু বা'যুহু বা'যা'** (অর্থাৎ কুরআনের একটি আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করে থাকে)এ অনুযায়ী 'ফযলে ওমর' শব্দগুলো 'সোমবার শুভ সোমবার'-এর ব্যাখ্যা প্রদান করে। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু এই ইলহামে আরো একটি শুভ সংবাদ রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা এই শুভ সোমবার এমনভাবেও আনতে যাচ্ছেন যা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। কোন মানুষ বলতে পারে না যে, আমি নিজের ইচ্ছায় বা জেনে-শুনে এটির সূচনা করেছি অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের প্রবর্তন, যার সূচনা ১৯৩৪ সনে এমন পরিস্থিতিতে করা হয়েছে যা কোনভাবেই আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সরকারের একটি কাজ যাতে জামাতের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার ষড়যন্ত্র ছিল এবং আহরারীদের ফিতনা ও নৈরাজ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে এই তাহরীকের প্রেরণা সঞ্চার করেন বা ইলক্বা করেন। আর এই তাহরীকের প্রথম যুগের জন্য আমি যে সময় নির্ধারণ করেছি তা হলো দশ বছর। প্রত্যেক মানুষ যখন কুরবানী করে বা ত্যাগ স্বীকার করে এরপর তার জন্য একটি ঈদের দিনও আসে। দেখ! রমযান মাসের রোযার পর ঈদ এসে থাকে।

অনুরূপভাবে আমাদের তাহরীকে জাদীদের দশ বছর যখন সমাপ্ত হবে (তিনি যখন এটি বলছিলেন তখনও তা সমাপ্ত হয়নি,) তিনি বলেন, এই দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরের বছর হবে আমাদের জন্য ঈদের বছর। আর এই দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে ১৯৪৪ সনে। তিনি বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ১৯৪৫ সনকে যদি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে দেখা হয় যাকিনা দশ বছরের তাহরীক অতিক্রান্ত হওয়ার পর একাদশতম বছর হবে আর যা ঈদের বছর। এই বছরটি আরম্ভ হয় সোমবারের মাধ্যমে আর সোমবারকে 'দো শম্বা' বলা হয়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই বাক্যে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, এক যুগে ইসলামের চরম দুর্বলতার সময় ইসলাম প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তবলীগি প্রতিষ্ঠানের ভীত রচিত হবে। আর এর প্রথম যুগ যখন সফলতার সাথে সমাপ্ত হবে তখন তা জামাতের জন্য এক কল্যাণময় যুগ হবে। আর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, আজ তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলাম ও আহমদীয়াতের তবলীগ পৌঁছে যাচ্ছে। আজ আমরা জানি, তাহরীকে জাদীদ তার বেশ কয়েক দশক সমাপ্ত করে পৃথিবীর যে প্রান্তেই আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে সেখানে কাজ করে যাচ্ছে।

আর সেই দীর্ঘ স্বপ্নযার ভিত্তিতে তিনি মুসলেহ্ মাওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি(রা.) বলেন, এই স্বপ্নে আমার মুখ থেকে এই বাক্য নিঃসৃত হয় যে, **'আনাল মসীহুল মাওউদু, মসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু'** (অর্থাৎ আমি মসীহ্ মাওউদ, তাঁর মসীল এবং খলীফা)। এই শব্দগুলো আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া একটি বিস্ময়কর বিষয় ছিল। জাগ্রত অবস্থায় এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু স্বপ্নেও আমার অন্তরাত্মায় যে অনুভূতি বিরাজমান ছিল তাহলো, এগুলো বড়ই বিস্ময়কর শব্দ যা আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে এই স্বপ্ন শোনার পর কোন কোন মানুষ বলে, মসীহি নফস্ (অর্থাৎ নিরাময়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী) হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারির ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে।

দ্বিতীয় দিন হযরত মৌলভী সরোয়ার শাহ্ সাহেব বলেন, বিজ্ঞাপনের শব্দ হলো, তিনি পৃথিবীতে আসবেন আর তাঁর **'মসীহি নফস্'** এবং 'রূহুল হক্ব'-এর কল্যাণে অনেককেই ব্যাধিমুক্ত করবেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিজেও স্বপ্নে দেখেছি, আমি প্রতিমা বা মূর্তি ভাঙ্গিয়েছি, আর অনেক মূর্তি ছিল যা আমি টুকরো-টুকরো করে দিয়েছি। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি **'রূহুল হক্ব'**-এর কল্যাণে অনেককেই ব্যাধিমুক্ত করবেন। 'রূহুল হক্ব' তওহীদের বা একত্ববাদের রূহ বা প্রাণকে বলা হয়। আর **তিনি সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করে পৃথিবীর হৃদয়কে শিরক বা বহুশ্বরবাদ থেকে পবিত্র করেছেন**। তিনি (রা.) বলেন, স্বপ্নে আমি আরো দেখি যে, আমি ছুটছি, কেবল দ্রুত পায়ে যে হাঁটছি তাই নয় বরং দৌড়াচ্ছি আর ভূমি আমার পদতলে ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে।

প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্তর্ভুক্ত আরো একটি কথা হলো, **'সে দ্রুত বড় হবে'**। অনুরূপভাবে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কতিপয় অজানা দেশে গিয়েছি আর সেখানে আমি আমার কাজ সমাপ্ত করিনি বরং আমি আরো এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করি। স্বপ্নে আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা! এখন আমি এগিয়ে যাব, আর সফর থেকে যখন ফিরে আসব তখন দেখবো যে, তুমি তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছকি-না? শিরক বা বহুশ্বরবাদ নিশ্চিহ্ন করেছকি? আর ইসলাম এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রথিত এবং প্রথিত করে দিয়েছকি? **আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি যে কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে অর্থাৎ তিনি তবলীগের কাজে গতি সঞ্চার**

করবেন। আজ আমরা দেখি, এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগে অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। একইভাবে তাঁর এই দীর্ঘ স্বপ্নে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরও অনেক বিষয় আছে যা বিভিন্নভাবে তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে।

যাহোক, স্বপ্নের বিষয় পরে বর্ণনা করবো, এখন স্বপ্নের প্রেক্ষাপটে বিষয় উপস্থাপনের পরিবর্তে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সেসব ঘটনার সামঞ্জস্য ফুটে উঠে যা তাঁর যুগে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরূপ দৃশ্যপটে এসেছে।এখন আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন, মানুষ বলতো, এ তো নিছক এক বালক। সে যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খিলাফতের আসনে সমাসীন করেন। এর প্রতিও ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে দ্রুত বড় হবে বা বৃদ্ধি পাবে। তিনি (রা.) এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আম্মাজানের কক্ষে নামাযের অপেক্ষায় পায়চারি করছিলাম, আর সেই কক্ষ ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তখন মসজিদ থেকে আমার কানে শব্দ আসে যার একটি শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের আওয়াজ ছিল যা আমি চিনতে পেরেছি।

তিনি বলছিলেন, এক বালককে সামনে এগিয়ে দিয়ে জামাতকে ধ্বংস করা হচ্ছে, এক বালকের খাতিরে এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না যে, সেই বালক কে? অবশেষে মসজিদে গিয়ে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কে সেই বালক? সেই বন্ধু তখন হেসে উঠে বলেন, তুমিই সেই বালক। তিনি (রা.) বলেন, বিরোধীদের এই উক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একথার সত্যায়ন করছিল যে, সে খুব দ্রুত বড় হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাকে এত দ্রুত বড় করেন যে, শত্রুরা হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা, মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যারা আমাকে বালক বলতো কয়েক মাস পরই তারা সম্পূর্ণভাবে উল্টে যায় আর আমাকে একজন তঞ্চক, অভিজ্ঞ প্রবঞ্চক বলা শুরু করে এবং আমার দুর্নাম করতে থাকে। এক কথায় শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে জামাতের অগ্রগতির পথে বিপত্তি সৃষ্টিকারীদের পরাজিত করেন।

তিনি (রা.) বলেন, যদিও মানুষ আমাকে এক বালক মনে করতো আর সত্যিকার অর্থে আমি এক বালকই ছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা পঁচিশ বছর বয়সে আমাকে একটি রাজত্ব দান করেন আর সেই রাজত্বও ছিলআধ্যাত্মিক রাজত্ব। দৈহিক বা বাহ্যিক রাজত্বে বাদশাহ্‌র কাছে তরবারি থাকে, ক্ষমতা থাকে, জনবল থাকে, সেনাবাহিনী, জেনারেল, কারাগার, কোষাগার সবই থাকে। তিনি যাকে চান ধরে শাস্তিও দেন কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজত্বে যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করে এবং যে চায় না সে অস্বীকার করে। ক্ষমতার কোন প্রশ্নই উঠে না। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই আধ্যাত্মিক রাজত্বে এমন অবস্থায় দন্ডায়মান করেন যখন ভান্ডারে মাত্র কয়েক আনা বা কয়েক পয়সা অবশিষ্ট ছিল আর সহস্র সহস্র রুপি ঋণ ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই কাজ আমার ওপর এমন অবস্থায় ন্যস্ত করেন যখন এই জামাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই বিরোধী ছিল আর এতটা বিরোধী ছিল যে, তাদের একজন হাইস্কুলের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, আমরা চলে যাচ্ছি, অচিরেই তোমরা এসব ভবনের নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতেচলে যেতে দেখবে।

দেখ! এক পঁচিশ বছর বয়স্ক বালক, বাহ্যিক পরিস্থিতিও ছিল যার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, ভান্ডার ছিল না, অভিজ্ঞ কর্মীও ছিল না, আর ময়দান ছিল শত্রুর নিয়ন্ত্রণে। তারা উল্লসিত ছিল যে, অচিরেই এই জায়গা খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। যাকে রাজত্ব দেয়া হয়েছে তার দিন অধঃপতনে বদলে যাবে আর সে লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনাই দেখবে। একজন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে, এমন পরিস্থিতিতে জাতির কী অবস্থা হতে পারে। কিন্তু সেই দিন কোথায় আর আজকের দিন কোথায়। দর্শকরা দেখছে, আমার হাতে যখন এই জামাত ন্যস্ত করা হয় তখন সংখ্যা যা ছিল আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই সংখ্যা তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি। তখন যেসব দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছেছিল আজ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছে গেছে। **যেই ভান্ডারে শুধু আঠারো আনা ছিল, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আজ সেই ভান্ডারে লক্ষ লক্ষ রুপি রয়েছে। আজকে যদি আমি মারাও যাই এই ভান্ডারে আমি লক্ষ লক্ষ রুপি রেখে যাব। এছাড়া এই জামাতের সমর্থনে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লিটারেচার বা বই-পুস্তক রেখে যাব যা আমি পেয়েছিলাম।** আর আমি জামাতের সেবার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান ভান্ডার রেখে যাব যা আমি তখন লাভ করেছিলাম যখন খোদা তা'লা আমাকে খিলাফতের আসনে আসীন করেছিলেন। অতএব সেই খোদা যিনি বলেছিলেন, সে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর আল্লাহ্ তা'লার ছায়া তার শিরে থাকবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, ঘোর শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন যে, আমি যেভাবে প্রথমেই এ সংক্রান্ত উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছি, এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই সন্তানের জন্ম ৯ বছরের ভেতর হওয়ার ছিল। মূল ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ এটি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কোন মানুষ তো নিজেই জানে না যে, সে ৯ বছর জীবিত থাকবে কি না আর এটি জানা থাকে না যে, এই সময়ের ভেতর কোন সন্তানও হতে পারে! পুত্র সন্তান হওয়া সংক্রান্ত আনুমানিক কোন সংবাদ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া এতে শুধু এক পুত্রের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়নি বরং বলা হয়েছে, সেই সন্তান ইসলামের সম্মান এবং মহিমার কারণ হবে।

কত ভয়ানক যুগ ছিল সেটি যখন শত্রুরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর চতুর্দিক থেকে শুধু এ কারণে হামলা করছিল যে, তিনি ইলহাম লাভের দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার প্রতি ইলহাম হয়। মুজাদ্দিদের দাবিও ছিল না, মা'মূর হওয়ার দাবিও ছিল না। আর সেই সময় মহান গুণাবলীর আধার এক সন্তানের তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কারও নায়েবের খ্যাতির কথা যখন বলা হয় তার অর্থ হলো, তার মনিব এবং অনুসরণীয়নেতারখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বলেছেন, তিনি পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাত হবেন, এর অর্থ হলো তার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবেন। দেখ! ভবিষ্যদ্বাণী কত সস্পষ্ট। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে আফগানিস্তান একমাত্র দেশ ছিল যে দেশ সম্পর্কে কিছুটা গুরুত্বের সাথে হয়ত বলা

যেতে পারে যে, আহমদীয়াতের বাণী সেখানে বিস্তার লাভ করেছে। অন্যান্য দেশে কেবল উড়ন্ত সংবাদ ছিলপৌঁছেছিল। সেই সংবাদ হয়তো বিরোধীদের ছড়ানো ছিল বা কারো হাতে কোন বই পৌঁছলে সেই বই হয়ত সেই ব্যক্তি কাউকে দেখিয়ে থাকবেন। রীতিমত জামাত যাকে বলা হয় তা কোন দেশে তা ছিল না। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন (অর্থাৎ এখানে এসেছিলেন) কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও জামাতের নাম উচ্চারণ করা সম্পর্কে বলতেন, এটি বিষ সদৃশ হবে, তাই জামাত এবং মসীহ্ মওউদের নাম নিবে না।

তাই ইংল্যান্ডে যদি কারো নাম খ্যাত হয় তাহলে তা ছিল খাজা সাহেবের, জামাতের নয় বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম নয়। আর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যখন খলীফা নিযুক্ত করেন খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহে সুমাত্রা, জাভা, ষ্ট্রেট সেটেলম্যান্ট, চীন ইত্যাদি দেশে আহমদীয়াতের প্রসার ঘটে। একইভাবে মরিশাস এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। সেই সাথে মিশর, ফিলিস্তিন, ইরান এবং অন্যান্য আরব দেশসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশেও আহমদীয়াত ছড়িয়ে পরে।কোন কোন স্থানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগেও আহমদীদের সংখ্যা কয়েক সহস্রে গিয়ে উপনীত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ আহমদী ছিল।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আরো একটি সংবাদ যা দেয়া হয়েছে তাহলো, **"তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে"**। তিনি (রা.) বলেন, আমি দাবি করে অভ্যস্ত নই কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সত্য আমি গোপন করতে পারি না যে, ইসলামের সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার ওপর আলোকপাত করা বর্তমান যুগের নিরিখে আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লা সে সম্পর্কে আমার বক্তৃতা ও রচনায় এমন বিষয়াদি লিখিয়েছেন, সেসব রচনাকে যদি এক পাশে রেখে দেয়া হয়তাহলে আমি দাবির সাথে বলতে পারি পৃথিবীতে ইসলামের তবলীগ করা সম্ভব নয়। কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের আলোকে যদি ব্যাখ্যা না করা হতোএ যুগের নিরিখে মানুষের জন্যতা বোঝা সম্ভব ছিল না। আর এটি খোদার কৃপা যে, তিনি আমার মাধ্যমে সেসব কঠিন বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ইসলাম এখন এমন একটি যুগ অতিবাহিত করছে যা দুর্বলতার যুগ এবং শক্তিহীনতার যুগ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় ইসলামের সুরক্ষার ভীত রচনা করেছেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ইসলামের ওপর সেই সাংস্কৃতিক হামলা হয়নি যা আজ করা হচ্ছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এ যুগে এমন এক ব্যক্তিকে স্বীয় বাণীর মাধ্যমে সম্মানিত করতে চেয়েছেন, যিনি তৌহিদের কল্যাণরাজিতে কল্যাণ মণ্ডিত হবেন, যিনি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবেন, যিনি শত্রুর এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যার আলোকে আর কুরআনী ইচ্ছা অনুসারে দূরীভূত করবেন এবং ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা নিজের কাজ সমাধা করেছেন আর আমার রচনাবলীর ওপর তাঁর সত্যায়নের মোহর লাগিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, যতদিন আল্লাহ্ তা'লা আমায় আদেশ করেন নি, আমি নিরব ছিলাম। কিন্তু খোদা তা'লা যখন আমাকে অবহিত করলেন আর শুধু অবহিতই করেন নি বরং বললেন, আমি যেন মানুষকেও তা জানিয়ে দেই, তখন আমি আপনাদেরকে তা অবহিত করছি। এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়। তিনি (রা.) বলেন, খোদা তা'লা শুধু আমাকেই তা জানানোর নির্দেশ দেন নি বরং নিজ অনুগ্রহে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য প্রমাণস্বরূপ। যেভাবে আকাশে চন্দ্র উদিত হলে আল্লাহ তা'লা তার চতুর্দিকে নক্ষত্ররাজী নিয়ে আসেন, অনুরূপভাবে এ দিনগুলোতে অনেকেই এমন স্বপ্ন দেখেছে যাতে আমার সেই স্বপ্নের বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। আমার এই স্বপ্নের পর এক বন্ধু ডাক্তার মোহাম্মদ লতিফ সাহেব লিখেছেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, একজন ফিরিশ্‌তা আমার নাম নিয়ে বলছে যে, নবী এবং রসূলদের সাথে এর নাম নেয়া হবে। নবী এবং রসূলদের সাথে নাম নেয়ার অর্থ তাই যার প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি মসীলে মসীহ্ হবেন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নবী এবং রসূল আর তাঁর সাথে আমার নামও নেয়া হবে।

একইভাবে আরেক বন্ধু লিখেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, মিনারে দাঁড়িয়ে আপনি "আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু" (অর্থাৎ আল্লাহ্ কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এই কথা ঘোষণা করছিলেন)-এর ঘোষণা দিচ্ছেন "আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রারম্ভিক যুগের ইলহামগুলোর একটি। আর মিনারে দাঁড়িয়ে এই ইলহামেরঘোষণা দেয়ার অর্থ হলো, খোদা তা'লা আহমদীয়াতের তবলীগ এবং প্রচারের কাজকে আমার মাধ্যমে আরো দৃঢ়তর করবেন। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগে ইসলাম প্রচারের কাজ ব্যাপক পরিসরে আরম্ভ হয়েছে। আর সেসব ভিত্তির ওপরই এখন নির্মাণের কাজ চলছে।

এরপর তিনি তাঁরনিজ সমর্থনে কয়েকটি স্বপ্ন এবং ইলহাম তুলে ধরেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে কাজের উল্লেখ রয়েছে সেই কাজের জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন। তাহলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ বা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম যুগে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আর আমি তখনই লাহোরের সেন্ট্রাল জেলের হল সুপার মেজর সৈয়দ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এবং অন্যান্য বন্ধুদেরও শুনিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, কয়েক দিন পূর্বে হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব স্বয়ং আমার কাছে সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আমি দেখেছিলাম যে, আমি আহমদীয়া মাদ্রাসাতে আছি, সেখানে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবও দাঁড়িয়ে আছেন। ইত্যবসরে শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হন। আমাদের উভয়কে দেখে তিনি বলেন, চলুন দেখি আপনি লম্বা নাকি মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব। আমার কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ ছিল সেই প্রতিযোগিতায় কিন্তু তিনি আমাকে টেনে সেখানে নিয়ে যান যেখানে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাস্তবে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব উচ্চতায় আমার চেয়ে ছোট হবেন না বরং কিছুটা লম্বাই হবেন, কিন্তু শেখ সাহেব যখন আমাকে এবং তাকে পাশাপাশি দাঁড় করান তখন তিনি অবলিলায় বলে ওঠেন, আমার ধারণা ছিল মৌলভী সাহেব লম্বা কিন্তু আপনি লম্বা প্রমাণিত হলেন। স্বপ্নে আমি দেখি, বড় কষ্টে তার মাথা আমার বুক পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব একটি টেবিল নিয়ে আসেন এবং সেই

টেবিলের ওপর তাকে দাঁড় করান কিন্তু তবুও তিনি আমার চেয়ে খাটো ছিলেন। এরপর তিনি টেবিলের ওপর একটি টুল রাখেন এবং তাতে মৌলভী সাহেবকে দাঁড় করান কিন্তু তবুও তিনি আমার চেয়ে খাটোই থেকে যান। এরপর তিনি মৌলভী সাহেবকে উঠিয়ে আমার মাথার সমান উচ্চতায় নিয়ে আসেন কিন্তু তবুও তিনি নিচেই ছিলেন উপরন্তু তার পা এমনভাবে বাতাসে ঝুলতে থাকে যেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি এক একজন শিশু বৈ কিছুই নয়। বড় কষ্টে আমার কনুই পর্যন্ত তার পা নামে।

দেখ! এতে কত পরিষ্কারভাবে সেই সব প্রতিযোগিতা এবং এর পরিণামের সংবাদ দেয়া হয়েছে যা মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে হওয়ার ছিল। অথচ প্রথম খিলাফতের প্রারম্ভিক যুগের কথা যদি নেয়া হয় তাহলে সেই যুগে জামাতে মাথাচাড়া দিচ্ছিল খাজা কামাল উদ্দিন, মৌলভী মোহাম্মদ আলী নয়। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব বিতণ্ডা দেখা দেয়ার ছিল আল্লাহ্ তা'লা এতে তার চিত্র বিশদভাবে অঙ্কন করে দেখিয়েছেন। দেখ! মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতটাই অধঃপতিত হয়েছে যে, তার পুরো প্রচেষ্টা একথা প্রমাণের জন্য নিবেদিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তারাই সম্মানিত হয় যাদের সংখ্যা । প্রথমে তিনি বলতেন, আমরা শতকরা ৯৫% আর এরা হলো ৪/৫%, আর জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী কখনও ভ্রষ্টতায় সমবেত হতে পারে না কিন্তু এখন বলে কাদিয়ানের সংখ্যা বেশি আর আমরা স্বল্প কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশি হওয়াই মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ কেননা; আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সত্যিকার বান্দা তো সংখ্যায় কমই হয়ে থাকে। এটি অবিকল সেই চিত্রই যা এই স্বপ্নে অবহিত করা হয়েছে যে, তিনি এতটাই অধঃপতিত হয়েছেন যে এই অধঃপতিত হওয়াই বা সংখ্যায় এত কম হওয়াই তার দৃষ্টিতে তার সত্যতার প্রমাণ।

এরপর আরো একটি স্বপ্ন বরং একটি ইলহামের উল্লেখ রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, যখন জামাতের ভেতর মতভেদ দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইলহামের মাধ্যমে অবহিত করেন যে, **'লানুমায্‌যেকান্নাহুম'** আমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে রেখে দিব। তখন এরা দাবি করতো যে, তাদের সাথে রয়েছে শতকরা ৯৫ জন, কিন্তু এখন দেখ তাদের কি অবস্থা হয়েছে! এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার অর্থেই তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। যেমন খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব তার মৃত্যুর পূর্বে লিখেছেন, মির্যা মাহমুদ আমাদের সম্পর্কে যে ইলহাম ছাপিয়েছে তা শতভাগ পূর্ণতা লাভ করেছে, আমরা সত্যিই টুকরো টুকরো হয়ে গেছি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে ইলহামে সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমার প্রতি যেসব ইলহাম করেছেন তা থেকে এখন কেবল এতটাই বর্ণনা করছি, তিনি আরো কিছু বর্ণনা করেছেন, আমি শুধু দু'টো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

তিনি (রা.) বলেন, আমার ইচ্ছা হলো খোদার নিয়ামতের স্বীকারোক্তি হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় আমার কতিপয় ইলহাম এবং কাশ্‌ফের কিছুটা বিস্তারিত উল্লেখ করব। এটি পুস্তক আকারেছাপা হয়েছে আর বেশ বড় একটি গ্রন্থ এটি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বারংবার আমার সামনে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করেছেন যে, মুসলেহ্ মাওউদ খোদার তৌহিদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। এগুলো খোদার নিদর্শন যা তিনি আমার সামনে প্রকাশ করেছেন। মানুষ বলে, বন্ধুরা বা আহমদীরা তো পূর্বেই বলে আসছেন, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি অথচ আমি মাত্র এখন দাবি করলাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার ক্ষেত্রেই পূর্ণতা লাভ করেছে– এর পিছনে হিকমত কি বা যুক্তি কি? তিনি (রা.) বলেন, এর পিছনে হিকমত বা প্রজ্ঞা সেটিই যা কুরআন বলে যে, "মা কানাল্লাহু লিইউযিয়া ইমানুকম" (সূরা আল্‌বাকারা: ১৪৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যখন নবীর আবির্ভাবের পর প্রতিশ্রুত কাউকে দাঁড় করান তখন তিনি এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত অবিশ্বাসের শিকার হবে বা তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই তিনি এমন পরিস্থিতির অবতারণা করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তাকে প্রতিশ্রুত বা মাওউদ মানতে বাধ্য হয়। মানুষ যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সত্তায় পূর্ণ হতে দেখে তখন তারা ঈমান এবং বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হয়, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্তায় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তিনি (রা.) বলেন, আমার পক্ষ থেকে পরে ঘোষণা করা আর জামাতের পক্ষ থেকে পূর্বেই আমাকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে হিকমত হলো, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে দ্বিতীয়বার কুফর এবং ইসলামের পরীক্ষায় নিপতিত করে তাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আর তিনি চাইতেন না যে, জামাতের ওপর দু'টো মৃত্যু আসুক। প্রথম মৃত্যু সেটি যখন এরা অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনেছে তাদের পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মিথ্যা আখ্যায়িত করা কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কোন পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, তাদেরকে জীবিত করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত করেছেন।তারা আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু নিজেদের ঈমানকে নষ্ট হতে দেন নি, ঈমানকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এরপর এই ধারণা করা যে, পরীক্ষায় যারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় তাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তা'লা এমন এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তি প্রেরণ করবেন যার সত্যতার নিদর্শন তাঁর দাবির দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে, এর অর্থ দাঁড়ায় মু'মিনদের পুনরায় অবিশ্বাসের মুখে ঠেলে দেয়া আর সাহাবীদের পুনরায় অবিশ্বাসের জগতে ফিরিয়ে দেয়া এবং জামাতের পুনরায় পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া– এমনটি করা আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি পরিপন্থী

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে গঠিত জামাতের জীবদ্দশায় অর্থাৎ সাহাবীদের সময় যার দাবি করার কথা,আল্লাহ্ তা'লা যে রীতি অবলম্বন করেন তাহলো, প্রথমে তাকে জামাতের খলীফা বানিয়ে তাদের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করিয়ে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার ব্যবস্থা হাতে নেন যা তাঁর সম্পর্কে করা হয়েছে। আর জামাতের সামনে যখন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তাকেও অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ বা মুসলেহ্ মাওউদ যার হওয়ার ছিল তাকেও স্বর্গীয় সংবাদের ভিত্তিতে অবহিত করেন যেন আকাশ এবং পৃথিবী উভয়টির স্বাক্ষ্য এক জায়গায় সমবেত হয় আর মু'মিনদের জামাত যেন কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে মুক্ত থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও সবার ঈমানকে সুরক্ষিত রাখুন, সব আহমদীর ঈমান সুরক্ষিত রাখুন আর কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে তাদের সব সময় মুক্ত রাখুন। জামাতের বন্ধুদের হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্বপূর্ণ রচনাবলী থেকে লাভবান

হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এসব বই-পুস্তক উর্দূ এবং ইংরেজী উভয়টিতে রয়েছে এছাড়া অন্যান্য ভাষায় যেসব বই-পুস্তক রয়েছে তাও পাঠ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তা পাঠের তৌফিক দিন।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মিঞাঁ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র সূফী নযির আহমদ সাহেবের। মরহুম গত ৭ই ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে প্রায় ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি সেনাবহিনীতে চাকুরী করতেন। দেশ বিভাগের পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে গঠিত ফুরকান বাহীনিতে যোগ দিয়ে পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর করাচিতে কিছুকাল চাকুরী করেন। পরবর্তীতে সিন্ধু প্রদেশের মাহমুদাবাদ স্টেটে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল সেখানে সেক্রেটারী মাল হিসেবে জামাতের সেবা প্রদানের সৌভাগ্য হয়েছে।

এর কিছুকাল পর তিনি রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। তার ভাইও হয়তো তার সাথেই ব্যবসা করতেন। তিনি যখন রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন তখন তার ভাই কিছু ব্যবসায়িক সমস্যার সম্মুখিন হন। তিনি তখন ভাইকে বলেন, আপনি সিন্ধুতে চলে আসুন। তিনি উত্তর দেন, আমি রাবওয়াতেই থাকব। তখন তার ভাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে লিখেন, আমার ভাইকে সিন্ধুতে ফিরে আসার নির্দেশ দিন বা নসীহত করুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে ডেকে সিন্ধু যাওয়ার নসীহত করেন। রাবওয়ায় তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে পাড়ার প্রেসিডেন্টও থাকতেন।

তিনি বলেন, হুযূর ইনি আমাদের খুবই নিবেদিতপ্রাণ একজন কর্মী। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, সিন্ধুতেও আমাদের নিষ্ঠাবান কর্মীর প্রয়োজন আছে। এরপর সূফী সাহেব সিন্ধু ফিরে যান। তার নিজের যাওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কেবল খলীফাতুল মসীহ্র নির্দেশে সাড়া দিয়ে রাবওয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেন এবং পরিবারবর্গকে এখানে রেখে সিন্ধু চলে যান। দীর্ঘকাল সিন্ধুতে অতিবাহিত করার পর পুনরায় রাবওয়া ফিরে আসেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করা অব্যাহত রাখেন, রাবওয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে দীর্ঘকাল সেবা দিয়েছেন বা খিদমত করেছেন। ১৯৮৬ সনে জার্মানী স্থানান্তরিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত জার্মানিতেই ছিলেন। জার্মানিতে তিনি হ্যাইডেল বার্গ জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, মজলিসে আনসারুল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে জার্মানির ৪টি অঞ্চলের একটির আঞ্চলিক নাযেম হিসেবেও খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। এলাকার নাযেম হিসেবে চতুর্থ খিলাফতের যুগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে ২জন কন্যা এবং ৪জন পুত্র সন্তানরেখে গেছেন। তার দুই পুত্র জালাল শামস সাহেব এবং মুনির আহমদ জাভেদ সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী, তার এক জামাতা হানিফ মাহমুদ সাহেবও রাবওয়াতে রয়েছেন যিনি জামাতের মুরব্বী, নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী।

মরহুমের পুত্র তুর্কী ডেস্কের ইনচার্জ জালাল শামস সাহেব লিখেন, সব সময় তার চেষ্টা থাকতো খলীফায়ে ওয়াক্তের পেছনে নামায পড়ার অর্থাৎ এখানে যখন আসতেন তখন খলীফায়ে ওয়াক্তের পিছনে নামায পড়ার চেষ্টা থাকতো। গভীর ইবাদত গুযার মানুষ। তার দোয়ার রীতিও খুব আকর্ষণীয় ছিল, এত বেদনার সাথে দোয়া করতেন, এত আহাজারী ও বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন যে, ফুটন্ত পানির আওয়াজ যেমন হয়ে থাকে সেভাবেই তার আবেগ প্রকাশ পেত এবং খোদার দরবারে তিনি সেভাবে আহাজারি করতেন। তিনি লিখেন, তার ভাই মুনির জাভেদের বয়স যখন ৬ বছর ছিল তখন সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন কোন লক্ষণ ছিল না, বাহ্যতঃ অসম্ভব ছিল, ডাক্তাররাও নৈরাশ্যকর সংবাদ শোনায় বা জবাব দিয়ে দেয়। আমাদের পিতা-মাতা উভয়েই বিগলিত চিত্তে, আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্, এই সন্তানকে আমরা ওয়াক্ফ করব, আল্লাহ্ তা'লা সেই দোয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হয়ে যে সেটি তার অন্তিম মুহূর্ত। তার পিতা মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন, তার মা বলেন, বাচ্চার অন্তিম মুহূর্ত মনে হচ্ছে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? নামাযের সময় ছিল, তিনি বলেন, তাঁর কাছে যাচ্ছি যার আরোগ্য দেয়ার শক্তি আছে।

খোদা তা'লার ওপর তার এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সিন্ধুতেও জামাতের কোন কর্মী বা একাউন্টেন্ট বা হিসাব রক্ষক যখন ছুটিতে যেত তখন তিনি তার জায়গায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভেই ওসীয়্যত করেছিলেন আর যুবকদেরকে ওসীয়্যত করানোর গভীর আগ্রহ রাখতেন। নিজের কাছে ওসীয়্যত ফরম রাখতেন, নসীহত করতেন, আল্ওসীয়্যত পুস্তিকা পড় এবং ওসীয়্যত কর।

তিনি আরো লিখেন, তিনি তার অর্ধেক সন্তান অর্থাৎ ৪ সন্তানের দু'জনকে ওয়াক্ফ করেছেন আর দু'কন্যার একজনের বিয়ে দিয়েছেন ওয়াক্ফে যিন্দেগীর কাছে। খুব সম্ভব তার মেয়ে লিখেছেন, তিনি সারা জীবন কেবল নিজেই প্রতিদিন তিলাওয়াত করতেন না বরং সব সন্তান-সন্ততি, পৌত্র-পৌত্রি, দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে নামায এবং কুরআন তিলাওয়াতের নসীহত করতেন। তিনি প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকপাঠ করতেন। তিনি বলতেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বইগুলো তিনবার অধ্যয়ন করেছি, মেয়েকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি পড় কি না?

তিনি সামাজিক কু-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের পরিবারে প্রধানতঃ কোন প্রকার কু-প্রথা নেই কিন্তু এর সামান্য কোন লক্ষণ দেখলেও তিনি অসন্তুষ্ট হতেন এবং সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল। তার অন্তিম রোগ অনেক দীর্ঘ ছিল কিন্তু ধৈর্যের সাথে তিনি এই সময়টি অতিবাহিত করেছেন।

তার ইবাদত সম্পর্কে বিশেষ করে তার সাথে যাদের দেখাশোনা হতো এবং তার সব সন্তান-সন্ততি লিখেছেন, তার ইবাদতের দৃশ্য বড়ই আকর্ষণীয় হতে। এমন মনে হতো যেন তার হৃদয় গভীরভাবে উদ্বেলিত আর বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। এখানে যখন আসতেন আমাকে সালাম করার বাসনা নিয়ে আমার অফিস থেকে বাইরে আসার অপেক্ষায় থাকতেন। অনেক সময় এই অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন অথচ তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, দুর্বলতাও ছিল। যাহোক খোদা তা'লা তাকে বহুগুণের আধার বানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন এবং করুণারাজিতে সিক্ত করুন। তার সন্তান-সন্ততিদের তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন এবং তার নেকী ও পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৮তম কিস্তি)

ভারতবর্ষের উলামার সমীপে সবিনয় বক্তব্য

হে স্বধর্মীয় ভ্রাতাগণ ও সম্মানিত শরিয়তের আলেম-উলামা! স্বনামধন্য আপনারা আমার এই বক্তব্যসমূহ মনোযোগ সহকারে শোনবেন। এ অধম যে প্রতিশ্রুত 'মসীল' তথা সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার দাবি করেছে কিন্তু স্বল্প জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা একে সত্যি-সত্যি প্রতিশ্রুত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম হওয়ার দাবি বলে মনে করে বসেছেন এটি বস্তুতঃপক্ষে নতুন কোন দাবি নয় যা তারা যেন আজই শোনতে পাচ্ছেন। বরং এটি সেই সব পুরনো ইলহামই বটে, যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পেয়ে আমি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় বিশদ ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করেছিলাম, যা প্রকাশিত হয়ে সাত বছরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হয়েছে। 'আমি স্বয়ং মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম'-এ মর্মে কোনো দাবি আমি কখনও করি নি। এই অপবাদ কেউ যদি আমার প্রতি আরোপ করে তবে সে একেবারে মিথ্যারোপকারী ও ডাহা মিথ্যাবাদী। বরং আমার পক্ষ থেকে সাত-আট বছর ব্যাপী বরাবর এ কথাই প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে যে, আমি মসীহ্ ইবনে-মরিয়মের 'মসীল' তথা সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বভাব-চরিত্র, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী খোদা তা'লা আমার প্রকৃতি ও স্বভাবেও নিহিত ও প্রোথিত করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য আরও কিছু বিষয়ে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের ঘনিষ্টভাবে মিল রয়েছে। এ সব বিষয় আমি এই (সময়কালে প্রণীত) পুস্তকগুলোতেই বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর এ পুস্তকগুলোতে নিজেকে আল্লাহ্‌র সেই প্রতিশ্রুত বান্দা বলে বার বার ঘোষণা করেছি যার আগমন সম্পর্কে কুরআন শরীফে সংক্ষেপে এবং পবিত্র হাদীসসমূহে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টিও আমার পক্ষ থেকে নতুন কিছু নয়। কেননা আমি তো পূর্বেও বারাহীনে-আহমদীয়া গ্রন্থে বিশদভাবে লিখে এসেছি যে, আমি সেই প্রতিশ্রুত 'মসীল' (তথা নবীগণের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি), রূহানীভাবে যার আগমনের সংবাদ কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীসাবলীতে পূর্ব থেকে বর্ণিত রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, মৌলবী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী সাহেব তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা 'ইশায়াতুস্-সুন্নাহ'-এর ৭ম খন্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় যেখানে 'বারাহীনে-আহমদীয়া' পুস্তকের সমর্থনে 'রিভিউ' লিখেছেন, সেখানে তিনি অকপটে উক্ত সমুদয় ইলহামের (ঐশীবাণী) সত্যায়ন করেছেন– তা ঈমানী পর্যায়ে না হোক তবে সম্ভাব্যতার পর্যায়ে সত্যায়ন করেছেন, সজ্ঞানে ও মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুনতে পাই যে, অন্যান্য লোকের হৈ চৈ ও শোরগোল দেখে স্বনামধন্য মৌলভী সাহেবের মনেও কিছু অস্বীকার সূচক উত্তেজনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছে। এটা বস্তুত যারপর নাই বিস্ময়কর ও তাজ্জবের ব্যাপার। উল্লেখিত বিষয় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ যে-সব ইলহাম (ঐশীবাণী) 'বারাহীনে-আহমদীয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে– এগুলো ২৩৮, ২৩৯, ২৪০,৪৪৭,৪৯৮, ৫০৫, ৫১০, ৫১১, ৫১৩, ৫১৪, ৫৫৬, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

يا احمد بارك الله فيك ما رميت
اذ رميت ولكن الله رمى الرحمٰن
علم القرآن لتنذر قوما ما انذر
اٰباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين
قل انى امرت وانا اول المؤمنين
يٰعيسىٰ انى متوفيك ورافعك
الىّ وجاعل الذين اتبعوك
فوق الذين كفروا الى يوم القيٰمة

–"হে আহমদ! খোদা তা'লা তোমাতে বরকত ও আশিস ভরে দিয়েছেন। যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে তা তুমি করনি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। রহমান (অশেষ করুণাময় ও অযাচিত দানকারী) তিনি যিনি তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন, যাতে তুমি ঐ লোকদের সতর্ক কর যাদের বাপ-দাদাদের সতর্ক করা হয়নি আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ যাতে দৃশ্যমান হয়, কে বা কারা তোমার সঙ্গ ও পক্ষ অবলম্বন করে আর কে বা কারা পুরোপুরি না বুঝে-শুনে বিরোধিতায় দাঁড়ায়। সবাইকে বলে দাও, 'আমি খোদার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সেই প্রথম ব্যক্তি, যে এই আদেশের প্রতি ঈমান এনেছে।' হে ঈসা আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং আমার দিকে উন্নীত করবো।

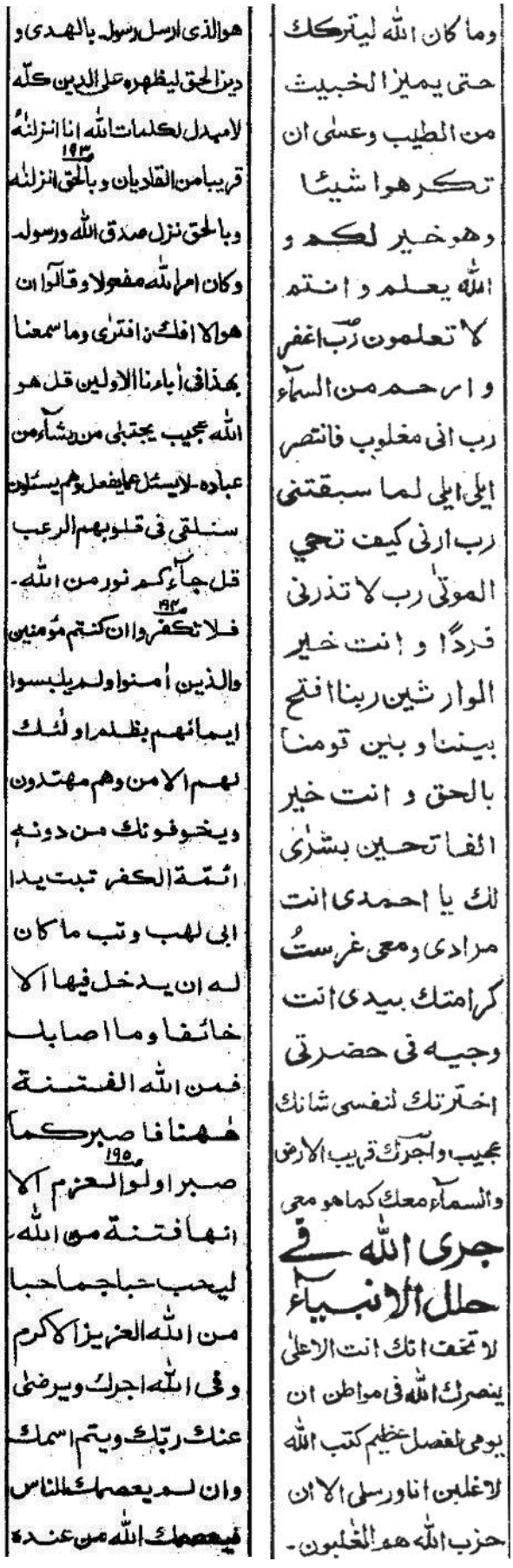

وما كان الله ليتركك
حتى يميز الخبيث
من الطيب وعسى ان
تكرهوا شيئا
وهو خير لكم و
الله يعلم و انتم
لا تعلمون رب اغفر
و ارحم من السماء
رب اني مغلوب فانتصر
ايلي ايلي لما سبقتني
رب ارني كيف تحي
الموتى رب لا تذرني
فردا و انت خير
الوارثين ربنا افتح
بيننا و بين قومنا
بالحق و انت خير
الفاتحين بشرى
لك يا احمدي انت
مرادي ومعي غرستُ
كرامتك بيدي انت
وجيه في حضرتي
اخترتك لنفسي شانك
عجيب واجرك قريب الارض
والسماء معك كما هو معي
جرى الله في
حلل الانبياء
لا تخف انك انت الاعلى
ينصرك الله في مواطن ان
يومي لفصل عظيم كتب الله
لاغلبن انا ورسلي الا ان
حزب الله هم الغلبون -

هو الذي ارسل رسوله بالهدى و
دين الحق ليظهره على الدين كله
لا مبدل لكلمات الله انا انزلناه
قريبا من القاديان و بالحق انزلناه
و بالحق نزل صدق الله ورسوله
وكان امر الله مفعولا وقالوا ان
هو الا افك افترى وما سمعنا
بهذا في اباءنا الاولين قل هو
الله عجيب يجتبي من يشاء من
عباده لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون
سنلقي في قلوبهم الرعب
قل جاءكم نور من الله -
فلا تكفروا ان كنتم مؤمنين
والذين امنوا ولم يلبسوا
ايمانهم بظلم اولئك
لهم الامن وهم مهتدون
ويخوفونك من دونه
ائمة الكفر تبت يدا
ابي لهب وتب ما كان
له ان يدخل فيها الا
خائفا وما اصابك
فمن الله الفتنة
هنا فاصبر كما
صبر اولوا العزم الا
انها فتنة من الله -
ليحب حبا جما حبا
من الله العزيز الاكرم
وفي الله اجرك ويرضى
عنك ربك ويتم اسمك
وان لم يعصمك الناس
فيعصمك الله من عنده

আর যারা তোমার অনুসারী তাদের আমি অন্যদের ওপর কিয়ামতকাল অবধি প্রাধান্য দান করবো। খোদা সেই সর্বশক্তিমান যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত (পথ নির্দেশনা) এবং দ্বীনের সার-বত্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি তাকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সার্বিকভাবে সকল দ্বীনের ওপর প্রাধান্য দান করেন।" (এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ব থেকে কুরআন করীমে সাম্প্রতিক কালের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে)। এরপর ইলহামসমূহের অনুবাদ হলো ঃ "তাঁর পাক কালামে পূর্ব থেকে প্রদত্ত খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহকে কেউ বদলাতে পারে না অর্থাৎ এসব ভবিষ্যদ্বাণী অটল, অবশ্যম্ভাবী। (এরপর আল্লাহ্ বলেন,) আমরা এ প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে আপন নিদর্শন ও বিস্ময়কর বিষয়াবলী সহকারে কাদিয়ানের সন্নিকট অবতীর্ণ করেছি। সত্যসহকারে সে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সত্যসহকারে তাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ও তার রসূলের যে-সব প্রতিশ্রুতি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ছিল তা সবই আজ সত্য হয়েছে। খোদা তা'লার ওয়াদা ও আদেশ একদিন পূর্ণ হবারই ছিল। তারা বলবে, 'এটা সম্পূর্ণ তার নিজের বানানো মিথ্যা। আমরা আমাদের বুযুর্গ পূর্ব-পুরুষদের কাছে তা শুনি নি।' তাদের বল, খোদা তা'লার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য আশ্চর্যজনক। তোমরা তাঁর গোপন রহস্যাবলীর নাগাল পেতে (বা আয়ত্ত করতে) অক্ষম। তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান, তিনি তাকে বেছে নেন। তাঁর সন্নিধানে, তাঁর দরগায় তাঁর (উপযুক্ত) বান্দাদের কোনো কমতি নেই। আর তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কেউ তাঁকে জবাবদিহি করতে পারে না যে, এমনটি তিনি কেন করলেন এবং এমনটি কেন করলেন না। তিনি তাঁর বান্দাদের কথা ও কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করাতে সক্ষম। অচিরেই আমরা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। তাদের বলে দাও, এই 'নূর' (জ্যোতি) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তাহলে একে অস্বীকার করো না। যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানে কোনো যুলুম ও অন্যায়কে স্থান বা প্রশ্রয় দেয় নি তারা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর অস্বীকারকারীদের নেতা ও হোতারা তোমাকে ভয় দেখাবে। আবু লাহবের উভয় হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হলো। এ ব্যাপারটিতে আস্পর্ধা দেখিয়ে তার এতে প্রবেশ করা উচিত হয় নি, বরং ভয় করা উচিত ছিল। মানুষের কথা-বার্তার দরুন তুমি যে-পরিমাণই মর্মাহত ও যাতনাগ্রস্ত হবে তা বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্-নির্ধারিত। (এ স্থলে 'আবু লাহব' দ্বারা ওই সব লোকদের বুঝায় যারা পুরোপুরি না বুঝেই বিরোধিতামূলক লেখায় (বা অন্যান্য উপায়ে) তৎপর হবে এবং "লাতাক্বফু মা লাইসা লাকা বিহি ইল্‌মুন"– [অর্থঃ ' যে-বিষয় তোমার প্রকৃতভাবে জানা নেই সে-বিষয়ে তুমি কোনো অবস্থান গ্রহণ করবে না' (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ৩৭)– অনুবাদক] আয়াত সংবলিত ঐশী নিষেধকে যারা ভয় করবে না এবং বিতর্কিত রূপকতাপূর্ণ বিষয়াদির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেবে না)। এরপর আল্লাহ্ বলেন, মানুষ যখন বিরোধিতায় উদ্যত ও লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন সেটি এক পরীক্ষাস্থল স্বরূপ হবে। কাজেই তখন তুমি ধৈর্য ধর, যেমন দৃঢ়সংকল্পশালী রসূলগণ ধৈর্যধারণ করে এসেছেন। স্মরণ রাখবে, এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্ধারিত পরীক্ষা যাতে করে তিনি তোমাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় ভালোবাসেন। এটি সেই ভালোবাসা যা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বাধিক সম্মানিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তোমার প্রতিদান ও পুরস্কার খোদা তা'লা দেবেন। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার প্রতি রাজি হবেন এবং তোমার নামকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন যদিও মানুষ এতে কুণ্ঠাবোধ করুক তবুও। পবিত্র ও অপবিত্র, ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে না দেখিয়ে খোদা তোমায় কখনো (একা) ছেড়ে দেবেন না। এমনও হতে পারে যে,

তোমাদের ওপর আপতিত কোনো বিষয়কে তোমরা অপছন্দ করবে এবং সেটি তোমাদের দৃষ্টিতে ভালো লাগবে না, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণজনক। গোপন রহস্যাবলীর প্রকৃতস্বরূপ খোদা তা'লা জানেন। তোমরা জান না। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার গোনাহ্ (দোষত্রুটি) ক্ষমা কর এবং আমার ওপর আকাশ থেকে করুণা বর্ষণ কর। আর আমার জন্য দন্ডায়মান হও, আমি যে পরাভূত। হে আমার আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমায় কেন ছেড়ে দিলে? [এটি সেই সাদৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত, যা হযরত মসীহ্‌র সাথে এ অধমের রয়েছে। কেননা 'এলি এলি!' (–হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! –অনুবাদক) সংশ্লিষ্ট দোয়াটি প্রকৃতপক্ষেই হযরত মসীহ্‌র অতি সংকটাপন্ন সময়ের দোয়া ছিল]। এর পরে-পরে খোদা তা'লা আমার প্রতি ইল্‌হামযোগে এ দোয়াটি অভিব্যক্ত করলেনঃ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে দেখাও, তুমি কীভাবে মৃতদের জীবিত করে থাক। (এটিও মসীহ্‌র সাথে সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বটে)। এরপর আবারও এ অধমের পক্ষ থেকে করণীয় দোয়া ইলহামযোগে প্রকাশিত করলেন ঃ (হে আমার প্রভু-প্রতিপালক!) তুমি আমায় একা ছেড়ে দিও না। তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার এবং আমার জাতির মাঝে সত্যিকার ফয়সালা কর। তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। হে আহমদ! তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি যে আমার কাম্য এবং তুমি আমার সঙ্গেই আছো। আমি তোমার কিরামত-বৃক্ষকে স্বহস্তে রোপন ও সুদৃঢ় করেছি। তুমি আমার দরবারে সম্মানিত। আমি তোমাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছি। তোমার মর্যাদা বিস্ময়কর এবং তোমার পুরস্কার সন্নিকট। পৃথিবী ও আকাশ তোমার সঙ্গে সেভাবেই আছে যেভাবে এগুলো আমার সঙ্গে রয়েছে। তুমি খোদার পাহলোয়ান, নবীদের ভূষণে। ভয় করো না, বিজয় তোমারই। খোদা বহু (প্রতিদ্বন্দ্বিতার) ময়দানে তোমাকে সাহায্য করবেন। আমার দিন মহা ফয়সালার দিন। আমি লিখে রেখেছি, সর্বদা আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হবো। স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌র দলই প্রাধান্য লাভকারী হয়ে থাকে।"

এ হলো আমার প্রতি অবতীর্ণ সেই সব ইলহাম (ঐশীবাণী) যা বারাহীনে-আহমদীয়া গ্রন্থে উপরোল্লিখিত পৃষ্ঠাগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলো স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে (ইঙ্গিতে) এ অধমের প্রতিশ্রুত 'মসীল' বা সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রেরিত হওয়ার প্রমাণ বহণ করে।

তবে যাঁরা হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের মতে সত্যিসত্যি তিনিই বেহেশ্‌ত থেকে বেরিয়ে ফিরিশ্‌তাদের কাঁধে হাত রেখে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবেন এ কথার মূল-তত্ত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ কী এ বিষয়ে ইলহাম যোগে কোনো ফয়সালা (সিদ্ধান্ত) 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং আমি উক্ত গ্রন্থে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের দুনিয়ায় পুনরায় আগমনের উল্লেখ প্রসঙ্গে যা-কিছু লিখেছি তা কেবল একটি প্রসিদ্ধ সেই লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী-ই লিখা হয়েছে, যে-দিকে আজকাল আমাদের মুসলমান ভাইদের ধ্যান-ধারণার প্রবণতা রয়েছে। অতএব গতানুগতিকভাবে এ বিশ্বাস অনুসারেই আমি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে লিখেছিলাম যে, আমি কেবল প্রতিশ্রুত 'মসীল'-সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি এবং আমার খিলাফত কেবল রূহানী তথা আধ্যাত্মিক কিন্তু স্বয়ং মসীহ্ (আ.) যখন আসবেন তখন তাঁর বাহ্যিক ও জাগতিক উভয় প্রকার খিলাফতই হবে। 'বরাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে উক্ত মর্মে কথাটি কেবল সেই গতানুগতিক অনুসরণের কারণেই লিখা হয়েছিল যে, (বিধানগত) কোন বিষয়ে এর মূলতত্ত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক 'ইলহামপ্রাপ্ত' ব্যক্তির পক্ষে তার নবীর রেখে যাওয়া শিক্ষার প্রচলিত রীতি-নীতি সাধারণভাবে মেনে চলা আবশ্যিক হয়ে থাকে। কেননা যে-সব ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম (ঐশীবাণী) পেয়ে থাকেন তাঁরা (খোদা কর্তৃক) বোঝানো ছাড়া কিছুই বোঝেন না। আদেশপ্রাপ্ত না হয়ে কোনো দাবী করেন না এবং নিজ থেকে (আগ বাঁড়িয়ে) কোনো রকম আস্পর্ধা দেখাতে পারেন না। এ কারণেই আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ওহী (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 'আহলি-কিতাব' তথা পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনকে শ্রেয় মনে করতেন এবং ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আসল বিষয় উন্মোচিত হওয়া মাত্র পুরোনো রীতি ছেড়ে দিতেন। অতএব সে-অনুসারেই হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম সম্পর্কে 'বারাহীনে-আহমদীয়া' গ্রন্থে নিজ পক্ষ থেকে কোনো আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়নি। এরপর এখন যে মুহূর্তে খোদা তা'লা এ অধমের ওপর (এ সম্পর্কিত) আসল বিষয় ইলহাম যোগে উন্মোচিত করলেন তখন সাধারণভাবে এর প্রকাশ্য ঘোষণা একান্ত জরুরী ছিল।

আমার কিছু আফসোস থাকলে তা কেবল এ যুগের ঐ মৌলবী সাহেবদের প্রতি রয়েছে যাঁরা আমার লেখায় (ও প্রচারিত অভিমতে) পুরোপুরি মনোনিবেশে দৃষ্টি না দিয়েই এবং তা না জেনেই খণ্ডন লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। বিজ্ঞ লেখক ও গবেষকগণ খুব ভালো বোঝেন যে, সাম্প্রতিক কালের কোন কোন মৌলবী সাহেব আমাকে আমার পুরাতন অভিমতের যে-পরিমাণ বিরোধী সাব্যস্ত করেছেন, একটু খেয়াল করলেই জানা যাবে যে, সেটি প্রকৃতপক্ষে এতো বিরাট কোনো বিরোধ নয়, যে-কারণে এতো শোরগোল করা হলো! আমি কেবল 'মসীহ্-সদৃশ' হওয়ার দাবি করেছি এবং আমার এ দাবীও নয় যে সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়া কেবল আমাতেই নিঃশেষ হয়েছে। বরং অনাগত ভবিষ্যৎ কালেও যুগ-যুগ ধরে আমার মতো আরও দশ হাজার মসীহ্ সদৃশ মহাপুরুষেরও আবির্ভাব হতে পারে। তবে এ যুগের জন্য আমিই প্রতিশ্রুত মসীহ্-সদৃশ এবং অন্য কারও জন্য অপেক্ষায় থাকা বৃথা। আর এ-ও জানা আবশ্যক যে, মসীহ্-সদৃশ মহাপুরুষ অনেক হতে পারেন– এটা কেবল আমারই অভিমত নয়, বরং নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র হাদীসাবলীরও এ অভিপ্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইকে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দুনিয়ার শেষ অবধি প্রায় ত্রিশ সংখ্যক দাজ্জাল পয়দা হবে। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, ত্রিশ জন দাজ্জালের আসা যখন আবশ্যকীয় তখন "লিকুল্লে দাজ্জালিন ঈসা" ('প্রত্যেক দাজ্জালের জন্য রয়েছে একজন ঈসা') এ নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিশজন ঈসা মসীহ্‌র আসাও আবশ্যিক। অতএব এ বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে যথা সম্ভব কোনো যুগে এমন কোনো মসীহ্‌ও আসতে পারেন, যার ওপর হাদীসাবলীর বাহ্যিক অর্থে কতক শব্দও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা এ অধম এ দুনিয়ার (জাগতিক) শাসন-ক্ষমতা ও রাজত্ব সহকারে আসে নি। বরং দরবেশি ও গরিবী পোষাকে এসেছে।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

হযরত ইমাম মহদী (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে এক জলসায় এক ব্যক্তি তার বক্তৃতায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাত এবং অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, তারা বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে চলে গেছেন আর আমাদের বিশ্বাস হলো,মারা গেছেন, এছাড়া আমাদের এবং তাদের মাঝে আর তেমন কোন বিতর্কের বিষয় নেই। এই কথার মাধ্যমে যেহেতু তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয় না তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শরীর ভালো না থাকা সত্ত্বেও এই কথাটি আমলে নেন

এবং বলেন, পার্থক্য কেবল এতটুকুই নয়।

এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তিনি (আ.) স্বয়ং ১৯০৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু পার্থক্য স্পষ্ট করাই নয়, এতটুকু বিষয় বা এই সামান্য কাজের জন্য খোদা তা'লার এই জামাত প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন ছিল না বরং আরো অনেক কথা রয়েছে। তিনি (আ.) তাঁর বক্তৃতায় অনেক বিষয় বর্ণনা করেন। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন, ঠিক আছে, তাদের এবং আমাদের মাঝে এটিও একটি পার্থক্য।

এছাড়া তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থা সত্যিকার অর্থে বিকৃতির শিকার হয়ে পড়েছে, আর এ সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেন। এই ব্যবহারিক অবস্থা সংক্রান্ত সেসব কথা তিনি তুলে ধরেছেন যা মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হচ্ছিল এবং যার সংশোধনের উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন। সেগুলোর একটি হলো, মিথ্যা পরিহার এবং সত্যবাদিতা অবলম্বন। তিনি এ প্রেক্ষাপটে জামাতকে নসীহত করেন যে, নিজেদের সত্যের মানকে উন্নত কর এবং তোমাদের ও অন্যদের মাঝে এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ কর। শুধু ঈমান আনা এবং তাঁর প্রেরিত হওয়ার বিষয়টিকে সত্য মনে করা কোন কাজে আসবে না।

এখন আমি তাঁর (আ.) ভাষায় এবিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যদি আমাদের সবাই সততার সাথে, ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা করে তাহলে অনেকেই এমন আছে যাদের নিজেদের সামনেই স্পষ্ট হবে যে, যেই মান অর্জনের প্রতি জামাতের দৃষ্টি থাকা চাই এবং যেদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা এখনো অর্জন হয়নি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও সত্যিকার মু'মিনের এ লক্ষণই উল্লেখ করেছেন,

لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

অর্থাৎ তারা মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় না (সূরা আল্ ফুরক্বান: ৭৩)।

শির্ক এবং মিথ্যা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এগুলো এড়িয়ে চল। শির্ক এবং মিথ্যাকে একই সাথে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ মিথ্যা শির্কের মতোই একটি পাপ। আল্লাহ্ তা'লা الزُّوْرَ শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আমি পূর্বেই পড়েছি। এর অর্থ হলো, 'মিথ্যা, অসত্য কথা বলা এবং মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ্ তা'লার সাথে কাউকে শরীক করা, এমন বৈঠক বা এমন স্থান যেখানে সচরাচর মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে গান বাজনার আসর, মিথ্যা এবং বাজে কথা-বার্তার আসর এ সবই মিথ্যার অন্তর্গত। অতএব মু'মিন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা তারা যারা মিথ্যা বলে না, যারা এমন সব স্থানে যায় না যেখানে বাজে কার্যকলাপ চলে এবং মিথ্যাবাদীদের আসর বসে। তারা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না, এমন স্থানেও যায় না যেখানে পৌত্তলিকতায় কলুষিত কার্যকলাপ চলছে। আর এছাড়া তারা কখনো মিথ্যা স্বাক্ষ্যও দেয় না। অতএব আমাদের সবাই যদি এভাবে মিথ্যাকে এড়িয়ে চলে তাহলে নিজেদের জীবনে এমন এক পরিবর্তন আনতে পারে যা মানুষকে প্রকৃত মু'মিনে পরিণত করে।

যাহোক, এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তৃতার সেই অংশ তুলে ধরবো যা মিথ্যা সম্পর্কে তিনি প্রদান করেছেন। এটি মনোযোগ সহকারে শুনুন। আমাদের অনেকেই এমন আছে বা একটি বড় অংশ এমন আছে যাদের এ বিষয়টি নিয়ে ভাবা এবং প্রণিধানের প্রয়োজন রয়েছে। মুসলমানদের বিকৃতির শিকার হওয়া এবং তাদের ভেদাভেদের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের মাঝে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণ হলো, জগতের প্রতি মোহ (জগতপ্রেম নিয়ে আলোচনা করছিলেন তিনি। বলেন, এই জগতের প্রতি আকর্ষণই মুসলমানদের মাঝে বিভেদের কারণ) কেননা যদি খোদার সন্তুষ্টিই অগ্রগণ্য হতো তাহলে সহজেই বোঝা যেত যে, অমুক ফির্কার নীতিগুলো বেশি স্বচ্ছ এবং এরা সবাই তা গ্রহণ করে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হতো। এখন জগতের প্রতি মোহের কারণে এই ব্যাধি যেখানে মাথাচাড়া দিচ্ছে সেখানে এমন লোকদের কীভাবে মুসলমান বলা যেতে পারে যখনকিনা তারা হযরত মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে না।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন (সূরা আলে ইমরান: ৩২)। এখন খোদাপ্রেম এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের পরিবর্তে জগতের ভালোবাসাকেই বা জগতের প্রতি মোহকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে। (তিনি প্রশ্ন করছেন,) ধর্ম ছেড়ে দিয়ে জগতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছ– এটিই কি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ? মহানবী (সা.) কি জগত-পূজারী ছিলেন?তিনি কি সুদ খেতেন? তিনি কি আবশ্যকীয় দায়িত্ব এবং খোদার আদেশ-নিষেধ পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতেন? তাঁর মাঝে কি নাঊযুবিল্লাহ্ কপটতা ছিল? তিনিকি চাটুকার ছিলেন? তিনি কি ইহজগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিতেন? একটু ভেবে দেখ! তাঁকে অনুসরণের অর্থ হলো, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

তিনি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন, জাগতিকতাকে ধর্মের ওপর নয়। এরপর দেখ! খোদা তা'লা কীভাবে মানুষকে কৃপাধন্য করেন। সাহাবীরা সেই রীতি-নীতিই অনুসরণ করেছেন এরপর দেখ, খোদা তা'লা তাদের কোত্থেকে কোথায় পৌঁছিয়েছেন। তারা দুনিয়াকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিলেন। কামনা-বাসনার ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেছেন। তোমরা তাদের অবস্থার সাথে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে দেখ! তোমরা কি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছো? পরিতাপ! এখন মানুষ বোঝে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছে কি চান।

'রাসু কুল্লে খাতিআতীন' (অর্থাৎ মিথ্যা সকল পাপের মূল) অনেক পাপের জন্ম দিয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এখন মানুষ দু'পয়সার জন্য আদালতে গিয়ে মিথ্যা স্বাক্ষ্য প্রদানে এতটুকুও লজ্জাবোধ করে না। উকিলরা বা আইনজীবিরা কসম খেয়ে বলতে পারে কি যে, তারা সব সত্য স্বাক্ষী উপস্থাপন করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বরাতে একটি ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, মির্যা

সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমার কাছে এক ব্যক্তি আসে যে আমার পূর্ব পরিচিত ছিল। তার মোকদ্দমার তারিখ ছিল এবং স্বাক্ষী হাজির করার দিন ছিল। সে বলে, আমাকে পরের তারিখ দিন, আমার স্বাক্ষী আসেনি। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তাকে হাসি-ঠাট্টার ছলে বলেন, আমি তোমাকে বুদ্ধিমান মনে করতাম, অথচ তুমি তো বড় নির্বোধ প্রমাণিত হলে। স্বাক্ষী কোথায় পাবে? বাইরে যাও কাউকে আট আনা বা এক রুপি দিলেই সে স্বাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত হয়ে যাবে। সে বাইরে যায় এবং কিছুক্ষণ পর দু'তিন জনকে নিয়ে আসে। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব যখন স্বাক্ষীকে জেরা করেন সে উত্তর দেয় যে, হ্যাঁ আমি দেখেছি, এভাবে ঘটনা ঘটেছে।

হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, আমি মনে মনে হাসছিলাম বরং তাদের সামনেই হাসছিলাম কেননা; আমার কথাতেই সে বাইরে গিয়েছে, স্বাক্ষী নিয়ে এসেছে আর স্বাক্ষী কত নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে কুরআন হাতে নিয়ে মিথ্যা বলছে! তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান শেষ হওয়ার পর আমি বললাম, কুরআন হাতে নিয়ে কুরআনের নামে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিতে তোমাদের লজ্জা হয় না? অথচ আমার বলার পর আমার সামনেই বাইরে থেকে স্বাক্ষী নিয়ে এসেছ।

অতএব এহলো স্বাক্ষীদের অবস্থা আর আজও একই অবস্থা বিরাজমান। আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে যেসব মামলা-মোকদ্দমা চলছে তাতে প্রায়শই এমনটি দেখা যায়। অনেক মানুষ যারা জানেও না কেন এসেছে, তারাও মামলায় স্বাক্ষী হিসেবে এসে যায়। যাহোক তিনি (আ.) বলেন, আজ যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখ না কেন পৃথিবীর অবস্থা বড়ই নাজুক বা শোচনীয়। মিথ্যা স্বাক্ষী বা মিথ্যা মামলা দায়ের করা তো কোন ব্যাপারই নয় বরং জাল সনদ বা কাগজ-পত্র ও ডকুমেন্টও বানিয়ে নেয়া হয়। (কোন সরকারী কর্মকর্তাকে পয়সা দিয়ে অনায়াসে কাগজ-পত্র বানানো যায়) কোন কথা বললে সত্যকে বাদ দিয়ে কথা বলে (অর্থাৎ সত্য থেকে দূরেই অবস্থান করে আর আজকালকার অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি শোচনীয়)। এখন যারা এই জামাতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, কারো উচিত হবে এদের জিজ্ঞেস করা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি এই ধর্মই নিয়ে এসেছিলেন? জামাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি নৈতিক চরিত্রকে উপস্থাপন করেন এবং বলেন, কেবল একথা বলা যে, ঈসা (আ.) আকাশে নেই, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গেছেন, এটিই সবকিছু নয় বরং উন্নত নৈতিক চরিত্রে সজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকে নোংরামি বা অপবিত্রতা আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি বর্জন কর বা এড়িয়ে চল।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১) এখানে মূর্তিপূজা বা প্রতিমা-পূজা এবং মিথ্যাকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে এক নির্বোধ ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে পাথরের সামনে সিজদাবনত হয় অনুরূপভাবে সত্য এবং সততাকে বিসর্জন দিয়ে মিথ্যাবাদী নিজের স্বার্থে মিথ্যাকে প্রতিমার আসনে বসায়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এটিকে মূর্তিপূজা বা প্রতিমা-পূজার সাথে একসাথে বর্ণনা করেছেন এবং এর সাথে তুলনা করেছেন। যেভাবে এক মূর্তিপূজারী মূর্তির কাছে মুক্তির জন্য হাত পাতে অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদীও মিথ্যার কাছে পরিত্রাণ চায় এবং মনে করে এই মিথ্যার মাধ্যমেই সে পরিত্রাণ পাবে।

দেখুন, কত বড় বিকৃতি দেখা দিয়েছে! যদি বলা হয়, কেন প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হচ্ছ? এই নোংরামি বা অপবিত্রতাকে পরিহার কর তাহলে তারা বলে, কীভাবে এটি পরিহার করা সম্ভব, এটি ছাড়া যে চলে না! এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, তারা মিথ্যাকেই সফলতার চাবিকাঠি মনে করে। কিন্তু আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, চুড়ান্ত পর্যায়ে সত্যই সফল হয় আর কল্যাণ এবং বিজয় এরই হয়ে থাকে।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (আ.) বলেন, ২৭/২৮ বছর বা এরও কিছু বেশিকাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে, এই অধম ইসলামের সমর্থনে আর্যদের বিপক্ষে অমৃতসরস্থ রেলিয়ারাম নামের এক খ্রিস্টান আইনজীবির ছাপাখানায় একটি পত্রিকাও ছাপাতো, একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য লেখাটি উভয়দিক খোলা একটি প্যাকেটে ভরে পাঠায়। (আপনাদের অনেকেই এই ঘটনা শুনে থাকবেন এবং বর্ণনাও করে থাকবেন, কিন্তু শুধু বর্ণনাই সার, এর ওপর আমাদের কতক জনও আমল করে না)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি একটি চিঠিও এই প্যাকেটে পুরে দেই। পত্রে যেহেতু এমন কিছু শব্দ ছিল যাতে ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার প্রতি ইঙ্গিত ছিল আর প্রবন্ধ ছাপার জন্য জোরও দেয়া হয়েছিল তাই ছাপাখানার মালিক সেই খ্রিস্টান ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে ক্ষেপে যায়। আর শত্রুতাপ্রসূত আক্রমনের জন্য যে সুযোগ দৈবক্রমে তার হস্তগত হয় তাহলো, কোন প্যাকেটে এভাবে পত্র রাখা আইনত অপরাধ ছিল আর এই অধমের তা আদৌ জানা ছিল না। ডাক বিভাগের আইন অনুসারে এমন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ পাঁচশ' রুপি জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদন্ড হয়ে থাকে। তাই সে গোয়েন্দাগিরি করে ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা এই অধমের বিরুদ্ধে একটি মামলা করায়। এই মোকদ্দমার কোন সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লা আমার কাছে প্রকাশ করেন যে, রেলিয়ারাম উকিল আমাকে দংশনের জন্য একটি সাপ পাঠিয়েছে আর আমি সেই সাপকে মাছের মতো ভেজে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি জানি এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, অবশেষে আদালতে যেভাবে সেই মামলার নিস্পত্তি হয় এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত যা উকিল বা আইনজীবিদের কাজে আসতে পারে।

বস্তুত এই (তথাকথিত) অপরাধে আমাকে গুরুদাসপুর জেলা-সদরে তলব করা হয় আর যেসব উকিলের কাছে মামলার বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয় তাদের সবার একটাই পরামর্শ ছিল যে, মিথ্যা বলা ছাড়া এ থেকে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নেই আর তারা পরামর্শ দেয়, এভাবে বিবৃতি দিন যে, আমরা প্যাকেটে চিঠি রাখিনি, রেলিয়ারাম নিজেই হয়তো তা রেখে দিয়ে থাকবে। আর আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে, এভাবে বললে স্বাক্ষীর কথায় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে এবং দু'চার জন মিথ্যা স্বাক্ষী উপস্থাপন

করলে মামলার নিষ্পত্তিও হয়ে যাবে (তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মিথ্যা স্বাক্ষী উপস্থাপন করার পরামর্শ দিচ্ছিল) নতুবা (উকিলরা বলে,) আপনার অনুকূলে মামলার নিষ্পত্তি হওয়া খুব কঠিন আর আপনার মুক্তির কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,] আমি তাদের সবাইকে উত্তর দিলাম, আমি কিছুতেই সততাকে বিসর্জন দিতে পারবো না, যা হওয়ার হবে।

সে দিনই বা পরের দিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে হাজির করা হয় আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকারী বাদী হিসেবে ডাক বিভাগের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত হয়। তখন বিচারক নিজ হাতে আমার বিবৃতি লিখেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্নই করেন, এই পত্র কি আপনি নিজে প্যাকেটে রেখেছিলেন, এই প্যাকেট এবং এই পত্র কি আপনার? আমি এক মুহূর্ত কালক্ষেপণ না করে বলি, এটি আমারই চিঠি আর আমারই প্যাকেট আর আমিই এই পত্র প্যাকেটে রেখে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দুরভিসন্ধিমূলকভাবে আমি এমনটি করিনি (সরকারের ক্ষতির উদ্দেশ্যে বা রাজস্ব নষ্ট করার জন্য এমনটি করিনি) বরং আমি এই পত্রকে প্রবন্ধ থেকে পৃথক মনে করিনি আর এতে ষড়যন্ত্রমূলক কোন কথাও ছিল না। একথা শুনতেই আল্লাহ্ তা'লা সেই ইংরেজের হৃদয়কে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাক বিভাগের কর্মকর্তা অনেক হৈচৈ করে এবং ইংরেজি ভাষায় অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা করে যা ছিল আমার জন্য দুর্বোধ্য। কিন্তু আমি এতটা বুঝতে পেরেছি যে, প্রত্যেক বক্তৃতার পর ইংরেজি ভাষায় সেই বিচারক 'নো নো' বলে তার সব যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন।

অবশেষে সেই বাদী কর্মকর্তা যখন সকল যুক্তি উপস্থাপন শেষ করে এবং হৃদয়ের সকল বিদ্বেষ প্রকাশ করার কাজ শেষ করে তখন বিচারক তার সিদ্ধান্ত লেখার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। হয়তো এক বা দেড় লাইন লিখেই তিনি আমাকে বলেন, ঠিক আছে আপনি যেতে পারেন। একথা শুনে আমি আদালত কক্ষের বাইরে আসি আর আমার পরম অনুগ্রহশীল খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যিনি এক ইংরেজ কর্মকর্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকেই বিজয় দান করেছেন। আমি খুব ভালোভাবে জানি, তখন সততার বা সত্যের কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই পরীক্ষা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমি ইতোপূর্বে স্বপ্ন দেখেছিলাম, একজন আমার টুপি খুলে ফেলার জন্য হাত চালায়। আমি জিজ্ঞেস করি, কি করছো? সে তখন টুপি আমার মাথার ওপরেই থাকতে দেয় এবং বলে, এই টুপি এখানে থাকাই ঠিক হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি কীভাবে বলবো যে, মিথ্যা ছাড়া চলে না? এগুলো সব বাজে কথা-বার্তা। আসল কথা হলো, সত্য ছাড়া মানুষের চলে না। আমি আজও যখন এই ঘটনা (অর্থাৎ ডাকখানার মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঘটনা) স্মরণ করি তখন এক প্রকার স্বাদ বা আনন্দ পাই। এই ঘটনা স্মরণে আমি আনন্দ পাই আর উপভোগ করি যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছি। তিনি আমাদের খেয়াল রেখেছেন আর এমনভাবে আমাদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন যা প্রমাণিত নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থাৎ যে সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করে বা নির্ভর করে খোদা তার জন্য যথেষ্ট (সূরা আত্তালাক্: ৪)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখ! মিথ্যার মতো জঘন্য আর কিছুই নেই। সচরাচর এই পৃথিবীর মানুষ বলে, মিথ্যা না বললে মানুষ গ্রেফতার হয়ে যায় কিন্তু আমি একথা কীভাবে মানতে পারি। আমার বিরুদ্ধে সাতটি মামলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোন একটিতেও আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। কেউ বলুক, কোন একটিতেও কি খোদা আমাকে পরাজিত করেছেন? আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সত্যের তত্ত্বাবধায়ক এবং সাহায্যকারী। তিনি সত্যবাদীকে শাস্তি দিবেন এমনটি হতে পারে কি? এমনটি যদি হয় তাহলে পৃথিবীর কেউ আর সত্য বলার সাহস দেখাবে না আর আল্লাহ্‌র ওপর থেকে বিশ্বাসই হারিয়ে যাবে। সততার পূজারীরা তো তাহলে জীবিতই মারা যাবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হলো, সত্য বললে যারা শাস্তি পায় তা সত্য বলার কারণে নয়। কেউ যদি কোন মামলায় বা মোকদ্দমায় সত্য বলে আর সত্য বলার পরও যদি শাস্তি পায় তাহলে তা সত্য বলার কারণে নয় বা মিথ্যা বললে শাস্তি পেত না এমনটি নয় বরং সেই শাস্তি তাদের গুপ্ত এবং প্রচ্ছন্ন কোন পাপাচারিতার কারণে হয়ে থাকে (অন্যান্য যে পাপ করে অনেক সময় সেই পাপেরই শাস্তি হয়ে থাকে এটি) অথবা অন্য কোন মিথ্যার শাস্তি হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের সমস্ত পাপ ও দুস্কৃতির সম্যক জ্ঞান রয়েছে। তাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি এবং পাপ রয়েছে, কোন না কোন দিন তারা এসবের শাস্তি পায়।

অনেক সময় এ পৃথিবীতেও আমরা দেখতে পাই, একটি পাপ ছোটখাট পাপ হয়ে থাকে কিন্তু তার জন্য মানুষ অনেক বড় শাস্তি পায়। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, বাটালা নিবাসী আমার একজন শিক্ষক ছিলেন যার নাম হলো, গুল আলী শাহ্। তিনি শের শিং এর পুত্র প্রতাপ শিং-কে পড়াতেন। তিনি বলেন, একবার শের শিং তার বাবুর্চিকে নিছক লবন-মরিচের আধিক্যের কারণে বেদম প্রহার করে। তিনি (অর্থাৎ গুল আলী সাহেব) যেহেতু সরল প্রকৃতির ও সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, শের শিং-কে বলেন, আপনি (একে মেরে) অনেক বড় অন্যায় করেছেন (সে তো শুধু খাবারে একটু বেশি লবনই বেশী দিয়েছিল)। শের শিং তখন বলে, মৌলবী সাহেব আপনি জানেন না, সে আমার একশ'টি বকরা খেয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষের অপকর্মের একটা স্তুপ জমে যায়, কোন এক সময় সে ধরা পড়ে আর এর শাস্তি পায়।

তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সত্য অবলম্বন করবে সে কোনদিন লাঞ্ছিত হবেএমনটি হতেই পারে না,কেননা সে খোদা তা'লার নিরাপত্তার ছায়ায় থাকে। আল্লাহ্‌র নিরাপত্তার মত অন্য কোন নিরাপদ দূর্গ বা বেষ্টনী নেই কিন্তু অসম্পূর্ণ বা অকেজো বিষয় কাজে আসে না। কেউ কি বলতে পারে যে, চরম পিপাসার সময় কেবল এক বিন্দু পান করাই যথেষ্ট হবে বা চরম ক্ষুধার সময় একটি শস্যদানা বা এক গ্রাস খেলেই সে পরিতৃপ্ত হবে? মোটেই নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো তৃপ্তির সাথে পানি পান না করে বা খাবার না খায় মানুষ শান্তি পেতে পারে না। অনুরূপভাবে কর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত পরম মার্গের না হবে সেই ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না যা হওয়া উচিত। ত্রুটিপূর্ণ কর্ম আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে

না আর তা বরকতও বয়ে আনতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি হলো, আমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ কর, তবেই আশিস মণ্ডিত করবো।

তিনি (আ.) আরো বলেন, এ কথাগুলো জগত-পূজারীদের নিজেদের বানানো যে, মিথ্যা এবং প্রতারণা ছাড়া চলেই না। কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি মোকদ্দমায় সত্য বলার কারণে চার বছরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হয়েছে, আমি বলবো, এগুলো সব কাল্পনিক কথা যা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মাথায় দানা বাধে।

তিনি (আ.) বলেন, পরাকাষ্ঠা অর্জন কর যেন পৃথিবীতে প্রিয়ভাজন হতে পারো। নিজেদের দুর্বলতাই মিথ্যার কারণ হয়। যদি পুণ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাতে উন্নতির চেষ্টা থাকে, আল্লাহ্‌র ওপর যদি ভরসা বা তাওয়াক্কুল থাকে তাহলে মানুষ এভাবে শাস্তি পায় না (এগুলো দুর্বলতার ফলেই হয়ে থাকে, দুর্বলতার ফলেই মানুষ শাস্তি পায়)। পরাকাষ্ঠা এমন ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে না। এক ব্যক্তি মোটা খদ্দরের চাদরে সুঁই-এর ফোঁড় দিলেই সে দর্জি হয়ে যায় না। (অর্থাৎ কেউ যদি খদ্দরের চাদর কিছুটা হাতে সেলাই করে নেয় তাহলে এর ফলে বলা যায় না যে, সে অনেক ভাল দর্জি আর ভালো সেলাই জানে) আর এটি আবশ্যক নয় যে, উন্নত মানের রেশমী কাপড়ও সে সেলাই করতে পারে। যদি তাকে এমন কাপড় দেয়া হয় তাহলে ফলাফল যা হবে তাহলো সে তা নষ্ট করবে। অতএব এমন পুণ্য বা সৎকর্ম যাতে অপবিত্রতার মিশ্রণ থাকে তা কোন কাজের নয়, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এর কোন মূল্যই নেই। কিন্তু এরা এটি নিয়ে গর্ব করে আর এর মাধ্যমেই মুক্তি চায়। যদি আন্তরিকতা থাকে, আল্লাহ্ তা'লা বিন্দু পরিমাণ পুণ্যও বৃথা যেতে দেন না বা নষ্ট হতে দেন না। তিনি নিজেই বলেছেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

[অর্থাৎ যে বিন্দু পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে এর ফলাফল দেখবে আর ফল পাবে (সূরা আল্ যিলযাল: ৮)]।

তাই যদি বিন্দু পরিমাণ সৎকর্মও থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে সে এর প্রতিদান পাবে। তাই এত নেককর্ম করার পরও মানুষ কেন ফল পায় না? এর আসল কারণ হলো, তার মাঝে নিষ্ঠা বা আন্তরিকতা নেই, নেককর্মের জন্য নিষ্ঠা বা আন্তরিকতা হলো পূর্বশর্ত। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন,

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

(সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০) এই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা তাদের মাঝে থাকে যারা 'আবদাল' হয়ে থাকে, যারা নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনে (আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধর্মকে বিশুদ্ধভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য অনুসরণ করা উচিত)।

এই কথাগুলোই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং গভীর বেদনার সাথে বর্ণনা করেছেন। আমি যেমনটি বলেছি, তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে আসা বা না আসার বিশ্বাসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, নিজেকে শির্ক বা বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র কর আর তোমার ব্যবহারিক আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে শির্কের বিন্দুমাত্র নাম-গন্ধও থাকবে না।সত্য প্রতিষ্ঠিত কর আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন কর। এখন একথাগুলোকে সামনে রেখে সব আহমদীর ভেবে দেখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কয়েকটি কথা আমি এখানে উপস্থাপন করছি।

মামলা-মোকদ্দমার সময় দেখুন! আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি না তো? এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের আশায় আমরা মিথ্যা বলছি না তো?বিয়ে- শাদীর সময় আমরা মিথ্যা বলি না তো?সকল অর্থে আমরা কি সত্য ও সরলতার আশ্রয় নিয়ে থাকি এবং সততার আশ্রয় নিয়ে থাকি? ছেলে এবং মেয়ে সম্পর্কে সকল তথ্য কি সঠিক দেয়া হয়? সরকারের কাছ থেকে সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার ভাতা নেয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে না তো? এ বিষয়ে অনেকের ব্যাপারেই অপছন্দনীয় কথা-বার্তা সামনে আসে, আয় গোপন করে সরকারের কাছ থেকে ভাতা নেয় আর এ কারণে করও আদায় করা হয় না, কর ফাঁকি দেয়া হয়।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এখন পৃথিবীতে সার্বিক যে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজমান, সব দেশের সরকারই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বা হয়ে গেছে আর না হয়ে থাকলেও অচিরেই হবে। এ কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার বিষয়ের গভীরে গিয়ে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করছে এবং করবে। সরকারের সামনে যদি কোন দুর্নীতি আসে তাহলে তা যেখানে সেই ব্যক্তির জন্য সমস্যার কারণ হবে সেখানে জামাতের জন্যও দুর্নাম বয়ে আনবে যদি তারা এটি জানতে পারে যে, এই ব্যক্তি আহমদী।

অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে জাগতিক স্বার্থকে অগ্রগণ্য করা তার উচিত নয়। স্বল্প আয়ের মাঝে দিনাতিপাত করে মিথ্যা এড়ানোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর রয়েছে এ্যাসাইলাম বা অভিবাসনের বিষয়াদি। এ ক্ষেত্রেও আত্মবিশ্লেষণ করুন, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে না তো? নিশ্চয় উকিল বা আইনজীবিরা এর জন্য প্ররোচিত করে আর চিরাচরিতভাবে এ রীতিই তাদের চলে আসছে। যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তাঁকেও উকিলরা বলেছিল, মিথ্যা বলুন এবং মিথ্যা স্বাক্ষী নিয়ে আসুন আদালতে। একই ভাবে ওহদাদার বা পদাধিকারীরাও আত্মবিশ্লেষণ করুন, রিপোর্টে তারা মিথ্যা বলেন না তো, বা এমন কোন কথা বাদ দেন না তো যা গুরুত্বপূর্ণ। আমি পূর্বেও একবার খুতবায় বলেছিলাম, অনেক সময় মিথ্যা না বললেও যদি একশতভাগ সত্য বলা না হয় তাহলে তাও অন্যায়। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে বিষয়াদির সুরাহা হওয়া উচিত। তাই বিষয়কে গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। নিজের স্বার্থের গন্ডি থেকে বেরিয়ে, নিজের আমিত্বের গন্ডি অতিক্রম করে খোদাভীতিকে দৃষ্টিতে রেখে সবার বিষয়াদির সুরাহা বা নিষ্পত্তি করা উচিত। যদি সবকিছু এভাবে করা না হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, এসব কিছু জগতের মোহেরই বহিঃপ্রকাশ আর জগতের মোহ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, মানুষকে বিভেদের দিকে নিয়ে যায়। বিভেদের ফলশ্রুতিতে জানা কথা যে, জামাতের ঐক্যও আর বজায় থাকে না বা অন্ততঃপক্ষে সেই সমাজে বা সেই গণ্ডিতে নৈরাজ্য দেখা দেয়। আর যেই ঐক্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সৃষ্টি করতে এসেছেন, তা বিলুপ্ত হয়। জগতের প্রতি মোহের কারণেই অন্যান্য ফির্কার জন্ম হয়েছে আর এটিও তখন সেই ধরনেরই একটি ফির্কায়

রূপ নেবে। এক কথায় এক পাপ থেকে বহু পাপের জন্ম হয় যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই বলেছেন, পাপের তখন শাখা-প্রশাখা গজায়। অতএব, আহমদী হিসেবে অনেক দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত হয় যা সামনে রাখা উচিত। সত্যিকার আহমদী সে, যে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনের চেষ্টা করে আর খোদার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই ধারাবাহিকতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

স্মরণ রেখ! যে আল্লাহ্‌র হয়ে যায় আল্লাহ্ তার হয়ে যান আর আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতারণার শিকার হন না। যদি কেউ লোক দেখানো ও প্রতারণার মাধ্যমে খোদাকে ঠকাতে পারবে বলে মনে করে তাহলে এটি তার নির্বুদ্ধিতা, সে নিজেই প্রতারিত হচ্ছে। দুনিয়ার সাজ-সজ্জা বা জগতের মোহ হলো সকল পাপ এবং ভ্রান্তির মূল। এর অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে মানুষ মানবতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায় আর বোঝে না যে, আমি কি করছি আর আমার কি করা উচিত। বুদ্ধিমান মানুষ যেভাবে কারো প্রতারণার শিকার হতে পারে না, সেখানে প্রশ্ন হলো, খোদা তা'লা কীভাবে প্রতারিত হতে পারেন। কিন্তু এমন মন্দকর্মের মূল হলো জগত-প্রেম। সবচেয়ে বড় পাপ যা এখন মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে আর যাতে তারা নিমজ্জিত তাহলো এই জগত-প্রেম বা জাগতিকতার মোহ। চলা-ফেরা, উঠা-বসা, শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় তারা এই মোহে আচ্ছন্ন আর সেই সময়ের কথা একবার চিন্তাও করে না যখন তাদেরকে কবরস্ত করা হবে। এমন মানুষ যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করতো, ধর্মের জন্য তাদের মাঝে যদি একটুও ব্যথা-বেদনা থাকতো তাহলে তারা অনেক লাভবান হতো।

তিনি(আ.) বলেন, ফার্সী কবি সাদী বলেন, **'গার ওযীর আয খোদা বেতারসীদে'** হায়!মন্ত্রী যদি খোদাকে ভয় করতো, অর্থাৎ সামান্য চাকুরীর জন্য নিজেদের কাজে কত ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে থাকে কিন্তু যখন নামাযের সময় আসে তখন ঠান্ডা পানি দেখে ভয় পেয়ে যায়। এমন বিষয়াদি কেন সামনে আসে? এর কারণ হলো, হৃদয়ে খোদার মাহাত্ম্য নেই। যদি খোদা তা'লার বিন্দুমাত্র মাহাত্ম্য হৃদয়ে বিরাজ করতো আর মৃত্যুর বিশ্বাস থাকতো তাহলে সমস্ত আলস্য ও ঔসাসীন্য দূর হয়ে যাওয়ার কথা। তাই খোদার মাহাত্ম্য হৃদয়ে জাগ্রত রাখা উচিত, তাঁকে সব সময় ভয় করা উচিত, তার শাস্তি ভয়াবহ হয়ে থাকে, তিনি উপেক্ষা করেন, মার্জনা করেন কিন্তু কাউকে যখন ধৃত করেন তখন কঠোর হস্তে ধৃত করেন, এমনকি 'লা ইয়া খাফু উকবাহা' (সূরা আশ্‌শামস: ১৬)।

তিনি তখন আর এটি দেখেন না যে, তার উত্তরসূরীদের কি হবে। পক্ষান্তরে যারা খোদা তা'লাকে ভয় করে, খোদার মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে গ্রথিত করে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সম্মানিত করেন আর স্বয়ং তাদের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করেন। হাদীসে আছে, **'মান কানা লিল্লাহে কানাল্লাহু লাহু'** অর্থাৎ যে খোদার হয়ে যায় আল্লাহ্ তা'লাও তার হয়ে যান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, যারা এদিকে মনোযোগ দেয় এবং খোদার দিকে অগ্রসরও হতে চায় তাদের অধিকাংশ এটি চায় যে,রাতারাতিই তাদের এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাক, তারা জানে না, ধর্মের বিষয়ে কত বড় ধৈর্যের প্রয়োজন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা দিন-রাত পরিশ্রম করে, দেয়ালে মাথা ঠোকে এবং সেক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করে। কৃষক বীজ বপন করে কত দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রে বলে, নিমেষেই ওলী বানিয়ে দিন, প্রথম দিনেই আরশে পৌঁছে যেতে চায় অথচ এই পথে তারা কোন পরিশ্রমও করেনি, কষ্টও করেনি আর কোন পরীক্ষাও দেয়নি।

তিনি(আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখ! এটি খোদা তা'লার আইন নয় বা খোদার নিয়ম এটি নয়, এখানে প্রতিটি উন্নতি ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে আর কেবল এটি বললেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হতে পারেন না যে, আমরা মুসলমান বা মু'মিন। তিনি নিজেই বলেন,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

অর্থাৎ এরা কি মনে করে, আল্লাহ্ তা'লা এটি বললেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আর তাদেরকে এ কথা বললেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি আর তাদের কোন পরীক্ষা করা হবে না (সূরা আল্ আনকাবূত: ৩)। এটি আল্লাহ্ তা'লার রীতি এবং সুন্নত পরিপন্থী। ফুঁ মেরে ওলীআল্লাহ্ বানানো আল্লাহ্‌র রীতি নয়। যদি এমনটি রীতি হতো, তাহলে মহানবী (সা.) এমনই করতেন, আর তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীদের ফুঁ মেরেই ওলীআল্লাহ্ বানিয়ে দিতেন। তাদের পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়ে মুন্ডপাত করাতেন না আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পর্কে এই কথা বলতেন না,

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

অর্থাৎ এদের মাঝে তারাও রয়েছেন যারা নিজেদের নিয়্যত এবং মানত রক্ষা করেছেন আর অনেকে এমন আছেন যারা এর অপেক্ষায় আছেন (সূরা আল্ আহযাব: ২৪)।

তিনি (আ.) বলেন, জাগতিক সম্পদ যেখানে কষ্ট এবং পরিশ্রম ছাড়া অর্জন হতে পারে না, সেখানে বড়ই নির্বোধ সে, যে মনে করে ধর্ম অনয়াসেই অর্জিত হয়ে যায়। এটি সত্য কথা যে, ধর্ম সহজ কিন্তু প্রতিটি নিয়ামতের জন্য পরিশ্রম করতে হয়। যদিও ইসলাম এত বেশি পরিশ্রমের কথা বলেনি। হিন্দুদের মাঝে দেখ! তাদের যোগী ও সন্ন্যাসীদের কতইনা তপস্যা করতে হয়, কোথাও তাদের কোমর পরে যায়, কেউ নখও কাটে না। অনুরূপভাবে খ্রিষ্টানদের মাঝে সন্ন্যাসব্রত ছিল। ইসলামে এমন আচরণ বৈধ নয় বরং ইসলাম যে শিক্ষা দিয়েছে তাহলো-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

অর্থাৎ সেই পরিত্রাণ পেয়েছে যে আত্মশুদ্ধি করেছে (সূরা আশ্ শামস: ১০)। অর্থাৎ যে সর্বপ্রকার বিদআত, অনাচার, কদাচার, পাপাচার এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা খোদার খাতিরেই পরিহার করে, সকল প্রকার ভোগবিলাসকে পরিহার করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট-কাঠিন্যকে বরণ করেছে, এমন ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে মুক্তিপ্রাপ্ত। যে খোদাকে প্রাধান্য দেয় সে দুনিয়া এবং এর কৃত্রিম কার্যকলাপকে পরিহার করে।

আমরা নিজেদের জীবনে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনয়নকরী হবো, সত্যের

যে সর্বপ্রকার বিদআত, অনাচার, কদাচার, পাপাচার এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা খোদার খাতিরেই পরিহার করে, সকল প্রকার ভোগবিলাসকে পরিহার করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট-কাঠিন্যকে বরণ করেছে, এমন ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে মুক্তিপ্রাপ্ত।

গুরুত্বকে অনুধাবন করবো, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর শুধু মৌখিকভাবে নয় বরং বাস্তবিক পক্ষেই তাঁর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করবো এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করায় সচেষ্ট হবো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট থাকবো, খোদার সন্তুষ্টিকে সব কিছুর ওপর অগ্রগণ্য করে তা অর্জনে চেষ্টারত হবো– আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। তিনি আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা আইভোরিকোষ্ট-এর মুবাল্লিগ কাসেম তুরে সাহেবের। তিনি সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৫শে জানুয়ারী তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। ১৯৮৬ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি একটি ব্যক্তিগত মাদ্রাসা চালাতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি সেই মাদ্রাসা জামাতের হাতে তুলে দেন, যা পরবর্তীতে প্রাইমারী স্কুলে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৯০ সনে জামেয়া আহমদীয়া আইভোরিকোষ্ট থেকে মুবাল্লিগ বা মুয়াল্লিম কোর্স সম্পন্ন করার পর দীর্ঘকাল আইভোরিকোষ্টের আদ্যপান্তে তবলীগি সফর করেন, বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে আহমদীয়াতের চারা রোপন করেছেন। দীর্ঘ ১০ বছর বেসম অঞ্চলে আঞ্চলিক মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। প্রায় এক বছর তিনি উর্দূ ভাষা শেখার পেছনে ব্যয় করেছেন।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত জুলা ভাষায় জুমুআর খুতবার অনুবাদের কাজও অব্যাহত রাখেন। তিনি মূসী ছিলেন। সেখানকার মুবাল্লিগ বাসেত সাহেব লিখেন, তার সাথে এই অধমের পরিচয় হয় ১৯৯৬ সনে। গত ৩০ বছর তিনি জামাতের সেবার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ৮৬ থেকে আজ পর্যন্ত জামাতের প্রতি বিশ্বস্ততা, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, ইমামের কথার প্রতি অনুরক্ত এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য।

তিনি আগ্রহের সাথে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উর্দূ পড়া এবং লেখা শিখেছেন যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারেন। এর জন্য দু'বার কাদিয়ানও যান, যেন উর্দূ শিখতে পারেন। ফিরে এসে সাগ্রহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পড়তেন। মুরব্বী সাহেব লিখেন, আমার সাথে প্রায় সময় ফোনে যোগাযোগ হতো। বিভিন্ন বাগধারা এবং কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদ্যও গভীর আগ্রহ এবং ভালোবাসার প্রেরণা নিয়ে পড়তেন এবং এর মর্ম বুঝার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুললিত কণ্ঠ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, একবার সফরকালে তিনি এই অধমের কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ফার্সী রচনা পড়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে 'জান ও দিল আম ফিদায়ে জামালে মুহাম্মাদ আস্ত'-এর প্রায় পাঁচটি পংক্তি সুর করে শিখিয়েছি। আমরা যখন গ্রামে পৌঁছি অর্থাৎ যেই গ্রামে যাচ্ছিলাম সেখানের জলসায় তিনি সেই পঙক্তিগুলো সূর করে পড়ে শুনান আর এরপর জুলা ভাষায় এর অনুবাদও করেন। ইসলাম আহমদীয়াত, মহানবী (সা.) এবং ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব সম্পর্কে আরবী, জুলা এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় বহু নযম তিনি নিজেই লিখেছেন এবং নিজেই সুরকার ছিলেন এবং সুর করে পড়তেন আর মানুষের মাঝে তা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

২০০৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ইন্তেকালের পর উত্তরাঞ্চল যা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং কার্যতঃ দেশের সাথে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন ছিল, সেখানে জামাতের বিরোধীরা মিথ্যা প্রপাগান্ডা আরম্ভ করে যে, এদের খলীফা ইন্তেকাল করেছে, এরপর জামাত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর ফলে সেই অঞ্চলের আহমদীদের মাঝে এক প্রকার নৈরাশ্য বিরাজ করে। এই সংবাদ যখন কেন্দ্রে আসে, কাসেম তুরে সাহেবকে এই মিথ্যা অপপ্রচার খণ্ডনের জন্য পাঠানো হয়। সেই দিনগুলোতে উত্তরাঞ্চলের সফর করা বড়ই কঠিনএবং বিপজ্জনক ছিল কিন্তু কাসেম সাহেব বাস, ট্রাকটর, ট্রলি এবং মটর সাইকেল আর গাধার গাড়ীতে বসে এবং পায়ে হেঁটে জঙ্গল অতিক্রম করে অবশেষে এই জামাতগুলো পর্যন্ত পৌঁছেন। সেসব এলাকায় পুনরায় তবলীগ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খিলাফত ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর এর ফলে আহমদীদের মনোবল দৃঢ় হয় আর এই সফরের ফলে অনেক জামাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়। এভাবে অপপ্রচারকে অমূলক প্রমাণ করার তাঁর সৌভাগ্য হয়। তবলীগের জন্য তিনি প্রায় সময় পুরো মাস অনবরত সফর করতেন। খুবই পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পরবর্তী প্রজন্মকেও জামাতের সাথে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

বেশ কয়েকজন বন্ধুর পত্র এসেছে যে, "আমরা বয়আত নবায়ন তো করেই নিয়েছি সেই সাথে বয়'আতের শর্তগুলো পালন করার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছি, তবে আমাদের পুরোপুরি ধারণা ও জ্ঞান-বুদ্ধি নেই যে বয়'আতের নির্ধারিত দশটি শর্তের বিস্তারিত বিষয়গুলো কী-কী, যেগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে"।

আমি ভাবলাম আর অনুভব করলাম যে আজ (২৭ জুলাই ২০০৩, স্থান : লন্ডন) জলসা অনুষ্ঠান কালই এই বিষয়ে কিছু বলার উত্তম সময়। যেহেতু বিষয়বস্তু যথেষ্ট ব্যাপক, সব শর্তগুলোর ওপর সামগ্রিক আলোকপাত তো এখানে স্বল্প সময়ে কঠিন ও জটিল হয়ে পড়বে তাই কয়েকটি শর্তের ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিতভাবে জানাবো আর পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ্ এই বিষয়ের ওপর জুমুআর খুতবায় বা অন্য কোন সুযোগে আরো বিশদভাবে বর্ণনা করব।

বয়আত কী?

সর্ব প্রথম কথা হলো এই যে, বয়আত জিনিসটা কী! এর বিস্তারিত আমি হাদীস শরীফ ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি থেকে বর্ণনা করছি।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম বলেন: "এই যে বয়আত, এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজ সত্তা বিক্রি করে দেয়া। এর কল্যাণ ও প্রভাব লাভ করাটা এই শর্তের সাথে সংবদ্ধ, যেভাবে একটি বীজ ভূমিতে বপিত হলে এর সূচনাকাল এমনই হয় যে, যদিও সেটা কৃষকের হাতে বপিত হয়ে থাকে তবুও তার কিছুই জানা থাকে না যে, এখন এর পরিণাম কী হবে। কিন্তু যদি ওই বীজ ভাল হয় ও তাতে অঙ্কুরিত ও প্রবৃদ্ধি লাভের শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহলে খোদার অনুগ্রহে এবং ওই কৃষকের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সেটা অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি লাভ করে। এভাবে একটি বীজ থেকে হাজার হাজার বীজ উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে বয়আত গ্রহণকারী ব্যক্তিকে নম্রতা-শিষ্টতা ও অনুনয়-বিনয় অবলম্বন করতে হয় এবং নিজের আমিত্ব ও অহংবোধ পরিত্যাগ করতে হয়, তবেই সে ক্রমোন্নতি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি বয়'আতের সাথে নিজের মাঝে অহংবোধ ধারণ করে রাখে, অবশ্যই তার কল্যাণ লাভ হয় না। (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩)

বয়আতের উদ্দেশ্য খোদা তা'লার সমীপে নিজ জীবন সঁপে দেয়া

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন: "বয়আতের উদ্দেশ্য খোদা তা'লার সমীপে নিজ জীবন সঁপে দেয়া। এর অর্থ হলো, আমি নিজের জীবন আজ খোদা তা'লার কাছে বেচে দিয়েছি। এটা সম্পূর্ণই ভুল যে, খোদা তা'লার রাস্তায় চলে এমন পথচারী কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতি তারই হয়, যে মিথ্যাবাদী আর যে ব্যক্তি পার্থিব লাভের জন্য বয়'আত ও অঙ্গীকার যা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সে করেছে, ভঙ্গ করে চলে। ওই ব্যক্তি, বিশেষভাবে যে দুনিয়ার ভয়ে এমন কাজে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, সে মনে রাখুক মৃত্যুকালে-মৃত্যুর ক্ষণে কোন বিচারক বা কোন বাদশাহ্ তাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে না। তাকে 'আহকামুল হাকেমীন' এর সামনে উপস্থিত হতে হবে, যিনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুই আমার কাছে যাচনা করিসনি কেন?' এজন্য প্রত্যেক মু'মিন-এর জন্য আবশ্যকীয় যে, খোদা, যিনি 'মালিকিস্‌সামাওয়াতে ওয়াল আরদ', তাঁর প্রতি ঈমান এনে সত্যিকারের তওবা করা।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৯, ৩০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ বর্ণনাগুলো থেকে প্রকাশ পায় যে, বয়আত কী জিনিস! যদি আমাদের প্রত্যেকেই একথা বুঝে যায় যে, আমার সত্তা এখন আমার নিজস্ব সত্তা রইল না। আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশগুলো বাধ্যবাধকতার সাথে মেনে চলতে হবে, তাঁর অনুগত হতে হবে এবং আমার প্রতিটি কাজ-কর্মই হবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য। এটাই হলো বয়আতের দশটি শর্তের সারসংক্ষেপ।

এবারে আমি হাদীস শরীফের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি, যেগুলোতে বয়আত প্রসঙ্গে বিভিন্ন বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে।

"আ'ইয়ুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন: উবাদাহ বিন সো'আমেত (রা.) ওই সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নেয় এবং বয়'আতে ওকাবা'তেও উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করে। সেই উবাদাহ বিন সো'আমেত তাকে বলেছিল, ওই সময়– যখন রসূল (সা.)-এর চারপাশে সাহাবাদের এক জামাত উপস্থিত ছিল, রসূল (সা.) বললেন, "এসো আমার এই শর্তের ওপর বয়আত কর: 'লা তুশরিকু বিল্লাহে শাইয়্যান'। তোমরা আল্লাহ্'র সৃষ্ট কোন জিনিসকেই অংশীদারিত্বের স্থান দিবেনা, তোমরা চুরি করবে না আর ব্যভিচারও করবে না, তোমরা নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না ও মিথ্যা অপবাদও আরোপ করবে না, আর তোমরা সৎকর্মে আমার কোন নির্দেশের অমর্যাদা করবে না।

অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বয়'আতের এই অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছো, তার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার ওপর ন্যস্ত। আর যে কেউ, এই প্রতিশ্রুতি পালনে কিছুটা শিথিলতা করেছো আর এজন্য এ দুনিয়ায় শাস্তি পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তবে এই সাজা তো তার জন্য 'কাফফারা'-য় পরিণত হবে, আবার যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে শিথিলতা করলেও আল্লাহ্ তা'লাই তা ঢেকে রেখেছেন, তবে তার পরিণতি আল্লাহ্ তা'লারই হাতে, যদি চান তাকে শাস্তি দিবেন আর যদি তিনি পছন্দ করেন তবে তাকে দরজা উতরিয়ে পার করে নিবেন।" (সহীহ্ বুখারী, কিতাব মুনাকাবিল আনসার, বাব ওফুদুল আনসার ইলান্ নাবীয়্যে বি মাক্‌কাতুর্‌রাবিআ'তু আ'কিবা)

আরেকটি হাদীস রয়েছে: হযরত উবাদা বিন সোআমেত (রা.)-ই বর্ণনা করেছেন যে, "আমরা রসূল (সা.)-এর বয়আত এই শর্তের ওপর করেছি যে, আমরা শুনবো আর মান্য করবো, আয়েশ কালেও ও কষ্টের মধ্যেও, আনন্দ-সুখের কালেও ও দুঃসময়েও আদেশ দাতার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবো না আর আমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো ও কোন নিন্দুকের নিন্দায় বা তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় পাবো না।" (বুখারী কিতাবুল বায়া'ত, বাব উল বায়'ত আ'লা সামেয়া' ওয়া ইতায়া')

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা

করেছেন যে নবী করীম (সা.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী মহিলাদের বয়আত নিতেন:

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থাৎ হে নবী! বিশ্বাসী মহিলাগণ যখন তোমার কাছে বয়'আত করার জন্য এ শর্তে আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুর শরীক করবে না ও চুরি করবে না ও ব্যভিচার করবে না এবং নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, যা তারা নিজেদের হাত ও পায়ের দ্বারা মিথ্যারূপে রচনা করে থাকে এবং কোন সঙ্গত বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বয়'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (সূরা আল মুমতাহানা, ৬০:১৩)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: বয়'আত নেয়া কালে রসূল (সা.)-এর পবিত্র হাতের সাথে কোন মহিলার হাতের স্পর্শ হতো না, তবে ওই মহিলা ব্যতীত যিনি তার আপনজন ছিলেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব বায় আ'তিন নিসা)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়'আত নেয়ার সূচনা কালের নিকটবর্তী সময়ে ইসলাম দরদী পবিত্র প্রকৃতিসম্পন্ন কতিপয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ এটা অনুধাবন করেছিলেন যে, এ যুগে ইসলামের দোদুল্যমান এ তরীকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষাকারী এবং ইসলামের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা পোষণকারী কোন ব্যক্তি যদি থেকেই থাকেন, তবে তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী (আ.)। তিনিই মসীহ্ ও মাহ্‌দীও। এমন কী লোকেরা তার (আ.) কাছে আবেদন করতো যে তিনি বয়আত নিন। কিন্তু হুযূর (আ.) সবসময় এ উত্তরই দিতেন যে 'লাসতু বি মামুর' (অর্থাৎ আমি মামুর নাই)। তিনি (আ.) একবার মীর আব্বাস আলী সাহেবের মাধ্যমে মৌলবী আব্দুল কাদের সাহেব (রাযি.) কে সহজ সরলভাবে লিখে দেন যে "এই 'বিনীত' এর প্রকৃতিতে তৌহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ব) ও তফবীয ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ) জয়ী হয়ে রয়েছে আর... যেহেতু বয়আতের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত করুণাময় খোদার পক্ষ থেকে কোন জ্ঞান বা নির্দেশ লাভ হয় নাই, এজন্য বাহ্যিকতা ও লৌকিকতার পথে পা বাড়ানো বৈধ নয়। 'লা আল্‌লাল্লাহা ইউহ্‌দিছু বাআ'দা যালিকা আমরান' (সম্ভাবনা রয়েছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ পরবর্তীতে কোন কিছু প্রকাশ করবেন)। মৌলবী সাহেব! ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হোন। ঐকান্তিক ও আন্তরিক ভালবাসার সঞ্জীবনী প্রস্রবণ ধারায় ওই চারা গাছের পরিচর্যায় লেগে থাকুন, তাহলে এই পদ্ধতি ইনশাআল্লাহ্ খুবই ফলপ্রসূ ও লাভজনক হবে।" (হায়াতে আহমদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২, ১৩)

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বয়আত নেয়ার আদেশ

অবশেষে ছয়-সাত বছর পর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে অর্থাৎ বছর শুরুর তিন মাসের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তার (আ.) প্রতি বয়'আত নেয়ার নির্দেশ হলো। এই স্বর্গীয় আদেশ যে বাক্যে পৌঁছেছে তা ছিল "ইযা আযাম্‌তা ফাতাওয়াক্ কাল্ আ'লাল্লাহে ওয়াস্ না'এল ফুলকা বি আঅ্' ইউনিনা ওয়া ওয়াহ্ ইয়েনা। আল্লাযিনা ইউবাইয়েউ'নাকা ইন্নামা ইউবাইয়ে উনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আয়দিহিম।" [ইশতেহার (প্রচারপত্র), পহেলা ডিসেম্বর ১৮৮৮, পৃষ্ঠা ২]

অর্থাৎ সংকল্প যখন তুমি করেইছো, তবে আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করো এবং আমার সামনে এবং আমার ওহীর অধীনে তরী নির্মাণ করো। যে সব লোক তোমার হাতে বয়'আত করবে, তাদের হাতের ওপর আল্লাহ্ তা'লার হাত থাকবে।

হুযূর (আ.)-এর স্বভাব-প্রকৃতি এমনই ছিল যে এ বিষয়ে তিনি অনীহা প্রকাশ করতেন। কারণ এতে ভাল-মন্দ সব রকম লোকই বয়আতের এ সিলসিলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। অথচ তার অন্তর চাইতো যে. এই পবিত্র সিলসিলায় ওই সব ভাগ্যবান লোকেরা প্রবেশ করুক, যাদের প্রকৃতিতে বিশ্বস্ততার ধাত্ বা মূল রয়েছে ও যারা অপরিপক্ক হতোদ্যম নয়। এজন্য তিনি (আ.) এমন উপলক্ষের অপেক্ষায় ছিলেন, যাতে একনিষ্ঠ খাঁটি বিশ্বাসী আর কপট লোকদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজের পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও করুণায় একই বছর নভেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'বশীর আউয়াল' এর মৃত্যু দ্বারা সেই উপলক্ষ সৃষ্টি করে দিলেন [ইনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুত্র ছিলেন]। এতে সারা দেশে তার (আ.) বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঝড় উঠলো। আর কুধারণা পোষণকারীরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কেটে পড়লো, তার (আ.) দৃষ্টিতে এটাই ছিল আশিসমন্ডিত এই সিলসিলার শুভ সূচনা ঘটানোর মোক্ষম সুযোগ। তিনি (আ.) পহেলা ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এক ইশতেহার (প্রচারপত্র) এর মাধ্যমে বয়'আতের সাধারণ ঘোষণা প্রদান করে দিলেন। হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী ইস্তেখারা সম্পন্ন করার পর যেন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বয়'আতের জন্য উপস্থিত হয়। (ইশতেহার তকমীলে তবলীগ ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) অর্থাৎ আগে দোয়া করুন, ইস্তেখারা করুন, অতঃপর বয়'আত করুন।

এই প্রচারপত্রের পর হযরত আকদাস (আ.) কাদিয়ান থেকে লুধিয়ানায় গমন করেন ও 'মহল্লা জাদীদ'-এ হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব (রা.)-এর গৃহে অবস্থান নেন। (হায়াতে আহমদ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ পৃষ্ঠা-১)

বয়আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

তিনি (আ.) সেখান (লুধিয়ানা) থেকে বয়'আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মার্চ প্রচারিত এক ইশতেহারে লিখেন : "বয়'আতের এই সিলসিলাহ বিশেষভাবে 'বমুরাদ ফরআহেমী-তো'এফাহ্ মুত্তাকী' অর্থাৎ খোদা ভীরুতায় অলংকৃত ব্যক্তিদের জামা'তকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, যাতে খোদাভীরুদের এমন বড় এক দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের নেক প্রভাবের বিস্তার ঘটায় এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী শুভ পরিণামের কারণ হয়। ওই কল্যাণমন্ডিত একত্ব প্রকাশক বাক্যের ওপর সমবেত হওয়াটা, ইসলামের পাক-পবিত্র ও সম্মান পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সেবায় দ্রুত সফলতা আনতে পারে, যাতে এক মুসলমানকে পীড়িত, নিষ্পেষিত, কৃপণ, পরাভূত ও পর্যুদস্ত মুসলমানে পরিণত হতে না হয়। এরা এমন অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয়, যারা নিজেদের মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে ইসলামের বিরাট ক্ষতি করেছে, এর (ইসলামের) অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় কলঙ্কের কালিমাপূর্ণ দাগ এঁকে দিয়েছে। আবার এমন অকর্মণ্য সাধু সন্যাসী বা নির্জনবাসী ঘুরকুনোর মতও যেন না হয়, যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না, যাদের নিজ আপনজনদের প্রতি সহমর্মিতার কোন বালাই নেই আর যাদের মানব-সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্পৃহাও নেই। পক্ষান্তরে এরা অর্থাৎ বয়আতকারীরা হলো এমন জাতি, যারা গরীবের আশ্রয়স্থল, এতীমদের জন্য বাপের মত ও ইসলামের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা ও

সহায়তা দিতে একান্ত প্রেমিকের মত আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত এবং যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনা এ উদ্দেশ্যে করে, যেন এর (ইসলামের) সার্বজনীন কল্যাণ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ করে আর ঐশীপ্রেমে ও খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবণ ধারা প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে একস্থানে মিলে গিয়ে বহমান এক সমুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রতিভাত হয়... খোদা তা'লাই এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে ও স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শন করতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর, এদেরকে উন্নতি দান করতে চাইছেন যাতে পৃথিবীতে মহব্বতে ইলাহী (পরম উপাস্যের প্রতি ভালবাসা), তওবা নুসুহ (আন্তরিক অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে প্রত্যাবর্তন), পবিত্রতা, প্রকৃত ও সঠিক পুণ্যকর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানব সন্তানের জন্য মায়া মমতা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেয়া যায়। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে, তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ বাণী দ্বারা শক্তি ও ক্ষমতা যোগাবেন, তাদের নোংরামী পূর্ণ জীবন ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন দান করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই দলকে তিঁনি বহুগুণে বৃদ্ধি দান করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীদের এতে প্রবেশ করাবেন। তিঁনি এতে পানি সিঞ্চন করবেন এবং এতে প্রবৃদ্ধি দান করবেন এতটা যে, গণনায় আধিক্য ও কল্যাণসমূহ মানবীয় দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হবে। তারা ওই প্রদীপের মত, যা উঁচুতে স্থাপিত হয়ে দুনিয়ার চারপাশে স্বীয় আলোকময় দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়। এভাবে ইসলামের কল্যাণ সাধনের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হবেন। তিঁনি এই সিলসিলার পূর্ণ অনুসারীদেরকে প্রত্যেক প্রকার কল্যাণ প্রকাশ-ক্ষেত্রে অন্য সিলসিলার অনুসারীদের ওপর পূর্ণ বিজয় দান করবেন। সর্বদা, কেয়ামত কাল পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। ওই 'রাব্বে জলিল'-ই এটা চেয়েছেন, তিঁনি সর্বশক্তিমান, যা-ই চান, করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই।" (তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫০ থেকে ১৫৫)

এই ইশতেহারেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, বয়আত গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ২০ মার্চ এর পর লুধিয়ানায় উপস্থিত হোন।

বয়আতের সিলসিলা শুরু

সুতরাং সেই অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'মহল্লা জাদীদ'-এ অবস্থিত সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে বয়'আত নেন। হযরত মুনশী আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী বয়'আতের ঐতিহাসিক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে এক রেজিষ্টার প্রস্তুত করা হয়, যার শিরোনাম দেয়া হয় 'বয়আতে তওবা বরায়ে তাক্ওয়া ও তাহারাত' [অর্থাৎ খোদাভীতি ও পবিত্রতা সহকারে তওবার বয়'আত (প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকার)] সেকালে হুযূর (আ.) বয়'আত করানোর জন্য একটি কক্ষে একেকজনকে আলাদা আলাদাভাবে ডাকতেন ও বয়'আত নিতেন। এভাবে সর্বপ্রথম তিনি (আ.) হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন (রাযি.)-এর বয়আত নেন।

বয়আতকারীদের উপদেশ প্রদানকালে হযরত আকদাস (আ.) বলেন: "এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথমেই জীবনযাপন প্রণালী পরিবর্তন করা উচিত। খোদার ওপর সত্যই যেন ঈমান থাকে যে, সব বিপদ-আপদে তিঁনিই কাজে আসেন তাঁর নির্দেশসমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে যেন না দেখা হয় বরং একেকটি আদেশকে ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করা হয় এবং কাজ দ্বারা এই সম্মানের সাক্ষ্য দেয়া হয়। উপায়-উপকরণের প্রতি সম্পূর্ণ অবনত মস্তক হওয়া এবং এরই ওপর নির্ভর করা ও খোদার প্রতি নির্ভরশীলতা ছেড়ে দেয়া শির্ক, এ যেন খোদার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। উপায়-উপকরণের প্রতি এতটুকু মনোনিবেশ করা উচিত যাতে তা অবশ্যম্ভাবী শির্কে পর্যবসিত না হয়। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা উপায়-উপকরণের ব্যবহার করা নিষেধ করি না, কিন্তু একমাত্র এরই ওপর সামগ্রিক নির্ভর করাটা নিষেধ করে থাকি। 'দস্ত দরকার-দিল বাইয়ার'-হস্ত কাজে নিয়োজিত, হৃদয় প্রেমাস্পদের স্মরণে নিমজ্জিত-জীবনাচার এমনই হওয়া চাই।"

তিনি (আ.) বলেন: "দেখো হে লোকেরা! তোমরা যারা এখন বয়'আত করলে, সেই সময়ে অঙ্গীকার করাটা, মুখে তা বলে দেয়াটা সহজ ছিল বটে, তবে কাজে পরিণত করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য। কেননা, শয়তান এই চেষ্টাতে লেগে রয়েছে যে, মানুষকে ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন করে দিবে। দুনিয়া ও পার্থিব স্বার্থকে সে সহজপ্রাপ্য ও আকর্ষণীয় করে দেখায় আর ধর্ম সুদূরের দুষ্প্রাপ্য কিছু। এভাবে হৃদয় কঠিন পাষাণে পরিণত হলে পরবর্তী অবস্থা পূর্বের চেয়ে মন্দতর হতে থাকে। যদি খোদাকে রাজী করাতে হয়, সন্তুষ্ট করতে হয় তবে পাপ পরিহার করার, গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করার ওই অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য, সাহস ও চেষ্টা সহকারে প্রস্তুত হয়ে যাও।"

তিনি (আ.) আরো বলেন: "বিশৃংখলামূলক কোন কিছু করো না। ঝগড়া-ফাসাদ ছড়িয়ে দিও না। গালি শুনে ধৈর্য ধারন করো। কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। কেউ বিবাদ করলে তার সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল ব্যবহার করো। মিষ্টভাষীর উত্তম নমুনা প্রদর্শন করো। সর্বান্তঃকরণে প্রতিটি আদেশের আজ্ঞানুবর্তীতা করো, যেন খোদা রাজি হয়ে যান, সন্তুষ্ট হয়ে যান। শত্রুও যেন বুঝে যায় যে, বয়'আত করে এখন এ ব্যক্তি, আর তেমনটি নেই যেমনটি পূর্বে ছিল। বিচারকার্যে সত্য সাক্ষ্য দাও। এই সিলসিলায় পদার্পণকারীর উচিত, সম্পূর্ণ আন্তরিক নিষ্ঠা ও পরিপূর্ণ সাহস নিয়ে গোটা জীবন জুড়ে সত্যতায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া।" (যিকরে হাবীব, পৃষ্ঠা ৪৩৬ থেকে ৪৩৯)

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। ঈদের দিন ছিল, কতিপয় ভ্রাতা অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন: "দেখুন! যে ধার্মিকতার সাথে আপনারা এখন বয়'আত করবেন এবং যারা পূর্বে বয়'আত করা পূর্ণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ হিসেবে কিছু কথা বলছি সেসব শোনা ও মেনে চলা উচিত।

আপনাদের এই বয়আত, 'তওবা'র বয়আত। তওবা দু'স্তরে হয়। প্রথমতঃ পূর্বে কৃত পাপ থেকে অর্থাৎ পূর্বে যা কিছু ভুল করা হয়েছে সে সব সংশোধন করার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ করা এবং যত বেশী সম্ভব বিকৃতি লাঘবের চেষ্ট করা। ভবিষ্যতে পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা ও পরিত্যাগ করা এবং নিজ সত্তাকে এ আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তওবা দ্বারা যাবতীয় পাপ যা পূর্বে ঘটে গিয়েছে তা ক্ষমা হয়ে যায় এ শর্তে যে, তা আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ অন্তরে এবং সাধুতাপূর্ণ অকপট দৃঢ়তা নিয়ে করা হয়, গোপন কোন প্রতারণা হৃদয়ের কোন প্রান্তে যেন ঘাপটি মেরে না থাকে। তিঁনি অন্তরে লুক্কায়িত গোপন কথা জানেন। তিঁনি কারো ধোঁকায় পরেন না। অতএব উচিত, তাঁকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা না করা। বরং বিশ্বস্ততার সাথে, অকপটভাবে তার সমীপে তওবা করা উচিত। তওবা মানুষের জন্য অহেতুক ও নিরর্থক অথবা অপ্রয়োজনীয় ও অনোপকারী বস্তু নয় এবং এর প্রভাব কেবলমাত্র কিয়ামতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এদ্বারা মানুষের ইহজগত ও ধর্ম, দুই-ই সুসজ্জিত হয়ে যায়। এভাবে তাদের ইহজগত এবং অপেক্ষমান জগত দু'টোতেই সুখ-শান্তি ও স্বস্তি লাভ হয়।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, ১৮৮)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৪৬)

পাঁচটি শিরোনামে যীশুর পুনরাগমণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পর্যালোচনাঃ

যীশুর পুনরাগমনের রূপক-বর্ণনার বিষয়টি সম্পর্কে স্বয়ং তিনিও বলেছেনঃ "কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না যে পর্যন্ত না বলিবেঃ ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন" (মথি ২৩ঃ৩৯)।

উপরোক্ত নীতিগত বিষয়টির আলোকে যীশুর পুনরাগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কিভাবে যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে তা পর্যালোচনা করা হলো। সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারেঃ

১- যীশুর পুনরাগমনের সময়-কাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ - (Time of Advent)

২- যীশুর পুনরাগমনের কালের চিহ্ন-স্বরূপ বিশেষ ঘটনাবলী এবং সামাজিক অবস্থাবলীর সাক্ষ্য-প্রমাণ (Special Events and Circumstanes)

৩- আসমানী নিদর্শন-মূলক ভবিষ্যদ্বাণী (Heavenly Signs)

৪- প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার-মূলক কর্ম-কান্ডের ভবিষ্যদ্বাণী (Persecution By the Opponents) এবং

৫- প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আবির্ভাবের স্থান সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী (Place of his Coming)।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি শিরোনাম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য নিচে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, বাইবেলের মূল শিক্ষা নানা কারণে পরিবর্তন এবং প্রক্ষেপনের শিকার হয়েছে-তবুও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয়গুলো ঐশী সাহায্য এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আলংকারিক এবং রূপকের ভাষায় বর্ণিত হওয়ার কারণে এই ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থ যথা-সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যমীন ও আসমানে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলী এবং বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা।

(১) যীশুর পুনরাগমণের সময়-কাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যপুত্রের আগমণ

(ক) লুক ২১ঃ ২৪-২৭-প্রতিশ্রুত সময়-কালের সাক্ষ্য সম্পর্কে

"লোকেরা খড়গধারে পতিত হইবে; এবং বন্দি হইয়া সকল জাতির মধ্যে নীত হইবে; আর জাতিগণের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জেরুযালেম জাতিগণের পদ-দলিত হইবে। আর সূর্য্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্রগণে নানা চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, এবং পৃথিবীতে জাতিগণের ক্লেশ হইবে, তাহারা সমুদ্রের ও তরঙ্গের গর্জ্জনে উদ্বিগ্ন হইবে। ভয়ে এবং ভূমন্ডলে যাহা যাহা ঘটিবে তাহার আশঙ্কায়, মানুষের প্রাণ উড়িয়া যাইবে; কেননা আকাশ-মন্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। আর তৎকালে তাহারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপ সহকারে মেঘযোগে আসিতে দেখিবে। কিন্তু এ সকল ঘটনা আরম্ভ হইলে তোমরা উর্দ্ধদৃষ্টি করিও, মাথা তুলিও, কেননা তোমাদের মুক্তি সন্নিকটে।"

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোতে অ-ইহুদীদের (Gentiles) দ্বারা যেরুজালেমের বিদ্ধস্ত হওয়ার এবং ইহুদীদের নির্যাতিত হওয়ার ব্যাপারে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। নির্বাসিত সময়-কাল অতিবাহিত হওয়ার পর যীশুর (মনুষ্য-পুত্রের) আগমনের কথা বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এ কথা সত্য যে, ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাস (Emperor Titus) যেরুজালেম নগরী আক্রমন করেন এবং বহু ইহুদী পলায়ন করত: নির্বাসিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এরপর অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ঘটনাবহুল কর্ম-কান্ড যেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তুরস্কের মুসলিম শাসনামলে ১৮৪৪ সনের ২১শে মার্চ 'Edict of Tolerance' (সহিষ্ণুতা মূলক নিয়ম-কানুন) নামক অধ্যাদেশ দ্বারা ইহুদীদেরকে সর্ব-প্রথম যেরুজালেমে পূনরায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হয়। এ সময় সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্যঃ

David ben Gurion comments on this era in the book, "*The Jews In Their Land",*

"And every such wave of return was inspired by renewed Messianic hopes. This Process was crowned in the last quarter of the 19th century with heightened immigration and the beginnings of agricultural settlements."

বাইবেলের উপরোক্ত বর্ণনা (লুক ২১ঃ২৪-২৭) অনুযায়ী যথাসময়ে অর্থাৎ যেরুজালেমে ইহুদীদের পুনরায় প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে (১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের পর) প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে দাবিকারী বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জন্ম এবং কার্যকাল (১৮৩৫-১৯০৮) নিরূপিত হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত সংগঠণ শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার-পরিচালনা করছে।

(খ) প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ২–৩ উনিশ শতকে যীশুর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

"বিয়াল্লিশ মাস পর্যন্ত তাহারা পবিত্র নগরকে (যেরুজালেম) পদতলে দলন করিবে। আর আমি আপনার দুই সাক্ষীকে কার্য্য দিব, তাঁহারা চটপরিহিত হইয়া এক সহস্র দুই শত ষাট দিন পর্যন্ত ভাববাণী বলিবেন।"

মিলেনিয়াম গবেষকগণ উপরোক্ত সময়–কাল সম্পর্কে বাইবেল থেকে নিম্নোক্ত সমর্থনকারী সাক্ষ্য–প্রমাণটির উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, খৃষ্টান গবেষকগণ সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বানীতে 'একদিন' দ্বারা 'এক বছর' বুঝায় এবং এ সম্পর্কে তারা উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে "আমি এইগুলি নিয়োজিত করিয়াছি–প্রত্যেকটি দিবসকে এক বৎসর হিসাব করিয়া।" (যিহিস্কেল ৪ঃ৬)। এই হিসাব অনুযায়ী অ–ইহুদী অর্থাৎ মুসলিম শাসনামল (৬৩৭খঃ) থেকে ৪২ মাস অর্থাৎ ১২৬০ দিন দ্বারা ১২৬০ বছর বুঝানো হয়েছে। যেরুজালেমে মুসলিম শাসনামল শুরু হয়েছিল হযরত উমর (রা.) –এর খেলাফত কালে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এবং পরবর্তীতে প্রায় ১২৬০ বছর পর তুরস্কের মুসলিম শাসনামলে ইহুদীদেরকে স্বাধীনভাবে যেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদান করা হয়। মুসলিম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১২৬০ বছর ছিল খৃষ্টান ক্যালেন্ডারের ১৮৪৪ সনের কাছাকাছি (উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার আগমনকালের শুরু এই সময়কালেই)।

(গ) দানিয়েল ১২ঃ১১–১২ উনিশ শতকের ব্যাপারে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী

"আর সে সময়ে নিত্য নৈবেদ্যে নিবৃত্ত ও ধ্বংসকারী ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপিত হইবে, তদবধি এক সহস্য দুই শত নব্বই দিন হইবে। ধন্য সেই, যে ধৈর্য্য ধরিয়া সেই এক সহস্র তিন শত পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত থাকিবে।"

পূর্বে বর্ণিত দিনের হিসেবে বছর ধরে হিসাব করলে ১২৯০ এবং ১৩৩৫ বছর মুসলিম ক্যালেন্ডার মোতাবেক যীশুর পুনরাগমণ হওয়ার সময়–কাল খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৮৭৩ এবং ১৯১২ সনের দিকেই ইঙ্গিত করে বলে খৃষ্টান মিলিনিয়াম গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন। মথি সুসমাচার ২৪ঃ১৫ অধ্যায়ে দানীয়েল নবীর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা হিসেব করলে উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমাংশের প্রতি প্রযোজ্য হয়ঃ "অতএব যখন দেখিবে ধ্বংসের যে ঘৃনার্হ বস্তু দানীয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে (দানীয়েল ১১ঃ৩১ এবং ১২ঃ১১-১২) তাহা পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া আছে।"

(ঘ) যীশুর পুনরাগমণের জন্য ১৮৪৩ সনের প্রতি ইঙ্গিত

মিলিনীয়াম গবেষকগণ নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী যীশুর পনরাগমনের সময়-কাল নিরূপন করতঃ ১৮৪৩ সনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।

দানিয়েল ৮ ঃ ১৩–১৪ ঃ "পরে আমি এক পবিত্র ব্যক্তিকে কথা কহিতে শুনিলাম, এবং যিনি কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে আর এক পবিত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নিত্য নৈবেদ্যের অপহরণ, ও সেই ধ্বংসজনক অধর্ম্ম দলিত হইবার জন্য ধর্ম্মধামের ও বাহিনীর সমর্পণ সম্বন্ধীয় দর্শন কত লোকের জন্য? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্ত; পরে ধর্ম্মধামের পক্ষে বিচার নিস্পত্তি হইবে।"

উপরে বর্ণিত ২৩০০ বছর থেকে ইস্রায়েলী নবীগনের আগমনের সমাপ্তি পর্যন্ত বছর (৪৫৭ খৃষ্টপুর্ব) বিয়োগ করলে ১৮৪৩ সনের সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য, প্রযোজ্য হওয়াই যুক্তি সংগত। সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব যুগের লক্ষনাবলী (নৈবেদ্যের অপহরণ, ধ্বংসজনক অধর্ম ইত্যাদি) এবং পরিশেষে সত্য-ধর্মের পক্ষে ঐশী সিদ্ধান্ত নিস্পত্তির উল্লেখ উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে।

(ঙ) যীশুর পুনরাগমন-কালের এবং যুগান্তের বিশেষ চিহ্ন–স্বরূপ মিথ্যা দাবীকারকদের আবির্ভাব ঃ

মথি ২৪ ঃ ৩–৫ "পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতের উপরে বসিলে শিষ্যেরা বিরলে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন হইবে? আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন কি? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়। কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রিষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের প্রাককালে অনেক মিথ্যা দাবীকারকের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। লক্ষ্যনীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিথ্যা দাবিকারকের মধ্যে বিশেষভাবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যারা মাহদী অথবা প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবি করেছে।

কয়েকজন মিথ্যা দাবিকারকের দৃষ্টান্তঃ

* ইরানের আলী মোহাম্মদ বাব ১৮৪৪ সালে মাহদী বা কাইয়েম হওয়ার দাবি করে। ইরানের বাদশাহ নাসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় অবশেষে রাজ-দ্রোহে ঐ দাবিকারক প্রাণ-দন্ডে দন্ডিত হয়।

* হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ) আগা মুহাম্মদ রাজা নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল থেকে নিজেকে ইমাম মাহদী হিসেবে দাবি করে। (সিলেট Distric Gazetteer, Page-75) এবং সিলেটের জন্তিয়া-রাজকে অস্ত্রবলে পরাভূত করে। (উল্লেখ্য যে, দাবির এরুপ ঘটনা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে শোনা যায় এবং কিছুদিন পর সেগুলোর আর কোন নাম-নিশানাই থাকে না)।

* সুদানে এক ব্যক্তি মোহাম্মদ আহমদ (Mahdi of Sudan) নিজেকে মাহদী বলে দাবি করে এবং তার দল-বল নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল (দাবী - ১৮৮১ এবং মৃত্যু -১৮৮৫ ইং)।

* হিজরি ১৪০০ সালের শেষ লগ্নে (১৯৯১ খৃঃ) তথা নতুন হিজরি শতাব্দীর প্রথম দিনে মোহাম্মদ–ইবনে–আব্দুল্লাহ নামে ২৭ বছর বয়সের একজন আরবী যুবক মাহদী হওয়ার দাবী করে এবং সৌদী সরকারের কবল থেকে পবিত্র কাবাকে মুক্ত করার জন্য স্বদলবলে ঐ দিনে সশস্ত্র হামলা চালায়। ঐ জঘন্য ঘটনার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষ করে মুসলিম জগতে হৈ-চৈ এবং প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। এরা সবাই বেশ কিছু লোককে তাদের অনুসারী করে নেয় এবং অস্ত্রবল দ্বারা নিজের আধিপত্য বিস্তার করার প্রয়াস পায়। কাবা দখল কারী সদ্য আবির্ভুত ইমাম মাহদীর দাবিদার ব্যক্তিটি সৌদী সরকারকে এবং রাজতন্ত্রকে অনৈস্লামিক আখ্যা দেয়। তাদের ধারনা হলো মক্কা ও মদীনার অধিকার কোন গোষ্ঠীর হাতে থাকবে না, বরং তা থাকবে যুগের ইমামের হাতে। তাই তারা সর্বপ্রথম কাবা শরীফ দখল করার চেষ্টা করে। সাধারন মুসলমানদের মত এদেরও ভ্রান্ত বিশ্বাস হলো ইমাম মাহদী যুদ্ধ করে তার মতবাদ প্রচার করবেন, তিনি মক্কায় প্রকাশিত হবেন এবং তার নাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হবে। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই নিদর্শনগুলো উল্লেখিত দাবীকারকের মাধ্যমে পূর্নতা লাভের আভাষ-ইঙ্গিত থাকা স্বত্ত্যেও অত্যন্ত বেরসিকভাবে সৌদী সৈন্যরা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তাদের বিশ্বাস ও দাবীকে অসার এবং মিথ্যা প্রমান করে দিল। মক্কায় আবির্ভূত কোন যোদ্ধা বা অস্ত্রধারী মাহদীকে কোন মুসলমানই বরদাস্ত করবে না তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়েছে (৩৮)।

(চলবে)

পুনরায় ইসলামের বিজয় এবং সকলকে এক নেতৃত্বের ছায়া তলে আনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী মহা এক আন্দোলনের নাম আহমদীয়াত।

২৩ মার্চ ইসলামের নব জীবন

মাহমুদ আহমদ সুমন

১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ দিনটি ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আত্মপ্রকাশের দিন। সে দিন মাত্র ৪০জন পুণ্যবান ব্যক্তি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মোজাদ্দেদ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা করেন। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানের একটি গন্ড গ্রাম থেকে যার অগ্রযাত্রা হয়েছিল মাত্র ৪০জনকে নিয়ে আর আজ খোদা তা'লা সেই ক্ষুদ্র দলটিকে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আজ ২০৮টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কোটি কোটি সদস্য এক খোদার বাণী প্রচারের জন্য দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন। এক কথায় বলা যায় ইসলামের নব জীবন ও বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী মহা এক আন্দোলনের নাম হলো আহমদীয়াত। আল্লাহ্ তা'লার সম্মতি ও তাঁর সমর্থনেই এই জামা'তের প্রবর্তন হয়েছে। আসলে আহমদীয়াত সেই চারাগাছ যার মালিক স্বয়ং খোদা তা'লা আর তিনিই তাঁর নিজ হাতে এটি রোপন করেছেন এবং তিনি স্বয়ং এতে পানি সিঞ্চন করছেন ও সুরক্ষা করছেন। সেই চিরস্থায়ী ও সর্বশক্তিমান খোদার এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত এ ঐশী আন্দোলন বিশ্বে বিস্তৃত হবে, উন্নতি করবে পরিশেষে গোটা বিশ্বকে নিজের মাঝে আত্মস্থ করে নিবে। আজ আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বকে কেবল সত্যিকারের ইসলাম সম্বন্ধেই অবহিত করেনি বরং একজন আধ্যাত্মিক ইমাম দান করেছেন। ইসলামকে পুনরায় জীবীত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ সারা বিশ্বে কেবলমাত্র একটি জামাতই রয়েছে যাদের মাঝে একজন ঐশী ইমাম রয়েছে। আমরা বলতে পারি এটি খোদাপ্রদত্ত একটি মহা পুরুস্কার। এটা মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টায় লাভ করা সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে জাতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। বিজয় ও সফলতার চাবিকাঠিও হচ্ছে এক নেতা এবং এটা মু'মিনের ইমান ও দৃঢ়বিশ্বাসের চিহ্ন। আমাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহকারী খোদার বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে এ মহান পুরস্কার দান করেছেন। এ কথারই এটা প্রমাণ যে, ৭২ ফিরকার মোকাবেলায় এই একটি জামা'তই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য এবং সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আল্লাহ্ তা'লা এ জামাতের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে এই বাণীই দিচ্ছেন ঃ ও হে নিরাপত্তার দুর্বার অন্বেষীরা! তোমরা প্রকৃতই যদি শান্তি ও নিরাপত্তার অন্বেষী হয়ে থাক তাহলে এ আহমদীয়া জামা'তের নিরাপত্তা প্রদানকারী ছায়ার তলে আশ্রয় নেও। আজ এখানেই তোমাদের প্রকৃত শান্তি, স্বস্তি এবং প্রকৃত জীবন দিতে পারে। এ ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই। আসো! আর এ আধ্যাত্মিক একক সংগঠনের ছায়ায় এসে যাও। নচেৎ স্মরণ রেখো, এ জামাতকে বাদ দিয়ে তোমাদের ভাগ্য পথভ্রষ্টতা, দুর্ভাগ্য ও বিফলতা ছাড়া আর কিছু নেই।

যুগের ইমামের এ ডাক শুনোঃ 'জাতির লোকেরা এদিকে এসো! সূর্য উদিত হয়েছে। তোমরা কেন দিনরাত অন্ধকার উপত্যকায় বসে আছ? নিষ্ঠার সাথে তোমরা আমার দিকে এসে যাও। এখানেই কল্যাণ। চারদিকে রক্তপিপাসু জন্তুজানোয়ার বিরাজ করছে। আমিই নিরাপত্তার দুর্গ"।

মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন জগৎ থেকে সবধরণের কুসংস্কার, বেদাত এবং মিথ্যা থেকে মুক্ত করতে আর এ কাজ তিনি করেও গেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কিত বিতর্কের খণ্ডন করেন। মুসলমানদের মাঝে যা খুবই ভয়ানক ও ভিত্তিহীন ধর্ম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা যাননি এবং আজও আকাশে জীবীত আছেন। আর তিনিই শেষ যুগে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে মারাত্মক বিপদাবলী থেকে রক্ষা করবেন। তাদের মুক্তিদাতা হবেন।

একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই ইসলামী বিশ্বকে এ ভুল ধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বিশ্বের সামনে এটা স্পষ্ট করেছেন, মসীহ্ (আ.) জীবীত থাকার বিশ্বাস সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও সহী হাদীসের কোথাও কোন উল্লেখ নেই। বরং কুরআন মজীদের ৩০টি আয়াত ও অসংখ্য হাদীস থেকে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু সাব্যস্ত হয়। বুদ্ধি বিবেকের প্রেক্ষাপটেও মসীহ্ (আ.)-এর জীবীত থাকার বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর পরিপন্থী, শিরক সৃষ্টিকারী এবং রাসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্নকারী বিশ্বাস। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও বর্তমান যুগের নতুন নতুন আবিষ্কার থেকেও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সমর্থন পাওয়া যায়। আহমাদীয়াত বিশ্বকে এ সুসংবাদ শুনিয়েছে আজ মুসলিম উম্মত নিজের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্য অন্য কোন জাতির নবীর মুখাপেক্ষী নয়। বরং সত্য কথা তো এই, আজ প্রত্যেক উম্মত ও গোটা মানবতা নিজের সংশোধনের জন্য মুহাম্মদী উম্মতের মুখাপেক্ষী। আজ মুহাম্মদ (সা.)-এর গোলামদের মাঝ থেকে এ প্রতাপপূর্ণ আধ্যাত্মিক সন্তানকে আল্লাহ্ তা'লা আহমদ (সা.)-এর গোলাম হিসেবে পাঠিয়েছেন যাকে মুহাম্মদ মস্তফা (সা.)-এর চরণ সেবার কল্যাণে যুগের ইমাম বানানো হয়েছে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন মাজিদ প্রায় এক শত ভাষায়

অনুবাদ করে কোটি কোটি হৃদয়কে আল্লাহর বাণী বুঝার সুযোগ করে দেওয়া কি হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতার একটি লক্ষণ নয়? এ ছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদীসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের পুস্তক প্রণয়ন, বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর বিষয়ে পুস্তক রচনা করে প্রকাশ, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এসব পুস্তকাদির অনুবাদ, কেন্দ্রী জামা'তের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী এসব আহমদীয়তের জ্ঞান বিষয়ক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের স্রোতধারা প্রবল আকারে বয়ে চলেছে।

মানবতার সেবার ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে আসছে সূচনা লগ্ন থেকেই। যখনই সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এসেছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্ভীক সেবকগণ সদা নিঃস্বার্থ সেবার আবেগ নিয়ে, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সে ক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়েছে। জনসেবার ক্ষেত্রে সব জায়গায় এ জামা'তের সদস্যরা দিন-রাত কর্মচঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ও খরার পরীক্ষা আসুক, গুজরাটের ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যে প্রশ্ন আসুক, বাংলাদেশের বন্যায় কবলিত এলাকার প্রশ্ন আসুক, জাপানের মত উন্নত রাষ্ট্র ভূমিকম্পে আক্রান্ত বাস্তুহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক এবং সুনামী প্রপীড়িত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, জামা'তে আহমদীয়ার স্বেচ্চাসেবীগণকে সেবার ঝাণ্ডা সমুন্নত করে অবনত মস্তকে সেবায় নিয়োজিত দেখা যায়। জামাতের আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন Humanity first-এর মাধ্যমে কোন স্থানে পিপাসার্ত লোকদের স্বচ্ছ পানি সরবরাহ করছে, কোথাও অন্ধ লোকদের দৃষ্টিশক্তি উপহার দিচ্ছে। গৃহহীনদের ঘর বানিয়ে দিচ্ছে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে অভুক্ত লোকদের খাবার ও শিশুদের দুধ ও শিশু খাদ্য সরবরাহ করছে। চলাচলের জন্য যাদের নৌকা প্রয়োজন তাদের তা বানিয়ে দিচ্ছে, গরীব জেলেদের যাদের জালের প্রয়োজন তাদের জাল সংগ্রহ করে দিচ্ছে এই সংগঠন। এই সংগঠনের সেবামূলক কাজের প্রশংসা জাতিসংঘ পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছে। এ সব সেবা কেবল নাম কেনার জন্য করছে না বা পার্থিব কোন পুরস্কারের আশায় করছে না। কেবলমাত্র ঐশী সন্তুষ্টির খাতিরে করছে। কেননা, এটাই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এবং এটাই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর শিক্ষা।

শেষের দিকে আবারো বলতে চাই আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জামা'ত। এর উদ্দেশ্য সারা বিশ্বাবসীকে এক খোদার প্রতি আহ্বান করা। ইসলামের বাণী পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছানো এবং মানব সন্তানের মাঝে একটি পবিত্র বিপ্লব সৃষ্টি করা। যেখানে একটি মাত্র গ্রামেই এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল আর আজ খোদা তা'লার ফজলে বিশ্বের ২০৮টি রাষ্ট্রে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সারা পৃথিবীতে কয়েক হাজার মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আর এই মসজিদ নির্মাণের কাজ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এ আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিতরণের সাথে সাথে এখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে উন্নতিশীল দেশে অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল খোলা হয়েছে। এগুলোতে গরীবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের নিভৃত এক গ্রাম কাদিয়ান থেকে উত্থিত আল্লাহ্‌র এক বান্দা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যে ও ভালবাসায় বিলীন হয়ে লাভ করলেন মহান আল্লাহ তা'লার নৈকট্য আর আদিষ্ট হলেন পতনোন্মুখ 'ইসলাম' এর পূর্ণজাগরণ ও পুণর্বিজয় কর্মসূচী বস্তবায়নের জন্য।

১৮৮৯ সালে তিনি (আ.) একা ছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'লার কৃপাপূর্ণ সাহায্য, প্রতাপপূর্ণ সমর্থন আর গৌরবদীপ্ত আনুকল্য তাকে নিঃসঙ্গ রাখেন নি বরং নিজ জীবদ্দশায়ই তিনি লাভ করেছেন ধর্মের জন্য আল্লাহ্‌র ভালবাসায় ধন-সম্পদ ও জীবন উৎসর্গকারীদের এক জামাত। তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত জামা'ত কেবলমাত্র তাঁর নিজ দেশেই ছড়িয়ে যায়নি বরং এর শাখা বিস্তার লাভ করেছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে।

আজ MTA-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলামের বাণী দিন-রাত ২৪ ঘন্টা প্রচার করা হচ্ছে। হযরত মসীহ আওউদ (আ.) বলেছিলেন ঃ "ইসমাউ সাওতিস্ সামাসয়ি জায়াল মসীহ জায়াল মসীহ্" অর্থাৎ আকাশের আহ্বান শোন। এ ঘোষণা দিচ্ছে, মসীহ্ এসেছেন! মসীহ্ এর আবির্ভাব হয়ে গেছে। তাঁর এ ঘোষণা সেসব ঐশী নিদর্শনাবলীর প্রসঙ্গে ছিলো যা একের পর এক প্রকাশিত হয়ে তাঁর সত্যতার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু দেখো সেই খোদায়ে যুলমিনান (অনেক অনুগ্রহশীল) কিভাবে একথা শব্দে এবং অর্থেও সত্য প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছেন। আজ সারা ইসলামী বিশ্বে কেবল মাত্র আহমদীদেরই একটি স্থায়ী টেলিভিশন স্টেশন রয়েছে। এটা অহোরাত্র বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করছে। আজ পৃথিবীতে এমন কোন একটি স্থানও নেই যেখানে তৌহীদের এ আহবানকারীর কথা শুনা না যায়।

আজ বিশ্বে অন্য কোন ধর্মের এমন সম্প্রচার কেন্দ্র নেই যার শব্দ সারা বিশ্বে শুনা যায়! খোদার হাতে প্রতিষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়ার এ টেলিভিশন এমন যে, বিশ্বের সবস্থানে এটি শোনা ও দেখা যাচ্ছে। আর শহরে শহরে প্রত্যেক জনবসতিতে তৌহীদের আহ্বান শুনানো হচ্ছে, এটা রহমান খোদার দয়া।

আমরা এ আহ্বান জানাই, হে বিশ্ববাসী! হে দ্বীপবাসীগণ! হে জঙ্গলের বাসিন্দারা! উঠো আর নিজেদের টেলিভিশন অন করে এ ঐশী আহ্বান শুন। তোমাদের ঘরে পৌঁছেছে আর তোমাদের জিবন্ত খোদার দিকে আহ্বান করছে যাঁকে তোমরা ভুলে বসেছিলে। শুন, সেই যুগের মসীহের ডাক শুন। তিনি তোমাদের সরওয়ারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ মস্তফা সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লামের বাণী দিচ্ছেন। অবশ্য এটা সেই বাণীই যা এক যুগে ভারতের কাদীয়ান নামক গ্রাম থেকে উচ্চকিত হয়েছিলে। আর এখন দেখো ঃ

''গর নেহি আরশে মোয়াল্লা সে ইয়ে
সটরাতিতো ফের,
সব জাঁহামে গুঁজাতি হ্যা কিঁউ সদায়ে কাঁদিয়াঁ?''

আরশে মুআল্লা থেকে যদি এ সংঘর্ষ না-ই করবে তাহলে পরে সারা বিশ্বে কেন রব তুলেছে কাদিয়ানের ধ্বনি? কী জাঁকজমকের সাথে এর চিত্তাকর্ষক ধ্বনি এবং এর প্রতিধ্বনি সারা বিশ্বে শুনানো হচ্ছে। এমটিএ বিশ্বের সকলের অন্তরের কপাটগুলোতে খট খটাচ্ছে। প্রচণ্ড বিরোধী মৌলভী সাহেবানও কপাট বন্ধ করে এ ধ্বনি শুনছেন। কিন্তু আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, হয়তো তাদের আত্মা মরে যাওয়ার কারণে তাদের পাষাণ হৃদয়ে সত্যের প্রভাব হয় না বা চাকুরী বা রুজী রোজগারের বিষয়টি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এটা একটা তাৎপর্য যে, আজ এমটিএ ইসলামের পক্ষে একটি শক্তিশালী আহ্বানে পরিণত হয়ে চলেছে। আর ভিতরে ভিতরে একটি মহান বিপ্লব সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। এর সফল অধিক থেকে অধিকতর জ্যোতির্ময় হয়ে চলেছে।

তাই শেষে এটাই বলবো, হে আহমদী বিরোধিগণ! ১২৭ বছর ধরে তো এই ঐশী আন্দোলনের যারপর নাই বিরোধিতা করেছেন কিন্তু লাভ কি কিছুটা হয়েছে? এই আন্দোলনকে কি শেষ করতে পেরেছেন? তাই আসুন না, বিরোধী মনোভাব মন থেকে মিটিয়ে মহানবী (সা.)-এর আদেশকে মান্য করে এ ঐশী আন্দোলনে যোগদান করি এবং আল্লাহ্‌পাকের নিরাপত্তার আশ্রয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখি।

masumon83@yahoo.com

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৯ম কিস্তি)

১৯৬২

৪৩তম প্রাদেশিক সালানা জলসা ১৪-১৫ এপ্রিল ১৯৬২ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাবওয়া থেকে সাত তারকারাজির শুভাগমন হয় বাংলার মাটিতে। তাঁরা হলেন– (১) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ ও নায়েব সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, (২) হযরত মওলানা কুদরত উল্লাহ্ সনোয়ারী (রা.), (৩) সাহেবযাদা হযরত মির্যা মোবারক আহমদ, উকিলে আলা, (৪) মওলানা জালাল উদ্দীন শামস, লন্ডন মসজিদের সাবেক ইমাম, (৫) মোহতরম আব্দুল হক রামা, নাযেম বায়তুল মাল, (৬) মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ বাজুয়া, নাযেম ইসলাহ্ ও ইরশাদ এবং (৭) মোহতরম সৈয়দ দাউদ আহমদ, সদর, বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া।

তখন জামাতে আহমদীয়ার মহীয়ান এ সাত তারকারাজি প্রাদেশিক জলসায় যোগদান কর্মসূচিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। যেন বকশীবাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে রহমতের বারী বর্ষিত হয়। ফেরেশতাতুল্য বুযুর্গগণের শুভাগমনে অন্য বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক বাঙালি আহমদী জলসায় যোগদান করেন। সকলের পদচরণে জলসা আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলমল হয়ে উঠে। সাত রত্নের সমাহারে অপূর্ব ঐশী মিলন মেলায় পরিণত হয়। ১৫ এপ্রিল সমাপ্তি অধিবেশনে তালিম ও তরবিয়তের ওপর হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন, যা বাঙালি আহমদীদের মাঝে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কুদরতউল্লাহ্ সনোয়ারী (রা.)-এর পদধুলি সকলকে আকৃষ্ট করে। তাঁর সাথে মোলাকাত ও দোয়ার আরজে সকলই ব্যাকুল হয়ে যায়। যিকরে হাবীব বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনায় প্রদত্ত ভাষণ সকলকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। বিভিন্ন জনের ভাষণ শ্রোতাদের মোহিত করে। সার্থক ও সফল জলসা অনুষ্ঠানের পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার ৪৩তম সালানা জলসা

আল্লাহ্ তা'লার ফযল-করমে, আমাদের সাথে তাঁর প্রচলিত বিধান–আমাদের প্রত্যেক জলসা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাফল্যের সাথে সমাপ্তি হওয়ার ন্যায় এবারও বিশেষ কৃতকার্যতার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে। এবার সদর হতে সাত জন বিশিষ্ট নেতৃবর্গের এই জলসায় যোগদান সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সংবাদ পত্রগুলোতে জলসার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান রেডিও হতেও সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। তজ্জন্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

১৪ এপ্রিল প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৯টা হতে ১১-৩০ মিঃ প্রথম মহিলার অধিবেশন হয়। অতঃপর ৩টা হতে অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার আমীর শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব। তখন আমীর সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতা এবং জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর রাবওয়া থেকে আগত হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের সাহাবী হযরত মওলানা কুদরতুল্লাহ্ (রা.) উর্দু ভাষায় 'যিকরে হাবীব' বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবন চরিত সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষীভূত কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর 'মুসলমানের সেবার্থে আহমদীয়াতের দান' বিষয়ে বক্তৃতায় মৌলভী গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব বি এল আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হতে আলোকপাত করেন। অতঃপর রাবওয়া হতে আগত নাযের বায়তুল মাল আবদুল হক রামা সাহেব 'মালী কুরবানী ও ফতেহ ইসলাম' বিষয়ে এক সুগভীর বক্তৃতা করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)-এর শিক্ষা হতে তিনি বহু উদ্ধৃতি প্রদান করেন এবং বলেন যে, বর্তমানে আহমদীয়া জামাত ইসলামের সেবার্থে অন্যান্য স্বেচ্ছায় চাঁদা প্রদান ব্যতীত আয় হতে টাকা প্রতি ১৬ ভাগের এক অংশ চাঁদা আম এবং দশ ভাগের এক অংশ হতে ৩ ভাগের এক অংশ পর্যন্ত ওসীয়্যতের চাঁদা দেন। এই সমস্ত চাঁদা ছাড়া জীবনও ওয়াকফ করেন। তা শুধু সেই কুরবানীর জন্য প্রস্তুতির অনুশীলন মাত্র, যখন ইসলামের বিজয় ডাকে ইসলামের সেবার্থে প্রত্যেকেরই জান-মাল সবই কুরবান করতে হবে। সে জন্য মন মস্তিষ্ক সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে। অতঃপর, লন্ডন মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক হতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আমাদের কর্তব্য' বর্ণনা করেন এবং কিরূপে তাঁর অনুবর্তিতায় আমরাও তাঁর আদর্শে খোদার প্রিয় হতে পারি, বলেন।

১৫ এপ্রিল দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হয় মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। মকবুল আহমদ খাঁন সাহেব আহমদীয়া আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইসলাম ও পর্দা সম্বন্ধে মৌলভী আনওয়ার আলী সাহেব একটি সন্দর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হযরত মওলানা কুদরতুল্লাহ্ সাহেব 'যিকরে হাবীব' বিষয়ে পুনরায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব নেযামে খিলাফত বিষয়ে একখানা ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাপতি সাহেব 'আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধ স্থাপন' সম্বন্ধে কয়েক মিনিটের একটি অতিশয় জ্ঞান মূলক বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন হয় বিকাল ৫টা হতে ৬টা এবং মাগরিবের নামায পড়ার পর ৭-৫ মিঃ হতে ৮টা পর্যন্ত। সভাপতি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া আমীর সাহেব। এই অধিবেশনে রাবওয়া হতে আগত ওয়াকফে জাদীদ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগের নাযেম সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব 'তালিম ও তরবিয়ত' সম্বন্ধে একটি আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং তিনি বলেন, কি প্রকারে খোদার প্রেম এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং মানব-সেবা দ্বারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। অতঃপর, সামসুর রহমান সাহেব বার-এট-ল 'ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এটা সবদিক দিয়ে অত্যন্ত উপাদেয় হয়। 'খতমে-নবুওয়ত' সম্বন্ধে মৌলভী মোস্তফা আলী সাহেব একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর মাওলানা জালাল উদ্দীন শাম্‌স সাহেব হযরত আহমদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতার পর দোয়াসহ সভাপতি সাহেব অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩০ এপ্রিল ১৯৬২) (চলবে)

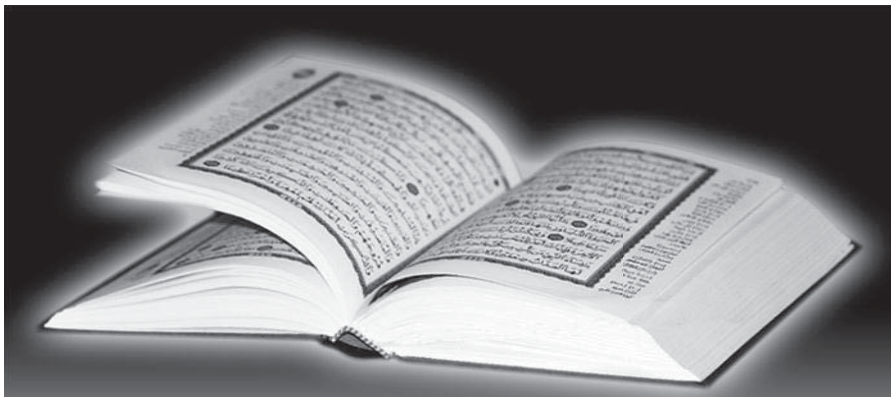

পবিত্র কুরআন ও দোয়া

মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(৩য় কিস্তি)

কল্যাণ লাভের দোয়া

رَبِّ اِنِّیۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَیَّ مِنۡ خَیۡرٍ فَقِیۡرٌ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক তুমি যে কল্যাণেই আমাকে ভূষিত কর আমি অবশ্যই এর ভিখারী : (সূরা কাসাস: ২৫) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে (পরীক্ষায়) ফেলেন (বুখারী)। কোন আপদ বিপদ বা পরীক্ষা আসলেই মনে করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথে নেই। বরং আপদ-বিপদে আল্লাহ্ তা'লা বান্দার অতি নিকটবর্তী হন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্‌র কল্যাণ হতে কখনো নিরাশ হতে নেই। নবী করীম (সা.) সকল প্রকার সমস্যাবলীর জন্য আল্লাহ্‌র স্মরণাপন্ন হতেন। কাজেই আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য যে কল্যাণই অবধারিত করুন না কেন আমরা যেন এতেই সন্তুষ্ট থাকি।

হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَیۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ ۝

অর্থাৎ- 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং নিজ পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কৃপা কর। নিশ্চয় তুমিই মহানদাতা। (সূরা আলে ইমরান: ৯) প্রকৃতপক্ষে তারাই হেদায়াত লাভ করে থাকে যাঁদের হৃদয় পবিত্র। এও বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনের সঠিক তত্ত্ব ও জ্ঞান তারাই পেয়ে থাকেন, যাঁদের হৃদয় পবিত্র। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "লা ইয়ামাস্‌সুহু ইল্লাল মুতাহ্‌হারুন" অর্থ পবিত্র কৃত ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। (সূরা আল্ ওয়াকেআ ঃ ৮০) কেবলমাত্র ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি যারা ধার্মিক জীবন যাপনের মাধ্যমে হৃদয়ে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা এসেছে তারাই কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং এর রহস্যাবৃত ঐশী জ্ঞান ভান্ডারে প্রবেশ করেন। অপবিত্র হৃদয় সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। বলা প্রয়োজন, শরীর পাক-সাফ না হলে বাহ্যিক ভাবেও কুরআন স্পর্শ করা বা পাঠ করা উচিত নয়।

স্বচ্ছ ও উদারচিত্ততা লাভের দোয়া

رَبِّ اشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ ۝ وَیَسِّرۡ لِیۡۤ اَمۡرِیۡ ۝ وَاحۡلُلۡ عُقۡدَةً مِّنۡ لِّسَانِیۡ ۝ یَفۡقَهُوۡا قَوۡلِیۡ ۝

অর্থাৎ- 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার অন্তর আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও। আর আমার বিষয় আমার জন্য সহজ করে দাও, আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তাহা: ২৬-২৯)।

মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মূলত হযরত মূসা (আ.) উল্লিখিত দোয়া করে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছেন। হযরত মূসা (আ.) নিজের অন্তরের প্রশস্ততা মুখের জড়তা এবং তাঁর (আ.)-এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ছিল এই আকুলতা। এই দোয়াটি আমরা তবলিগের সময় বেশি বেশি পাঠ করতে পারি।

দৃঢ়চিত্ত ও দৃঢ়পদ থাকার দোয়া

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَانۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِیۡنَ

অর্থাৎ- হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ধৈর্যশক্তি দাও, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা আল্ বাকারা ঃ ২৫১)

এই দোয়াটি বিশেষ করে যখন আমাদের ওপর মোখালেফাত শুরু হয় সে সময় বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। এতে বিপদ দূর হয়ে যাবে এবং আমাদের অবস্থাও দৃঢ়চিত্ত থাকবে। এ সংক্রান্ত অপর দোয়াগুলিও নিম্নে উল্লেখ করছি।

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِیۡنَ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কাজকর্মে আমাদের বাড়াবাড়ি (ক্ষমাকর), আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল তাতে মুসলমানরা হীনবল হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং শত্রুদের সামনে নতও হয়নি। তারা আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করেছিলেন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য। পরীক্ষা যতই আসুক তাতে পিছপা না হয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

অপর আরেকটি দোয়া হল,

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسۡلِمِیۡنَ

অর্থাৎ- হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পরম ধৈর্যদান করো এবং আত্মসমর্পনকারী অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দাও। (সূরা আল্ আ'রাফ: ১২৭) উল্লিখিত দোয়াগুলো সকলেরই মুখস্ত করা উচিত। সেই সাথে নিয়মিত পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি দরকার। দোয়ার মাধ্যমে সকল প্রকার সমস্যা দূর হয়। মনে প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহব্বত বেড়ে যাবে।

(চলবে)

আহমদী পরিমন্ডলে বিয়ে দেওয়ার সুফল

আব্দুস সামাদ, সাতক্ষীরা

ইসলাম ধর্মে একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সীমারেখা আছে যা লংঘন করার জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসে। এতে মানুষ যালেম ও কাফের বলে চিহ্নিত হয়। আর কাফেররাই জালেম (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)।

আল্লাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খলীফা বানিয়েছেন। এ জামাতে অ-আহমদীদের ঘরে ছেলে/মেয়ে বিয়ে দেওয়া নিষেধ। এর বিশেষ কারণও রয়েছে। আমাদের ৫ম খলীফা বলেন, "যারা জামাতের বাইরে বিয়ে করে বা বিয়ে দেয় তাদের বেত্রাঘাত করার মত সুযোগ আমাদের হাতে নেই। তরবিয়তের ওপর জোর দিতে হবে, বার বার জামাতের সদস্যদের বুঝাতে হবে"। আমাদের জামাতে ইজতেমার সময় একটা খেলার আইটেম থাকে– ইন-আউট। ইন্ বললে রেখার ভিতরে আউট বললে রেখার বাইরে যেতে হয়। এর মধ্যে যদি রেফারি দুইবার ইন ইন বলে তখন অনেকে ঝুকে আউট হয়ে যায়। খেলাটা এজন্য যে, লোভ লালসা ঝুকে কেউ যেন জামাত থেকে আউট না হয়ে যায়। ঝোকা যতই প্রবল হোক না কেন কেউ যেন জামাতের সীমারেখা লংঘন না করে।

আমাদের জামাতের ছেলেমেয়ে, ভাই বোন, যে কোন আত্মীয়দের যদি অ-আহমদী ছেলেমেয়েদের সাথে বিয়ে হয় সে জামাতের বাইরে চলে গেল। তাদের বিয়ে যদি অ-আহমদী মৌলবি দিয়ে হয়। সে আমাদের খলীফার আদেশে জামাত থেকে বহিষ্কার (এখরাজ) হোক বা না হোক। তারা আমাদের সাথে নাই। তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। তখন তাদের সাথে আমাদের রক্ত সম্পর্ক–আত্মীয়তা কেটে গেছে। আল্লাহ্ এসব মুরতাদ জালেমদের খলীফার আদেশ লংঘনের কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করবেন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা টলে না। আহমদীগণ যদি সে সব মুরতাদ জালেম ছেলেমেয়েদের সাথে রক্ত সম্পর্কের কারণে মেলামেশা করেন, বন্ধু বানান তারাও ঐ কাফের মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত এবং জালেম (সূরা তওবা ঃ ২৩) দোযখের আগুন তাদের স্পর্শ করবে (সূরা হুদ ঃ১১৪)। সুতরাং আহমদী ছেলেমেয়েদের জামাতি পরিমন্ডলে বিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত আদম (আ.)কে নির্দেশ দিয়েছেন, "হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী বিবাহের কারণে একটি সংসার রূপী জান্নাতে প্রবেশ কর। আর এতে তোমরা যেখান থেকে চাও তৃপ্তির সাথে খাও, যেখানে খুশি যাও। তবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে যেও না। অন্যথায় তোমরা যালেম (বা সীমালংঘনকারী) বলে গণ্য হবে। (সূরা বাকারা ঃ ৩৬) নিষিদ্ধ বৃক্ষ বা শাজারা অর্থ ঝগড়া বিবাদ (সূরা নেসা ঃ ৬৬) আল্লাহ্ আদম হাওয়াকে একটা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ ঝগড়া বিবাদ পরিহার করে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অনিষ্টকারী বিষয় থেকে নিজেদের দূরে রাখার জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আদম (আ.)কে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "ঐ আধ্যাত্মিক সীমারেখার (বা বিষ বৃক্ষের) কাছে গেলে তোমরা যালেম হয়ে যাবে"। কিন্তু আদম হাওয়া শয়তানের নানা রকম প্ররোচনায় সীমালংঘন করে বসলেন। এতে তারা উভয়ে আধ্যাত্মিক ভাবে নগ্ন হয়ে গেলেন। আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার পোশাক খুলে যায়। তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এরপর তারা উভয়ে সুদৃঢ় ঈমান সহকারে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হয় এবং আধ্যাত্মিক দোয়া ও অনুশোচনার ফলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করেন। এই ইতিহাস সবার জানা।

আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা প্রথমেই আদম (আ.) এর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বর্তমান মানব-মানবী যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়-যারা আহমদীয়া খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত তারা অর্থাৎ আদম হাওয়া রূপী স্বামী স্ত্রীর প্রতি এই আয়াত প্রযোজ্য। আদম (আ.) নিজে খলীফা ছিলেন আমরাও সেই একই রকম খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। এখন আদম হাওয়া রূপী স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহ্ এই নির্দেশ দিচ্ছেন, "হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ কর (দুনিয়ার জান্নাত)। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী হয়ে সুখ শান্তির সাথে পৃথিবীতে সংসার রূপ জান্নাতে প্রবেশ কর। যা খুশি খাও, পান কর, যেখানে খুশি যাও। কিন্তু সাবধান (আল্লাহ্‌র খলীফার দেওয়া) ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষ অ-আহমদী এবং যারা ধর্মত্যাগী তাদের সাথে মেলামেশা ও আন্তরিক সম্পর্ক রেখ না। স্বামী স্ত্রী ঝগড়ার পথ পরিহার করে বেহেস্তি সুখ শান্তি বজায় রাখ। অ-আহমদীদের বিয়ে করবে না, বন্ধু বানাবে না। যারা কুফরীকে প্রাধান্য দেয় সেই সব ধর্মত্যাগী ও অ-আহমদীদের সাথে যদি তোমরা সম্পর্ক রাখ তোমরাও জালেমে পরিণত হবে (সূরা তওবা ঃ ২৩) আল্লাহ্‌র অভিশাপ যালেমদের ওপর (সূরা আ'রাফ ঃ৪৫) "যারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমালংঘন করে তারা নিজেদের ওপর যুলুম করে। (সূরা তাহরীম) শয়তানের প্ররোচনায় আদম হাওয়া উভয়ে পথভ্রষ্ট হয়। আবার আল্লাহ্ বলেন, হে ঈমানদারগণ নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী সন্তানদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। (সূরা তাগবুন ঃ ১৫)

হযরত উসমান বিন যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত রসূল (সা.) বলেছেন, "আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের মত এত মারাত্মক ক্ষতিকর ফেতনা আর রেখে যায় নি। (বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজা)। ইসলাম জীবন বিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ নারী হতে সাবধানে চলার মাঝে কল্যাণ নিহিত আছে। যদি পারিবারিক জীবনে নারীর ওপর পুরুষের কোন কর্তৃত্ব না থাকে তবে সে সমাজে বা পরিবারে সংসারে নারী ঘটিত অকল্যাণ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। আধুনিক সমাজে নারীরা পুরুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলেই তাদের মধ্যে নারী ঘটিত অকল্যাণ বেশি। আহমদী সমাজে অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত চলা ফেরার কারণে অনেক ছেলেমেয়ে অ-আহমদীদের সাথে বিয়ে করে বসে। যেন লাফ দিয়ে আগুনে ঝাপ দেয়। যেহেতু জামাতের নিজাম লংঘন করে তাই তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। কেননা তারা অ-আহমদী মৌলবী দিয়ে বিয়ে পড়ায়ে নেয়। একজন অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে ধর্মীয় কারণে ওঠা বসা বা চলা যায় না তেমনি একজন মুরতাদের সাথে ওঠা বসা বা চলা যাবে না। তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছেদ হয়ে গেছে। তারা অস্বীকারকারী কাফের।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তার রচিত সিররুল খিলাফা পুস্তকের ২২-২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সাহাবাগণ খোদার খাতিরে নিজ পিতা, পিতামহ ও সন্তান সন্ততিদেরকে পরিত্যাগ করেছেন এবং ধারালো তরবারি দিয়ে তাদেরকে টুকরা টুকরা করেছেন। প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। খোদার খাতিরে তরবারি দিয়ে শিরোচ্ছেদ করেছেন। আমাদের সমাজে যারা অ-আহমদী আমরা কি তাদের জানাযা নামায পড়ি? কেন পড়ি না? তারা আমাদের মধ্যে নেই। তারা পথভ্রষ্ট, মুরতাদ, কাফের তাদের সাথে আর

রক্ত/আত্মীয় সম্পর্ক রাখা যাবে না, সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে হবে। তবে সুযোগ ও ক্ষেত্র বুঝে তাদের বুঝানো যাবে–তবলীগ করা যাবে। আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষা আমাদের তাই বলে। যেমন নূহ (আ.) বললেন, "হে আল্লাহ্ আমার ছেলে আমার পরিবার ভুক্ত, আল্লাহ্ বলেন, না তোমার ছেলে তোমার পরিবার ভুক্ত নয়। সে পথভ্রষ্ট। তুমি আমার কাছে তা বলো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমার উপদেশ তুমি অজ্ঞ মূর্খ হয়ো না (সূরা হুদ ঃ ৪৬-৪৭)। কেন? আল্লাহ্ কি মিথ্যা কথা বললেন যে, সে তোমার পুত্র নয়। না। ধর্মীয় সম্পর্ক না থাকায় রক্ত সম্পর্ক কাটা গেছে।

পক্ষান্তরে হযরত যায়েদ (রা.)-কে দেখেন! খোঁজ পেয়ে তার পিতা এসে তাকে বলল তোমার মা তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে, চলো বাড়িতে চলো। উত্তরে যায়েদ (রা.) বললেন, না! মুহাম্মদ আমার পিতা, খাদিজা আমার মাতা। আমি তাদের ছেড়ে যেতে পারব না। দেখুন আধ্যাত্মিক সম্পর্কই প্রকৃত সম্পর্ক। কোন আহমদী সদস্য যে দিন আহমদীয়াত ত্যাগ করেছে বা কোন গয়ের আহমদী মৌলবি দ্বারা বিয়ে পড়ায়ে অ-আহমদী ছেলে বা মেয়ের সাথে বিবাহ করেছে। সে মুরতাদ হয়ে গেছে। সে দিন থেকে তাদের সাথে আমাদের রক্ত সম্পর্ক কাটা গেছে।

রসূল (সা.)-এর সাহাবাদের পিতা, পিতামহ, ভাই বোন ও নিজ সন্তানদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। যুদ্ধে তাদেরকে নিজ হাতে হত্যা করেছেন। কারণ ওরা কাফের। নিজের চাচা আবু জাহেল হযরত (সা.) এর মেয়েকে হত্যা করেছেন, এ সব লোক ধর্মের কারণে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছেন, আহত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন। কিন্তু কোন দিন ধর্মীয় কারণে তাদের সাথে মেলামেশা করেন নি, আপোষ করেন নি। তারা আল্লাহ্‌র সূক্ষ্ম সীমারেখা বুঝতে পেরেছিলেন। যারা কাফের মুরতাদ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী তারা পরস্পরের মধ্যে রহমশীল ছিলেন। কেননা তারা ছিলেন হযরত (সা.) এর সাহাবী।

তাই আমাদের সাহাবীগণের মত জীবন যাপন করতে হবে। সাহাবা (রা.)গণ ধর্ম প্রচার করতেন, নামায পড়তেন, মানুষের তালিম তরবিয়তের দাওয়াতে দায়িত্ব নিতেন, সমাজের উপকার সাধন করতেন। এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ ছিলেন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখতেন, আল্লাহ্‌র হক বুঝতেন, নির্যাতন, লাঞ্ছনা পেয়েও ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা করতেন, হযরত (সা.) কে-ও রক্ষা করতেন।

'মসীহ্ মাওউদ' দিবসে আমাদের করণীয়

মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তেরশত হিজরী সনের পরে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা আল্লাহ্ কর্তৃক লাভ করে মানব জাতির কাছে তুলে ধরার সেই শিক্ষার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন হয়েছে।

হাদীস মোতাবেক ইসলামী দুনিয়ায় ঈমান দেয়া ও ইসলামের বিশ্ববিজয়ের কাজ শুরু হবে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে তিনটি সূরার মধ্যে তা বর্ণনা করেন। সূরা তওবা, সূরা ফাতাহ, সূরা আস্ সাফ্‌ফ এ বলা হয়েছে– অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে হেদায়াত (মাহদীয়াতসহ) ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি সব ধর্মের ওপর একে (ইসলাম) বিজয়ী করে দেন, মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। হাদীসের গ্রন্থে আছে যে, উক্ত বিজয় মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সময় হবে।

১৮৮৯ সালে ২৩ মার্চ তারিখে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা শহরে মিয়া আহমদ জান সাহেব নামক এক প্রিয় শিষ্যের বাড়ীতে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে প্রথম চল্লিশ জন পুত-পবিত্র ব্যক্তিগণের বয়আতের মাধ্যমে সেই যাত্রা শুরু করলেন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালা মহকুমার গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে। হাদীস অনুযায়ী আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আ.) পারশিয়ান। ইরানী বংশের হবেন, তাঁর দাদী অথবা নানীর বংশ মঙ্গলীয় বা চীনা বংশের হবে, সে মোতাবেক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর পূর্ব পুরুষ মির্যা হাদী বেগ সাহেব ১৫৩০ সালে দু'শত সঙ্গী-সাথীসহ প্রথমে দিল্লীতে পরবর্তীতে ইসলামপুর কাজী গ্রামে অর্থাৎ ভাষার প্রভেদে কাদিয়ান নামক গ্রামে বসতী স্থাপন করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ২৩ মার্চ "মসীহ্ মাওউদ (আ.)" দিবস পালন করে থাকে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা তুলে ধরা হয়, (তাঁর) এর অঙ্কিত পথের কথা আলোচনা করা হয়। তিনি আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য ও তার পরিচয় জগতের সম্মুখে কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কারণ মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লার ঐশী পরিচয়ের ধরণ ভুলে গিয়েছিল, মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেটি তুলে ধরে মানবকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক করাতে চেয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করে তুলে ধরেছেন যাতে জগতবাসী পুনরায় সেই শিক্ষা লাভ করে নিজ জীবনে ও জাতিগত জীবনে বাস্তবায়ন করে। আর এটিই স্বস্তির একমাত্র পথ ও একমাত্র শিক্ষা। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সা.) এর আদর্শ প্রচার ও প্রসার ঘটাতে তার (আ.) আগমন।

আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে নতুনভাবে উদ্যম নিয়ে প্রচার ও প্রসারের কাজে অগ্রগামী হওয়া প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমন এর মাধ্যমে যে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই জামাতের সদস্যগণ চৌদ্দশত বছর পূর্বের সাহাবীদের ন্যায় আদর্শিক চরিত্রসমূহ প্রদর্শন করে জগতবাসীকে সঠিক পথ দেখাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লিখনী থেকে বুঝা যায় যে, জাগতের মানবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এক স্নেহময়ী মায়ের চেয়ে অধিক ছিল যার নমুনা তিনি ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শগত অবস্থার আমরা উপলব্ধি করতে পারি। মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন, বক্তাদের বক্তৃতা আমরা শ্রবণ করবো, কিন্তু হে মসীহের জামাতের সদস্য/সদস্যাগণ! আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এর ভালোবাসা দুনিয়াবাসীকে বুঝাতে হবে (যে যেদিক হতে পার)।

আমরা সত্য মসীহকে পেয়েছি তার কারণে আমরা কুরআনের আদর্শকে ষোল আনা মান্য করি এবং শিক্ষাকে ইসলামের জগতে তুলে ধরেছি। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বয়আতের দশটি শর্তের বাইরে তার মান্যকারী জামাতের শর্ত অনুযায়ী জীবন-যাপন না করলে আল্লাহ্‌র দরবারে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ করুন আহমদীয়া জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দুজাহানের স্থায়ী ভালোবাসায় সিক্ত হোক, (আমীন)।

“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর”

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীদের দৈনিক শ্রম ৮ ঘন্টা, ন্যায্য মজুরি, সুস্থ কর্মপরিবেশ ও অধিকার রক্ষায় বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালন করা হয়। এর সূচনা ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একটি সুই কারখানার নারী শ্রমিকেরা দৈনিক শ্রম ১২ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘণ্টায় আনা, ন্যায্য মজুরি এবং কর্মক্ষেত্রে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। আন্দোলন করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন অনেক নারী। গ্রেপ্তারকৃতদের অনেককে কারাগারে নির্যাতন করা হয়। এর তিন বছর পর ১৮৬০ সালের একই দিনে গঠন করা হয় নারী শ্রমিক ইউনিয়ন। ১৯০৮ সালে পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের কারখানার প্রায় দেড় হাজার নারী শ্রমিক একই দাবিতে আন্দোলন করেন। অবশেষে আদায় করে নেন দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করার অধিকার।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালের এই দিনে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে জার্মানির নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই সারা বিশ্বে দিবসটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা শুরু করে। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর’ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই মহান কথায় বোঝা যায়, পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমানভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন যুগ যুগ ধরে। গত ৮ মার্চ ২০১৬ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন, ‘ধর্মের নামে নারীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই’। এছাড়া তিনি আরো বলেছেন, ‘ইসলাম ধর্মই নারীর মর্যাদা সমুন্নত রেখেছে।’

আমাদের এ সুন্দর সুশোভিত পৃথিবীর যা কল্যাণকর সেসবকিছুই নারী ও নর তথা মানুষের জন্য। খোদা তা’লা এ সুন্দর পৃথিবীকে এমনিতেই সৃষ্টি করেন নি। এর কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষ তথা নর ও নারীর কল্যাণার্থে এ সুশোভিত পৃথিবী বিকশিত হয়ে স্বর্গের ন্যায় হতে পারে যদি মানুষের অর্ধেক নারী সমাজ তার মূল আত্মমর্যাদায় মর্যাদাবান ও সম্মানিত হতে পারে। কিন্তু নারী সমাজ সকল ক্ষেত্রে সম্মান এবং মর্যাদার কারণরূপে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারছে কি? এবং মর্যাদাশীল? এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমাদের উত্তর হ্যাঁ সূচক হতে পারত যদি না আমরা সকল নারীরা নিজ নিজ গন্ডিতে আত্মসম্মানিত ও আত্মমর্যাদাবান হতে পারতাম। ইসলামের পূর্বে যে জাহেলিয়াতের সাম্রাজ্য ছিল সেখানে নারীদেরকে ভোগের পন্য হিসেবে মনে করা হতো। মানহানির ভয়ে কন্যা শিশুদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এই ছিল সে সমাজের কিছু নিকৃষ্ট পাশবিক কার্যকলাপ।

কন্যা শিশুর জন্ম আজন্ম পাপ বলে মনে করা হতো। এসব জাহেলিয়াতি কার্যকলাপের অবসান ঘটান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যিনি ইসলাম নামক শান্তির ধর্মীয় বার্তা বহন করে পুরো পৃথিবীতে শান্তিধাম রচনা করেছেন। ইসলামই একমাত্র সেই ধর্ম যে ধর্মে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও তাদের মর্যাদায় মর্যাদাবান এবং সম্মানে সম্মানিত করেছে। নারীরা পন্য কিংবা ভোগের সামগ্রী নয় বরং সে ও একজন বুদ্ধি, জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ যার কাজও এ পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং মানবজাতির কল্যাণার্থে কাজ করা। মূলত মানবজাতির কাজ হলো এ পৃথিবীতে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁর এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলা এবং মানব কল্যাণার্থে যতটুকু সম্ভব কাজ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক এ দুটোই পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। রূপ পরিগ্রহ হয় মা, স্ত্রী, বোন এসকল ক্ষেত্রে জননী, স্ত্রী, ভগ্নী সকলেরই যার যার জায়গায় অধিক মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে।

ইসলামে নারীদের মর্যাদাকে সবচেয়ে বেশি দেয়া হয়েছে যা অন্যান্য ধর্মে তেমন একটা দেখা যায় না। কেউ যদি সৎকর্মশীল হয় তবে সে নারী বা পুরুষ যে-ই হোক না কেন মহান আল্লাহ্‌র কাছে তা গৃহিত হবে। আল্লাহ্ দেখেন কার কর্ম কেমন, আল্লাহ্ তা’লা মানুষের সকল কাজ প্রত্যক্ষ করেন। তাই আমাদেরকে সর্বদা আত্ম সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, “এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন এবং তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। (সূরা আলে ইমরানঃ ৫) তিনি আরো বলেন, সূরা মুমেন ২০ নং আয়াতে চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং বক্ষস্থল যা কিছু গোপন করে রাখে তিনি তা জানেন।’ আল্লাহ্ তা’লা সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র মানুষের কিছুই অজানা নয়।

তাই আমরা যা কিছুই করি না কেন মহান আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন। তাই কোন কিছুতেই আকৃষ্ট হওয়া ঠিক নয়। বুঝে শুনে সব কাজ করা উচিত। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় কাজ করে জীবনকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করা সম্ভব। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ ও রসূলে করীম (সা.) এর দিকনির্দেশনা অবলম্বন করে আমাদের জীবন পরিচালিত করলেই নারীরা আত্মমর্যাদায় সমৃদ্ধ এবং সম্মানের অধিকারিনী হয়ে উঠবে। যারা সম্মানিত ও মর্যাদাবান নারী তারা ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তিমানে প্রজ্জ্বোলিত হয়ে আছে। বিবি খাদিজা, বিবি আয়েশা (রা.) এরা সবাই আমাদের পাথেয়। এদের পথ অনুসরণ করতে পারলেই আমরা আত্মমর্যাদায় বলিষ্ঠ হয়ে উঠবো। যার ফলশ্রুতিতে সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে এবং আদর্শ হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ জাতি।

আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সকল নারীদের সেই সম্মান অর্জনের তৌফিক দান করুন, আমীন।

পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা

অনুবাদ- **শহীদ মোহাম্মদ মোবাশ্বের**,
ওয়াশিংটন ডি.সি., যুক্তরাষ্ট্র

পবিত্র কুরআনের সূরা বনি ইসরাইলের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ করেছেন, "শুধু আমারই ইবাদত কর এবং পিতামাতার প্রতি সদয়তা প্রদর্শন কর। তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের প্রতি কখনও কোন প্রকার বিতৃষ্ণা বা নিন্দার ভাব প্রদর্শন করবে না; এবং তাদের সাথে ভালভাবে কথা বলবে।"

আবার সূরা আনকাবুতের ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে "আমরা পিতামাতার প্রতি সদয় হতে নির্দেশ প্রদান করেছি; আর যদি তারা জ্ঞানের অভাবে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে ও তা মান্য করতে বলে তবে তা করো না। তুমি আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং আমিই তোমাকে তোমার কৃতকর্মের কথা জানাব।"

সহি বুখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে একজন লোক একদা পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন যে, তার বেশ কয়জন সন্তান রয়েছে; তবে তাদের কাউকেই তিনি চুমু দেন নাই। উত্তরে নবীজী বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা তার সেই বান্দাকেই ক্ষমা প্রদর্শন করবেন যারা অপরের প্রতি সদয় প্রদর্শন করে।"

এ হাদীসেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, "প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একদা হযরত আলীর (রা.) পুত্র আল হাসানকে চুমু খেলেন। হাবিস আল তামিমের পুত্র আল আকরা তখন তাঁর সাথে বসে ছিলেন। আল আকরা বললেন, "আমার দশজন সন্তান রয়েছে এবং তাদের একজনকেও আমি চুমু খাইনি। পবিত্র নবী তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল নয় তার প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না।"

এ হাদীসেই আবার বলা হয়েছে, জায়িদের পুত্র উসামা বর্ণনা করেছেন, "মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এক উরুদেশে আমাকে এবং অপর উরুদেশে হাসানকে বসিয়ে জড়িয়ে ধরতেন এবং বলতেন, "হে আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক এদের প্রতি ক্ষমাশীল হও, কেননা আমি এদের প্রতি ক্ষমাশীল।"

তিরমিজি শরীফে বলা হয়েছে, "সেই ব্যক্তি আমাদের অর্ন্তভূক্ত নয় - যে আমাদের নবীনদের প্রতি ক্ষমাশীল নয় এবং যে আমাদের প্রবীনদের সম্মান করে না।"

প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আত্ম-মর্যাদা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি ধৈর্য্যশীল ও গাম্ভীর্যপূর্ণও বটে, কোন শিশুকে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সংশোধন অথবা সঠিক পথ দেখানোর অধিকার রাখেন। তবে ক্রোধপূর্ণ ও গরম মেজাজী কোন ব্যক্তি, যিনি সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, শিশুদের অভিভাবক হওয়ার জন্য উপযুক্ত নন।"

গত ১৯শে অক্টোবর, ২০১৪ইং তারিখে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আনসার ইজতেমায় খলিফাতুল মসীহ আল খামেস হজরত মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "তবে আমাদের নিজেদের এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, ইসলামের উপরোক্ত সত্য শিক্ষা আমরা কতটুকু পালন করছি ... ইসলামের সত্য শিক্ষা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রথিত করতে হবে এবং ইতিবাচক উদাহরণগুলোর মাধ্যমেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্রতা এবং মাহাত্মকে এবং ইসলাম যে একটি জীবন্ত ধর্ম তা বিশ্বব্যাপি তুলে ধরার সঠিক উপায়।"

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৩ইং তারিখে জুমুআর খুতবায় যুগ খলিফা বলেন, "আর তাই পিতা-মাতার এটি একটি বড় দায়িত্ব যে তারা, কর্মের মাধ্যমে, তাদের সন্তানদের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করবেন। কর্মের মাধ্যমে তারা তাদের সন্তানদের সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং অন্যান্য উঁচু স্তরের নৈতিক গুণাবলীর বিষয়ে অবহিত করবেন যাতে করে সন্তানেরাও ঐ সকল গুণাবলী নিজেদের মধ্যে প্রথিত করতে পারে। তাদের মিথ্যা শপথ গ্রহণ পরিহার করতে হবে যাতে করে সন্তানেরাও এসব থেকে রক্ষা পেতে পারে। পিতা-মাতা যদি ধার্মিক হন, নিয়মিত নামায পড়েন, কুরআন পড়েন এবং ভালবাসা ও মায়ামমতার পরিবেশে একত্রে বাস করেন এবং মিথ্যাকে ঘৃণার সাথে পরিহার করেন তবে তাদের পরিচর্যা এবং প্রভাবাধীন সন্তানেরাও এধরণের নৈতিক উৎকর্ষতাকে গ্রহণ করবে। অন্যদিকে পিতা-মাতা যদি মিথ্যা বলেন, মারামারি ও ঝগড়া বিবাদ করেন, বাড়ির ভিতর অপরের সম্পর্কে গালিগালাজপূর্ণ অথবা অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেন, এমনকি জামাত সম্পর্কিত যথাযথ বিষয় বা এ ধরণের অন্যান্য খারাপ কর্মকান্ডের বিষয়ে ব্যবস্থা না নেন যা তাদের সন্তানেরা দেখছে; তাতে করে ঐসব প্রবণতার কারণে সন্তানেরাও তা অনুকরণ করে বা ঐ পরিবেশের প্রভাবের কারণে সন্তানেরাও এসব খারাপ জিনিসই শিখে থাকে।"

ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে বিয়ে-শাদী করার পর নিজেদের পরিবার আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অথবা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় ব্যস্ত হয়ে পরতে অনেকটাই বাধ্য হন। আবার কর্মক্ষেত্র, ক্যারিয়ার, নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎসহ বহুবিধ কারণে ছেলে মেয়েদের মা-বাবা বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য থেকে দূরে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে, অবস্থানের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠরা অনেকটাই একাকিত্বে ভুগতে থাকেন বা নিজেদের অসহায় মনে করেন। ছেলে মেয়ে আর নাতি নাতনির প্রতি ভালবাসা প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

আবার ভবিষ্যতে সাহায্য-সমর্থনের প্রয়োজন হলে তারা নিজ সন্তানের কাছ থেকে সেটা না পাওয়ার ভয় তাদের মধ্যে কাজ করে। সেক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা তাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে মাতা-পিতাকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা, সম্ভাব্য সকল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, সম্ভব হলে তাদের দেখতে যাওয়া, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা তাদের সেবার জন্য লোক রেখে দিতে পারেন।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে পরিবারের প্রবীন সদস্যদের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা বুঝার এবং পালন করার তৌফিক দান করুন (আমীন)।

[গত অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটন ডিসি জামাতের বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।]

চিরসবুজ সুন্দরবন

নিবিড়, মনোরম, ছায়া–সুশীতল বাতাস, নির্মল অক্সিজেন, নানা বর্ণের, নানা প্রকারের পশু পাখি, নদীতে হরেক রকম মাছ, আর জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ এ যেন প্রকৃতির সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'লার সুণিপুন হস্তে তৈরী অপরূপ সমারোহ।

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ঢালি

"তোমার প্রতি আল্লাহ্ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও তদ্রুপ সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ কর।" (আল কুরআন) তিনি আরও বলেছেন– "এবং তারকারাজী ও গাছপালা সিজদায় অবনত।" (রহমান) দুই উদায়চল এবং দুই অস্তাচল সবকিছুর মালিক আল্লাহ্। প্রকৃতির অপরূপ লিলা আকাশ, নদী, গাছ গাছালি সব তাঁর সৃষ্টি। তাঁর এই অপরূপ সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরবন একটি মনোরম প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব দ্বীপ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্ব দক্ষিণের এই ম্যানগ্রোভ বনটি। এর প্রকৃতির সীমারেখার মধ্যে পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরে মেঘালয় আসাম, পূর্বে মনিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে মায়ানমার আর বঙ্গোপসাগর।

এছাড়া এর অপরাপর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সর্ব দক্ষিণে সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা এবং ভারতের কিছু অংশ জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত। নিবিড়, মনোরম, ছায়া-সুশীতল বাতাস, নির্মল অক্সিজেন, নানা বর্ণের, নানা প্রকারের পশু পাখি, নদীতে হরেক রকম মাছ, আর জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ এ যেন প্রকৃতির সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'লার সুণিপুন হস্তে তৈরী অপরূপ সমারোহ। আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা দেখুন এই বনের মধ্যে রেখেছেন লক্ষ লক্ষ জীবন জীবিকার একমাত্র পথ। যারা অসহায় হত-দরিদ্র তাদের উপার্জনের পথ হল সুন্দরবন। কালের পরিবর্তনে আর মানুষের খামখেয়ালীপনার কারণে সুন্দরবন আজ শ্রী হারাতে বসেছে। অসংখ্য মানুষের দিন রাত অবাদ যাতায়াত সুন্দর বনের মধ্যে জীবিকা সংগ্রহের জন্য। অহরহ জীব হত্যা, গাছ নিধন যত্রতত্র মাছ ধরা জাল ফেলানো সহ নানা ধরনের অত্যাচার করা হচ্ছে সুন্দরবনের মধ্যে। অথচ বৌদ্ধ বলেছেন–

"জীবে দয়া করে যে জন–
সে জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানুষেরা জীবের প্রতি জীবনের প্রতি দয়া করা ভুলে গেছে। নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করছে হরিণ, বাঘ, কুমির, পাখি ও অন্যান্য জীব। প্রতিনিয়ত তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য এমন কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী বঙ্গকন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট সংলগ্ন নীলকমল এলাকায় "বিশ্ব ঐতিহ্য ফলক উন্মোচন করে সুন্দরবনকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া ইউনিসেফ ও বিশ্ব ঐতিহ্য" কমিটি ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে ৫২২তম বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৫,৭৭,২৮৫ হেক্টর। সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন বাহিনী নিয়োগ দেয়া আছে। তারা সার্বক্ষণিক পাহারা দিচ্ছেন। সুন্দরবনের লতাপাতা ও বড় বড় গাছ আমাদের প্রতিনিয়ত জীবানুমুক্ত অক্সিজেন দিচ্ছে। একজন মানুষ এক ঘেয়েমী জীবন যাপন করার ফাঁকে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাকে সুস্থ করার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশে রাখা হয়। সুন্দরবন এমন একটি জায়গা যেখানে গেলে একজন অসুস্থ মানুষ তার রোগ থেকে দ্রুত মুক্তি লাভ করবে।

প্রাচীন আমলে মানুষ যখন অসুস্থ হতেন তখন তারা সুস্থতা বোধ করতে বিভিন্ন দ্বীপ-এ যেতেন এবং সেখান থেকে তারা অল্প দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতেন। আল্লাহ্ তা'লার মহিমা সুন্দরবন যেখানে মানুষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর নদীর পানি, নদীর মাছ, গাছের ফল খেয়ে বাস করছেন অথচ তাদের কোন অসুখে ধরে না। মহান সৃষ্টি কর্তা এই বনের মধ্যে রেখেছেন অশেষ নিয়ামত যা মানুষের জন্য কল্যাণকর। সুন্দরবনের মধ্যে কোন জেলে বা অন্যান্য পর্যটকদের যদি পা কেটে যায় তবে গাছের পাতা চিবিয়ে দিলে রক্ত পড়া বা ক্ষতস্থান সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে– মহানবী (সা.) বলেছেন "প্রত্যেক পাতাই মহান স্রষ্টার মহিমা গায় ও গুণকীর্তন করে।

বাপ-দাদার আমলে যে সুন্দরবনের গল্প শুনতাম এখন আর সে সুন্দরবন দেখা যায় না। বনের ভিতর গাছ কাটার কারণে বড় বড় মাঠ তৈরী হয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষের আয়ের পথ সংকুচিত হচ্ছে। তারা সুন্দরবনকে আয়ের পথ হিসেবে বেছে নিচ্ছে ফলে পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে। রক্ষা করতে হবে এই বনকে। আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে সুন্দরবনকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন কিছু বিকল্প নেই। সুন্দবনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। মহানবী (সা.) বলেছেন– "তোমরা পৃথিবীবাসীর ওপর দয়া প্রদর্শন কর। তাহলে আকাশে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করবেন।" (তিরমিযী)

এখন থেকে দেখা দিয়েছে ঋতু পরিবর্তনের অনিয়ম। ঘন ঘন ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, আইলা, সিডরের মত মহাপ্রলয়। বন-জঙ্গল ধ্বংস করে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছি। গ্রীষ্মকালের গরম, বর্ষার বৃষ্টি, শরতের শুভ্র স্নিগ্ধতা, হেমন্তের সোনালী রূপ, শীতের প্রচন্ডতা, বসন্তের বাহারী রূপ, আগের মত আর দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃতির এই বিষয়টির থেকে রক্ষা পেতে হলে বনভূমিকে রক্ষা করতে হবে। মোতাহার হোসেন চৌধুরী বলেছেন–"বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়।"

ঋতুবর্ণন কবিতায় কবি আলাওল বলেছেন–

"প্রথম বসন্ত ঋতু নবীন পল্লব
দুই পক্ষ আগে পাছে মধ্যে সুমাধব।"

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তীল ঠাঁই আর নাইরে,
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাইরে।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত আগের দিনে যেমন বর্ষা ঋতুতে ঘন কালো মেঘ দেখা যেত, কালো আকাশে সাদা বকের উড়ন্ত পাখার ঝিলিক, এখনকার দিনে তা আর চোখে পড়ে না।

আমরা জানি সরকার সামাজিক বনায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যেমন উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প ১৯৯৫-২০০২ ফরেষ্ট্র সেক্টর প্রকল্প ১৯৯৭-২০০৪ ফরেষ্ট রিসোর্সের ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ১৯৯২-২০০১ ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'লার এই অপরূপ সৃষ্টিকে যদি আমরা অবহেলা আর খামখেয়ালিপনার ছলে দেখি তবে তা হবে আমাদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাছের ভূমিকা অপরিহার্য। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। অক্সিজেন ছাড়া বাঁচা যায় না। আমাদের দেশে যে সকল বনভূমি আছে তা যথাযথ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিজ্ঞানীরা গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া নিয়ে নানা ভাবে গবেষণা করে যাচ্ছেন। যেমন পশ্চিম জার্মানীর মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জেনার সাহেবের গবেষণায় দেখা গেছে অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাব ইতোমধ্যে ৫% অতিক্রম করছে। ফলে বরফের দেশ এন্টার্কটিকার ফাইটোপ্লাঙ্কটন দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দক্ষিণ গোলার্ধের সমস্ত জীব ধ্বংস হয়ে যাবে। জার্মানী পরিবেশ এজেন্সীর রিপোর্টে দেখা গেছে ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর উচ্চতা ১.৫ থেকে ৩.৫ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে হিমবাহের বরফ গলার ফলে সার্কভুক্ত দেশ সহ পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক প্লাবন বা জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্ তা'লার এই অপরূপ ধরা আজ ধ্বংসের পথে। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সঠিক ব্যবহার যদি আমরা না করতে পারি তবে এর মত হতভাগা জাতি আর পৃথিবীতে একটিও থাকবে না।

বিশ্বের যে প্রান্ত হতে আপনারা এই লেখাটি পড়বেন তাদের মনে সামান্য হলেও পৃথিবী তথা এই অপর সৃষ্টি সুন্দরবন সম্পর্কে জানার জন্য মনের মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লা পার্থিব জগৎ ছাড়াও তাঁর তৈরী বেহেশ্‌তবাসীদেরও এভাবে সুসংবাদ দিয়েছেন যেমন তিনি বলেছেন– "দুটি বাগান ছাড়াও আরও একটি বাগান থাকবে। নিবিড় শ্যামল সবুজ ও তরতাজা বাগান। বাগানে দুটি ঝর্ণা উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে।" (সূরা আর রহমান)

মহান আল্লাহ্ বেহেশ্‌তবাসীর জন্য বাগান তৈরী করে রেখেছেন। সেখানে বেহেস্তবাসী আজীবন বসবাস করবে। সুন্দরবনের পাশে যারা বসবাসকারী তাদের আরও বেশি কর্তব্যপালন করতে হবে। এমন কিছু করা যাবে না যাতে আমাদের ক্ষতি সাধিত হয়। একটি দেশের ভৌগলিক আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বন থাকা প্রয়োজন। বসতবাড়ি, ধানের জমি এবং অন্যান্য প্রয়োজনে বনভূমি ধ্বংস করে বর্তমানে এখন ভূমির সংখ্যা ৯% ভাগে নেমে এসেছে। এটি খুবই দুঃখজনক ও হতাশা জনক। আসুন আমরা আমাদের পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করি। জীবনানন্দ দাসের কবিতার মত ভরে উঠুক সমস্ত দেশে বনের সমারোহ।

...অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুর গাছে,
চেয়ে দেখি ছাতার মত বড় পাতাটির নিচে বসে আছে,
ভোরের দোয়েল পাখি।
চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তুপ,
জাম-বট-কাঠালের-হিজলের-অশ্বরথের করে আছে চুপ

ইমাম মাহদী আসিয়াছেন

মোহাম্মদ আব্দুল বারী, বানিয়াজান।
****

শুনেন শুনেন গ্রামবাসী শুনেন দিয়া মন
চৌদ্দ সিদ্দীর পরের কথা করিবো বর্ণন।
ইমাম মাহদী নামে আসিয়াছেন যিনি
তারে কি আমরা সবাই চিনি।

ভারতের গুরুদাশপুরে বাটালা পরগনায়,
বাপ দাদার জমিদারী পরে যে সে পায়
সেখানেই জন্ম নিল, খোদা মেহেরবাণী,

দিনে দিনে বড় হইলো, হইলো যে জওয়ানী,
মসজিদে পইড়া থাকে, পড়ে কুরআন খানি
ধীরে ধীরে হইলেন যে জগতের জ্ঞানী।

ধীরে ধীরে তাঁর বয়স চল্লিশ যখন হলো
খোদা বললেন, তুমি এবার মসীহ দাবি করো।
তাজা প্রাণ হইলো তোমার শুনিয়া বাণী।

আরয করলেন এবার মসীহ, হে দয়াময়!
আমি যে একা তাই লাগে বড় ভয়!
উত্তর দিলেন খোদা, ভয় কিসের?
'আমি আছি' বলে তিনি সান্ত্বনা দিলেন
সেই সাথে আরো দিলেন অভয়-বাণী,

কোন্ সে নাফরমান তোমায় করে অপমান?
ডান হাতে ধরবো আমি হরণ করবো প্রাণ
তুমি কেবল শুনাইবে বিজয়ের বাণী।

আর নয়! অনেক খেলা খেলেছে তারা
ইসলামটাকে করেছে জরা-জরা
শিরকের বাণী এসেছি শোধিতে আমি, প্রকাশিত
চন্দ্র-সুরুজ-পাহাড়-জমীনে
প্রচার আমার পৌঁছে যাবে পৃথিবীর কোণে,
হে আহমদ! এটাই খোদার অমোঘ-বাণী।

তোমার আগে আমার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) নবী,
বলে গেছে তোমার নামে আছে যা সবই,
নাফরমানী করে যারা করবো জাহান্নামী।

মুহাম্মদের লাগি তোমায় করিবো দান,
শত-হাজার-লক্ষ-কোটি পবিত্র প্রাণ
তাজা ফরমান সামনে নিয়ে যাবে যে তুমি,

আরে ছুটে ছুটে আসবে দেখো কত মরা প্রাণ,
তাইনা দেখে খুশী যারা আনছে ঈমান।
শুনাইবে তুমি তাদের ইসলামী বাণী।

এখন তোমরা দেখবে খোদার দ্বিতীয় কুদরত,
যেখানে পাবে হাজার-হাজারো রহমত।
নবীর পরে খেলাফত কুরআনের বাণী

"বরফের পাহাড় হামাগুড়ী দিয়ে হলেও
ইমাম মাহদীকে তোমরা ভাই মানিও মানিও"
নবীর সুরে সুর মিলাইয়া বলে আব্দুল বারী
তাঁরে মানছি এটাই খোদার অশেষ কৃপাবারী,
নাম তাঁর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী

শশায় সারে অনেক রোগ

শশা কি সালাদ নাকি সবজি? নাকি ফল? এ নিয়ে নানান রকম বচন থাকলেও শশা যে একটি দারুণ রকম খাবার তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটু ভারি খাবার হোক বা হোক ওজন কমানোর চিন্তা, শশার বাটি নিয়ে টানাটানি টেবিলে হয়েই থাকে। প্রতিদিনের খাবারে সালাদ বা খাবারের অনুষঙ্গ হিসেবে শশার কদর বেশি হলেও পুষ্টিগুণের দিক দিয়ে শশা মোটেও পিছিয়ে নেই। শশাতে ক্যালরি কিছুটা কম, তবে প্রতি ১০০ গ্রাম শশায় খাদ্য আঁশ আছে ০৬ গ্রাম, শর্করা ৩৬১ গ্রাম, চিনি ১ দশমিক ৬৮ গ্রাম। এতে আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি। শশার আরও যেসকল গুণাগুণ রয়েছে তা হলো–

ক্যালরি কম থাকার কারণে ওজন কমানোর জন্য শশা খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। শশা দেহ থেকে অতিরিক্ত ফ্লুইড বের করে দেয় শশা, ফলে সহজে ক্লান্তিবোধ দূর হয়। এটি নিয়মিত খেলে বাড়তি ফ্যাট সেল ভেঙ্গে যায়। ফলে ওজন বাড়া বা মোটা হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

শশা খেলে আলসার দূর হয় বুকের জ্বালা কমায় এবং অ্যাসিডিটি সারায়।

প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকায় শশা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সাহায্য করে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণেও।

শশা ত্বকের শুষ্কতা দূর করে, শশার রস চোখের চারপাশে লাগালে বলিরেখা দূর হয় ও বার্ধক্য রোধ করে।

শশার আঁশ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করে।

শশায় পানি এবং পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকায় এটি মৃদু মাত্রার মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে। শরীরের জমানো ক্ষতিকর ও বিষাক্ত উপাদানগুলো অপসারণ করে রক্তকে পরিষ্কার রাখে।

দাঁতের রোগ বিশেষ করে পাইরিয়ার সমস্যার কমবেশি সমাধান ঘটায়। এর কষ ও রস কিডনি সমস্যা দূর করে। মূত্রনালীর প্রদাহ কমায়।

প্রতিদিন শশার জুস খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

শশা শরীরের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে শরীর শীতল রাখতে সহায়তা করে।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে শশায় আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে, যা আমাদের স্নায়ুর ক্ষতিগ্রস্ততাকে কমিয়ে "আলঝেইমার ডিজিজ"-এর মত রোগও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

(সূত্র: আমাদের সময়)

সুস্থ থাকতে পানির সঙ্গে অল্প মধু মিশিয়ে নিন

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। অতি প্রয়োজনীয় এই পানির সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত একবার করে মধু মিশিয়ে পান করতে পারলেও তা আমাদের শরীরের জন্য আরও ভালো। এমন অনেক রোগই আছে শুধুমাত্র পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলেই যেগুলো নিরাময় করা সম্ভব। জেনে নিন সেগুলো কী কী:

১) রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। ২) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ৩) শরীরের টক্সিন বের করে দেয়। ৪) ত্বক পরিষ্কার করে তোলে। ৫) ওজন কমাতে সাহায্য করে। ৬) গলা-ব্যথা কমায়। ৭) হার্টকে সুস্থ রাখে। (সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন)

গ্যাসের চুলার দুর্ঘটনা এড়াতে ১০টি সতর্কতা

শহুরে জীবনে গ্যাসের বিকল্প ভাবাই যায়না। বাসা-বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট সব জায়গায়ই সাধারনত রান্নার চুলো জ্বালাতেই গ্যাসের ব্যবহার হয়ে আসছে। সরকারী সংযোগের পাশাপাশি বেসরকারীভাবে অনেকে সিলিন্ডার গ্যাসও ব্যাবহার করছেন। ভয়ঙ্কর দাহ্য পদার্থ এই গ্যাস অনেক বড় দুর্ঘটনারও কারণ হতে পারে। এধরণের দুর্ঘটনায় অহরহই প্রাণহানী ঘটছে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর উত্তরায় গ্যাসপাইপ বিস্ফোরণে একটি পরিবারের সব সদস্য দগ্ধ হওয়ার পর নিরাপদে গ্যাস চুলার ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। হৃদয়বিদারক এ ঘটনায় ওই পরিবারের দুই শিশু এবং তাদের বাবা মারা গেছেন। শিশুদের মায়ের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

এ ঘটনাটি যেমন মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে তেমনি গ্যাস চুলা ব্যবহারেও অনেকে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। একটু সতর্ক থাকলেই এইসব দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। দেখে নিন কি কি উপায়ে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়-

গ্যাসের চুলা নিভিয়ে দিন ঃ সবচেয়ে বেশী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে আমাদের রান্নাঘর থেকে। সমস্ত ধরনের রান্নার কাজ শেষ হয়ে গেলে অবশ্যই গ্যাসের চুলা নিভিয়ে দিন। শিশুরা খেলাচ্ছলে চুলার চাবি ঘুরিয়ে গ্যাস খুলে রাখছে কিনা খেয়াল রাখুন।

ধূমপান থেকে বিরত থাকুন ঃ পরিবারে যাদের ধূমপানের অভ্যাস আছে তারা ঘরের বাইরে ধূমপান করুন। ঘরের ভেতরে ধূমপান যেমন ঘরের পরিবেশ নষ্ট করে তেমনি আগুন লাগার সম্ভাবনাও বাড়ে।

ম্যাচ ও লাইটার শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন ঃ ম্যাচ এবং লাইটার শিশুদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখুন। শিশুদের সাধারণত যেগুলো ধরতে নিষেধ করা হয় তারা আরো আগ্রহী হয়ে সেগুলো খুঁজে বের করে। তাই এসব জিনিস যতটা পারবেন তাদের থেকে লুকিয়ে রাখবেন।

ইলেকট্রিক তার পরীক্ষা করুন ঃ বাসার ইলেকট্রিক তারগুলো ঠিক আছে কিনা নিয়মিত পরীক্ষা করুন। তার ছিঁড়ে গেলে দ্রুত মেরামত করুন। বৈদ্যুতিক সংযোগের কোন ধরণের সমস্যা অবহেলা করবেন না।

শর্ট সার্কিট এড়াতে ফিউজ ব্যবহার করুন ঃ বিদ্যুতের প্রবাহ সবসময় সমানতালে হয় না। এই তারতম্যের কারণে হতে পারে শর্ট সার্কিট, যা মারাত্মক সব দুর্ঘটনার কারণ। শর্ট সার্কিট এড়াতে প্রয়োজনীয় ফিউজ ব্যবহার করুন।

মোমবাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন ঃ মোমবাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। দাহ্য বস্তু থেকে মোমবাতিটি অন্তত ১ ফুট দূরে রাখুন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় অবশ্যই নিভিয়ে দিন।

ফায়ার এক্সিট ঠিক করে নিন ঃ নানান রকম সাবধানতার পরও আগুন লেগে যেতে পারে। তাই এরকম দুর্ঘটনায় পড়লে কিভাবে বের হবেন সেই ফায়ার এক্সিট পরিকল্পনা রাখুন আগে থেকেই।

স্মোক এলার্ম লাগিয়ে নিন ঃ আপনার পাশের ফ্লাটে লেগে যাওয়া আগুন আপনার জন্যও বিপজ্জনক। তাই পুরো বাড়িতেই স্মোক এলার্ম লাগানো উচিৎ, যাতে কোথাও কোন ধোঁয়া উড়লে এলার্ম আপনাকে আগেই বিপদ সংকেত দিতে পারে। ফলে, আপনি বের হওয়ার জন্য বেশি সময় পাবেন। তাই বাড়ির প্রতি তলায় এলার্ম লাগান এবং সেগুলোকে একসাথে সংযুক্ত রাখুন, যেন একটা বাজলে বাকি সবগুলোও বেজে ওঠে।

তিতাস গ্যাসের জরুরী নম্বর কাছে রাখুন ঃ গ্যাসলাইনে কোনো ত্রুটি বা জরুরি অবস্থার জন্য তিতাস গ্যাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তাদের জরুরি ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে: মতিঝিল ৯৫৬৩৬৬৭, ৯৫৬৩৬৬৮ (২৪ ঘন্টা); মিরপুর ৯০১৪২৯১ (সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা) এবং গুলশান ৯৮৯১০৫৪ (২৪ ঘন্টা)। এ ছাড়া তিতাস গ্যাসের হটলাইন নম্বরেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। নম্বরটি হলো: ০২-৯১০৩৯৬০।

(সূত্র: আমাদের সময়)

সংগ্রহ ও উপস্থাপনা: **সুমন মাহমুদ**

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীপাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলার সঞ্চালনায় উক্ত জলসায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মোশারফ হোসেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে ঃ 'বিশ্ব শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)' প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন মৌ. আবু তাহের। 'বিদায় হজ্জ ও হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভাষণ' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। 'মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)' এই প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মনজুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (সাবেক) সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক পূর্বঘোষিত ও প্রদত্ত পবিত্র কুরআন নাযেরা ৮ জন নতুন শিক্ষার্থী ও ৮ জন শিক্ষককে জলসার এই পর্যায়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ৩ জন আনসার, ৩ জন খোদ্দাম, ১ জন আতফাল ও ১ জন নাসেরাত। সবশেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ করা হয়। এই মহতী জলসায় ১ জন মেহমানসহ মোট ১৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

লাজনা ইমাইল্লাহ্, চাঁদপুর চা-বাগান-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক গত ১৬/০১/২০১৬ তারিখে এবং ২৪/০১/২০১৬ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, চাঁদপুর চা-বাগান-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। দুটি জলসায় সভাপতিত্ব করেন আরেফা খানম, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ চাঁদপুর চা-বাগান। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন লিমা আক্তার, মোছা: রানু বেগম চৌধুরী, পর্দার আড়াল থেকে মৌ. হুমায়ুন কবীর, মওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ এবং মৌ. আমীর হোসেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। প্রথমটিতে ১৬ জন এবং দ্বিতীয়টিতে ২ জন জেরে তবলীগসহ ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। জলসায় ১ জন বয়আত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

মোছা: আরেফা খানম

মিরপুরে নিয়মিত মাসিক বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুরের উদ্যোগে নিয়মিত মাসিক বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হচ্ছে। প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মিরপুর মসজিদে এই বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের আয়োজন করা হয়েছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অনুষ্ঠিত বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযে ১৬ জন আনসার সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

আবু জাকির আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুরের হালকাগুলোতে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুরের হালকাগুলোতে মাসিক সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলতি বছরের প্রথম মাসে (জানুয়ারী ২০১৬) ৬টি হালকায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অর্থ সহ নামায ও পারিবারিকভাবে বা-জামাত নামায নিয়মিত আদায়করণ, প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত তবলীগ ও তবলিগী লিফলেট বিতরণ, প্রত্যেক বাড়ীতে এমটিএ ডিস সংযোগ স্থাপন ও পরিবারের সব সদস্য সহ হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা সরাসরি শ্রবণ, হালকার সদস্যদের সঠিক মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ, নওমোবাইন ও দুর্বল সদস্যদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন ও জামাতের কার্যক্রমে তাদের শামিলকরণ, নিয়মিত চাঁদা আদায় ইত্যাদি বিষয়াদির ওপর গুরুত্বারোপ প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চাঁদপুর চা-বাগানের উদ্যোগে তরবিয়ত সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ফেব্রয়ারি লাজনা ইমাইল্লাহ্ চাঁদপুর চা-বাগান এর উদ্যোগে লাদিয়া হালকার বাগাইয়ার গাঁও-এ জনাব মতিউর রহমান সাহেব এর বাড়িতে একটি তরবিয়তী মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তরবিয়তী মিটিংএ সভানেত্রী ছিলেন আরিফা বেগম, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ চান্দপুর চা-বাগান। পবিত্র কুরআন মজীদ হতে তেলাওয়াত করেন নাছিমা আক্তার লিপি। মু'মিনের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন মিসেস রানু আক্তার চৌধুরী। অতঃপর মওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ ও মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন তরবিয়তের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। দোয়ার মাধ্যমে তরবিয়তী সভার সমাপ্তি হয়।

আরিফা বেগম

ফতুল্লা জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০১ জানুয়ারি রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ফতুল্লা জামাতের উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হাসেম বীরপ্রতীক এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব ডা. আবু নাছের, সামসুদ্দীন আহমদ, কাজী মুবাশ্বের আহমদ এবং মৌ. এনামুল হক রনি। সবশেষে সভাপতির বক্তব্যে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ প্রত্যেককে পালন করার নসিহত করেন। উক্ত সভায় ১০ জন মেহমানসহ মোট ৯৮ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ফরিদ আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাশারুকের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০১ জানুয়ারি রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাশারুকের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। বিকাল ৩টায় মৌ. মোহাম্মদ ফরহাদ আলীর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ছবির আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব সিফাত উল্লাহ্ সিকদার। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম আদর্শের কিছু ঘটনাবলীর ওপর বক্তৃতা করেন মৌ. মোহাম্মদ ফরহাদ আলী। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ছবির আহমদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতার ওপর বক্তৃতা করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত সভায় পুরুষ মহিলাসহ মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মনির আহমদ

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি কর্তৃক মিরপুর জামা'ত পরিদর্শন

বাংলাদেশ জলসা উপলক্ষ্যে আগত হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম শামশাদ আহমদ নাসের গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে হুযূর (আই.)- এর সম্মানিত প্রতিনিধির সাথে ছিলেন মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর ও মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

এছাড়া কেন্দ্রীয় আমেলার বেশ কয়েকজন সেক্রেটারীসহ জামা'তের বুজুর্গ ব্যাক্তিবর্গ। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সম্মানে এক বিশেষ আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন থেকে পাঠ করেন হাফেজ আবুল খায়ের, নযম পাঠ করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। মিরপুর জামাতের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন মোহতরম বি আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। মিরপুর জামাতের ভ্যবিষ্যত কর্ম পরিকল্পরার একটি ভিডিও প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন জনাব এনামুল হক রাসেল।

অতপর হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি বক্তৃতায় মিরপুর জামাতের উপস্থিতির প্রশংসা করেন এবং সেই সাথে প্রতি ওয়াক্ত নামাযে হাজিরা বৃদ্ধির প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন ও বিভিন্ন ঈমান বর্ধক ঘটনা বর্ণনা করেন। এছাড়ও তিনি খেলাফতের প্রতি আনুগত্য, পারস্পারিক সুসর্ম্পকের ও চাঁদা আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে সকল মেহমানদেকে আপ্যায়ণ করা হয়। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সম্মানে স্থনীয় একটি হোটেলে নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে স্থনীয় আমেলা, ন্যাশনাল আমেলা ও জামাতের বিশিষ্ট বুজুর্গ ব্যাক্তিবর্গ অংশ নেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

জামা'ত ও মজলিসের কর্মকান্ডের সংবাদ পাঠাতে ই-মেইল করুন এই ঠিকানায়–

pakkhik_ahmadi@yahoo.com
masumon83@yahoo.com

বিভিন্ন জামাতে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

ঢাকা

গত ২০/০২/২০১৬ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে দারুত তবলীগ মসজিদ, ৪নং বকশীবাজারে 'মুসলেহ্, মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা শামসাদ আহমদ নাসের সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এবং জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। এছাড়া ঢাকা জামাতের বিভিন্ন হালকার আহমদীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাদ আসর অর্থাৎ বিকাল ৫ টায় এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব জাকির হোসেন।

বক্তৃতাপর্বে মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নুরুল আমীন 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী' বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর 'আহমদীয়াতের মহান সফলতা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ঐতিহাসিক ভূমিকা' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ। তিনি 'বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াত তথা ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, আল-মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভূমিকা'র ওপর আলোকপাত করেন।

অতঃপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব এসএম রহমতুল্লাহ্। হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর আধ্যাত্মিক জীবন ও তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মহান বৈশিষ্ট সমূহের ওপর চিত্তাকর্ষক ও ঈমান উদ্দীপক আলোচনা করেন।

ঢাকা জামাতের বিভিন্ন হালকা থেকে আহমদীগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনেকে স্বপরিবারে অংশ নেন। জেরে তবলিগ মেহমানরাও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাতসহ মোট ৪৬২ জন। লাজনা ১৬০ জন এবং মেহমান ১২ জন। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

বশির উদ্দীন আহমদ

তারুয়া

গত ২০/০২/২০১৬ তারিখ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তারুয়ার মসজিদে বাশারতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সামসুল হক মোল্লা, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ইসতিয়াক আহমদ, নযম পেশ করেন জনাব সাহিল আহমদ।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর দিবসের তাৎপর্য, ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা তাঁর খেলাফত কালের জামাতের উন্নতি বিষয়গুলির ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, মৌ. তাহের আহমদ, জনাব ফারুক আহমদ, জনাব শাহীন আহমদ এবং জনাব ইসমাইল আহমদ মিয়াজী। শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। এতে ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জহির আহমদ মিয়াজী

ফাজিলপুর

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নূর এলাহী জসিম এর সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সাইফুল ইসলাম। বক্তৃতাপর্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বাল্যকাল নিয়ে আলোচনা করেন জনাব সাইফুল ইসলাম। মুসলেহ্ মাওউদ দিবস কি এবং কেন পালন করা হয় এ বিষয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়। এতে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া গত ৪ মার্চ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুর এর উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। এতে স্থানীয় মোয়াল্লেম এবং জনাব মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন বক্তৃতা রাখেন।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

কুমিল্লা

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ মুসলেহ মাওউদ দিবস আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কুমিল্লার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসটি স্থানীয় সেক্রেটারী তবলিগ জনাব আব্দুল জলিল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে জনাব মোহাম্মদ বুলবুল আহমদ পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তারপর নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। এরপর মুসলেহ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা তারেক আহমদ। তারপর প্রবাসি খোদ্দাম জনাব জাহিদ হোসেন বহি:বিশ্বে আহমদীয়াত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর জনাব এস.এম.এরফান মুসলেহ মাওউদ দিবসের কল্যান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ২৪ জন ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

তেজগাঁও

গত ১১ মার্চ বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে। বক্তৃতা পর্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যাক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন এবং জনাব ইশতিয়াক আহমদ তন্ময়। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

ইশতিয়াক আহমদ তন্ময়

নূরনগর ঈশ্বরদী

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তৌফিক জামান (মাহী) এরপর নযম পাঠ করেন জিহাদুল ইসলাম এবং দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর জীবনের ৫২ বৎসর খিলাফতকালীন সময়ের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য হতে সামান্য সামান্য কিছু আলোচনা করেন ঃ যথাক্রমে সর্বজনাব ময়নুল ইসলাম, ইয়াসির আরাফাত, রাজিব হাসান, ইয়াকুব আলী (রয়েল) ও পরিশেষে সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

সৈয়দপুর

গত ২০ ফেব্রুয়ারি মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ নজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, সৈয়দপুর। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সোহেল রানা মিন্টু। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি এবং নযম পাঠ করেন জনাব আসিফ আহমদ। বক্তৃতা করেন সর্বজনাব উমর ফারুক, মোশারফ হোসেন বাবলু, সোহেল রানা মিন্টু, আব্দুল করিম। সবশেষে মওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌র সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজিবুর রহমান

বিষ্ণপুর

মজলিস আনসারুল্লাহ বিষ্ণপুরের উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মজলিস আনসারুল্লাহর যয়ীম জনাব আমীর মাহমুদ ভুইয়া। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের মাধ্যমে। বক্তৃতাপর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর দিবসের তাৎপর্য, ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, তাঁর খেলাফত কালের জামাতের উন্নতি বিষয়গুলির ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. আব্দুস সালাম, জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন মিয়াজী। শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

আমীর মাহমুদ ভুইয়া

কবিরপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কবিরপুরে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা মোহাম্মদ আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ডাঃ রিয়াজুল ইসলাম। পর্দার আড়াল থেকে নযম পাঠ করেন তাহমিনা খাতুন। 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আলোচনা করেন সালমা জলিল, মোসুমী হাসান, জনাব মোশাররফ হোসেন এবং ইঞ্জিনিয়ার আরফান।

শেষে সভাপতি তার বক্তৃতায় বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে সুসংবাদ পেয়ে ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সবুজ ইশতেহারের মাধ্যমে 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে ৫২টি বিষয়ে যা প্রচার করেছিলেন তার প্রত্যেকটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে আমরা দেখছি। তিনি আরো বলেন, ইনশাআল্লাহ্ এমন দিন আসছে বিশ্বব্যাপী অ-আহমদী মুসলমান এবং অ-মুসলামনরাও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করবে। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ২জন মেহমানসহ ৩৮জন উপস্থিত ছিলেন।

আবু বকর সিদ্দিক

রংপুর

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩-৩০ মিনিটে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। উক্ত দিবসে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকসহ ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আহমদ তাহমিদুজ্জামান রফিক, নযম পেশ করেন রাকিবুল ইসলাম রফি। বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম, মৌ. শামসুল হুদা, হামিদুল্লাহ্ সিকদার, আমিরুল ইসলাম এবং মসিহাজ্জামান। সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, রংপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি কুরআন তেলাওয়াত ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে 'মুসলেহ মাওউদ (রা.)' দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন দিলরুবা জামান, সাহানা খন্দকার, আনোয়ারা বেগম, সামান্তা সায়েরা, আদিতা বুশরা, গুলশান আরা, আশরাফুননেছা। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিলরুবা জামান (মুক্তা)

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও

গত ৪ মার্চ লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। এতে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লার প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার শিখা সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা পর্বে 'মুসলেহ মাওউদ (রা.)' দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। এছাড়া শারমিন আক্তার শিখা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পুস্তক নিয়ে আলোচনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

পাগুলিয়া

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামাত পাগুলিয়ার উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। জনাব আব্দুল করিম, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পাগুলিয়ার সভাপতিত্বে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আরাফাত হোসেন। নযম পাঠ করেন আমাতুন নূর দিবা। তারপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর দিবসের পটভূমি, গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, ডা: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ও মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। পরিশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে দিবসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিলেট

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেটের উদ্যোগে সিলেট জামাতের প্রেসিডেন্ট এর বাসায় 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস' পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, সিলেট।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফাহিম ইকবাল। উর্দু নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন। এরপর উক্ত দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব বদরুল ইসলাম। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। সবশেষে সভাপতির সমাপনী আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

সন্তোষপুরে ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ২য় আঞ্চলিক ওয়াকফে নও সম্মেলন গত ১, ২ এবং ৩ মার্চ ২০১৬ সন্তোষপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সহ ওয়াকফে নও পিতা-মাতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সম্মেলনে ওয়াকফে নও সিলেবাস অনুযায়ী পিতা-মাতা এবং সন্তানদের ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এতে পিতা-মাতাসহ সর্বমোট উপস্থিতি ছিলেন ৩২ জন। ৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে পুরস্কার বিতরণী, নসীহতমূলক বক্তব্য এবং দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

আব্দুল গফুর

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরার সদস্য মোহাম্মদ রজব আলী হাজারী গত ১১/০১/২০১৬ রোজ সোমবার দুপুর ১২-৫৫ মিনিটে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম ১৯৮৭-১৯৮৮ সনে ঘাটুর জামাতের ওপর চরম মোখালেফাতের সময় তিনি ধৈর্যের সাথে ঈমানী পরীক্ষা দেন। মরহুম মৃত্যুকালে ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে ও নাতি-নাতনী সহ অনেক আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

এস. এম. সেলিম

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইড জামা'ত এবং ভিক্টোরিয়ার মেলবোর্ন জামা'ত কর্তৃক অস্ট্রেলিয়া ডে পালন

আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় সাউথ অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইড জামা'ত এবং ভিক্টোরিয়ার মেলবোর্ন জামা'তে অস্ট্রেলিয়া ডে উদযাপিত হয়েছে।

প্রতিবছর সরকারিভাবে ২৬ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এ বছর এডিলেইড জামা'ত এটি উদযাপন করেছে ৩০ জানুয়ারি। আর মেলবোর্ন জামা'ত করেছে ৩১ জানুয়ারিতে। দু'টি অনুষ্ঠানেই ডিনারের ব্যবস্থা ছিল। এ উপলক্ষে এডিলেইডের মাহমুদ মসজিদ এবং মেলবোর্নের বাইতুস-সালাম মসজিদে আলোকসজ্জা করা হয়। ছিল অস্ট্রেলিয়ান পতাকা, নানারকম ব্যানার, ফুল ও অন্যান্য আকর্ষণীয় ডেকোরেশনের আয়োজন, যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রায় ৪১০ জন। এরমধ্যে ২৬০ জন ছিলেন অ-আহমদী ও অমুসলমান অতিথি। আগত অতিথিদের মধ্যে অন্যতম হলেন, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার সম্মানিত গভর্নর, সাউথ অস্ট্রেলিয়া প্রাদেশিক সংসদের স্পিকার, প্রাদেশিক ও জাতীয় সংসদের কয়েকজন সাংসদ, তিনটি কাউন্সিলের মেয়র এবং কয়েকজন কাউন্সিলর। এছাড়াও এতে যোগদান করেন বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্য। এই অনুষ্ঠানে পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অস্ট্রেলিয়ার সম্মানিত আমীর ও মিশনারী-ইনচার্জ ইমাম ইনামুল হক কাওসার সাহেব।

অপরদিকে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৫০ জন। এরমধ্যে অ-মুসলমান ও অ-আহমদী অতিথির সংখ্যা প্রায় ২০০ জন। উল্লেখযোগ্য অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন শ্যাডো মিনিস্টার ফর মাল্টিকালচারিজম। এছাড়া, কয়েকজন এমপি, তিনটি কাউন্সিলের মেয়র মহোদয় ও একজন ডেপুটি মেয়র উপস্থিত ছিলেন। এতে আরও যোগদান করেন কনসুলেট জেনারেল অফ শ্রীলঙ্কা, অ্যাসিস্ট্যান্ট কনসাল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, কয়েকজন কাউন্সিলর, ইন্টারফেইথ ফোরামের সদস্যগণ এবং পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি। এখানেও মোহতরম আমীর সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

এডিলেইড এবং মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত এই দু'টি অনুষ্ঠানই শুরু করা হয় অস্ট্রেলিয়ার পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। উভয় স্থানেই আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম ছিল। এরপর, পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। অল্প বয়স্ক অস্ট্রেলিয়ান আহমদীরা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। যেমন: 'Why do I love Australia', 'Loyalty and service to my country is part of my faith' এবং 'I devoted my life for the service of my faith and country being a Waaqif-e-Nau'.'worldwide commitment of Ahmadiyya community to spread the message of peace'-এর উপর একটি প্রামান্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠান দু'টিতে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় অস্ট্রেলিয়ান সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামা'তের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

দু'টি অনুষ্ঠানেই মোহতরম আমীর সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় দেশীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ইসলাম আমাদেরকে দেশের আইন মেনে চলার শিক্ষা দেয়। আর স্বদেশ এর সুরক্ষায় যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

দু'টি অনুষ্ঠানই ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এ রকম অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আহমদীয়া জামা'তের প্রতি ধন্যবাদ জানান অতিথিরা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বেনিনের 'আতেছে' এবং 'সোকো' জামাতে দু'টি নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বেনিন গত ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে সাওয়ে অঞ্চলের আতেছে জামাতে একটি নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন করে। এই মসজিদ নির্মাণ কাজে জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অংশ নিয়েছে। বেনিনের আমীর জনাব রানা ফারুক আহমদ সাহেব মহানবী (সা.)-এর যুগের ঘটনাবলি তুলে ধরে বর্তমান যুগের মুসলমানদের কর্মকান্ডের সাথে তুলনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ের সকল সমস্যার সমাধান মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়া এবং খলীফাতুল মসীহ্‌র পূর্ণ আনুগত্যের মাঝেই নিহিত। আর এই আনুগত্যের ফলে মসজিদের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে আর এতে আগত মুসল্লীরাও সত্যিকার অর্থে নামাযের স্বাদ উপভোগ করবে। এরপর আমীর সাহের ফিতা কেটে মসজিদের উদ্বোধন করেন এবং দোয়া করান। যোহর ও আসর নামাযের পর উপস্থিত অতিথিদের মাঝে খাবার পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ৪২২জন উপস্থিত ছিলেন।

অনুরূপভাবে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বেনিনের আলাডা অঞ্চলের সোকো (ঝড়শড়) জামাতেও একটি নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, ২০১৩ সালের শেষ দিকে এই গ্রামে জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আলাডা অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই প্রতিমা পূজারী এবং খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। ২০১৫ সালের নভেম্বরে সোকো জামাতের এই মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। জামাতের নারী-পুরুষরা এই মসজিদ নির্মাণে প্রাণখুলে কুরবানী করেছেন, দূর -দূরান্ত হতে তারা পানি এনে নির্মাণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। গ্রাম্য প্রধান জামাতের তরবীয়তি ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সোকো গ্রামে মসজিদ নির্মাণের জন্য জামাতে আহমদীয়াকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। যোহর ও আসর নামাযের পর উপস্থিত অতিথিদের মাঝে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

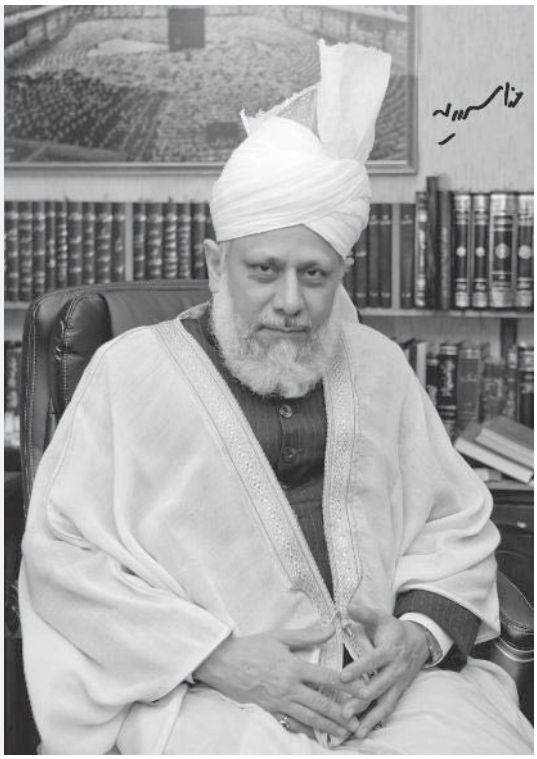

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 17 Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th March, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)-১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা®

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com